ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৪ বর্ষ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৫ আশ্বিন, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ | ১ যিলকদ্, ১৪৩২ হিজরি | ৩০ তাবুক, ১৩৯০ হি. শা. | ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১১ ঈসাব্দ

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১, শুক্রবার নরওয়ের অসলোতে উদ্বোধন করলেন **মসজিদ বায়তুন নাসের** যা স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চলের সর্ববৃহৎ মসজিদ। এই মসজিদটি ৪৫০০ মুসল্লীর ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন।

বিস্তারিত প্রতিবেদন পরবর্তী সংখ্যায় দেখুন।

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388, 01819-296797, 01817-143100

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Member | REHAB

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org

www.ahmadiyyabangla.org; www.mta.tv

Courtesy : **INTERNATIONAL TRADING HOUSE**

207/2, West Kafrul (2nd Floor), Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207.

Phone : 88-02-9113176, Fax : 88-02-8121001, Web : www.ithbd.com, E-mail : tushar@ith.com, info@ithbd.com

Amecon Since 1985
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

হজ্জব্রত পালন পবিত্র কাবাগৃহ নির্মাণের মহান উদ্দেশ্য সাধনের সাথে সম্পৃক্ত

mPxc Î

আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মাধ্যমে বায়তুল্লাহ্ শরীফ নবরূপে পুনর্নির্মাণ করেন এবং হযরত ইব্রাহীম (আ.) থেকে এই অঙ্গীকার নেন যে, তিনি এবং তাঁর বংশধরগণ এক সুদীর্ঘকালব্যাপী খোদা তাআলার পথে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ সম্পর্কিত দায়িত্বাবলী পালন করতে থাকবে এবং অব্যাহত তদ্বীর ও দোয়ার মাধ্যমে চেষ্টিত থাকবে, আর আল্লাহ্ তাআলা যেন তাঁর আখেরী শরীয়তবাহী নবী (সা.) জগতে আবির্ভূত হলে তাকে বরণ করার তওফিক ইব্রাহীম (আ.)-এর বং শধরকে দান করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর খোদা তাআলার পবিত্র নামকে সর্বোচ্চে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে তাদেরকে যে চূড়ান্ত কুরবানী পেশ করতে হবে তা যেন তারা করে।

বায়তুল্লাহ্র সাথে বহু লক্ষ্য ও বিবিধ উদ্দেশ্য জড়িত রয়েছে যার উল্লেখ আমরা কুরআন করীমে দেখতে পাই এবং সেগুলোর সম্পর্ক, প্রকৃতপক্ষে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের সাথে সম্পৃক্ত।

আল্লাহ্ তাআলাই গোটা মানবজাতিকে মঙ্গলের জন্য এক ঘর বানিয়েছিলেন কিন্তু তারা এর বিশালত্বকে শনাক্ত করতে পারে নাই। ফল দাঁড়ালো এই যে– সে ঘর নষ্ট হয়ে গেল এমনকি এর নাম নিশানা পর্যন্ত মুছে গেল। আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহপূর্ণ বাণী দ্বারা সেই গৃহের 'ধ্বংসাবশেষ চিহ্ন' নির্দেশিত করে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মাধ্যমে নবরূপে একে পুনরায় নির্মাণ করালেন আর এর সুরক্ষার জন্য ও এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এ ব্যবস্থা করিয়েছেন যে হযরত ইব্রাহীম (আ.) নিজ সন্তানকে এই পবিত্র গৃহের জন্য উৎসর্গ করেন। এভাবে তার (আ.) বংশধরেরা এক সুদীর্ঘকাল এর সেবায় লেগে রইলো। দু'হাজার পাঁচশ' বছর ধরে সেবা ও দোয়ার ফলশ্রুতিতে সেই জাতি পূর্ণরূপে পরিপক্কতা প্রাপ্ত হলো আর বিশ্ব জোড়া সার্বজনীন শরীয়তের দায়িত্বসমূহকে অসহায়ত্বের কবল থেকে রক্ষা করার শক্তি ও যোগ্যতা নিজ মাঝে ধারণ করলো।

বায়তুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য, **উযিআ' লিন্নাস**-হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালামের হাতদ্বারা আল্লাহ্র এ ঘর নবরূপে এজন্য নির্মাণ করা হচ্ছে যে, জগতের সব জাতির ধর্মীয় ও পার্থিব কল্যাণ এই বায়তুল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা চাচ্ছিলেন যে 'কাবা'কে আশিসমন্ডিত করবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাবের সাথে বায়তুল্লাহ্ কল্যাণমন্ডিত হয়ে গিয়েছে আর আল্লাহ্ তাআলা এ-ও চাচ্ছিলেন যে, এমন এক হেদায়াতের অবতরণ এখানে ঘটাবেন যা হবে **হুদাল্লিল আ'লামিন**।

তাই শরীয়তের (বিধি-বিধান) পরিপূর্ণতার দিক থেকে হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে দেয়া সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ- কুরআন করীমের স্বীয় উৎকর্ষের মানদন্ডে সাধিত হয়েছে।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে আল্লাহ্ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, খোদার এই গৃহ এমনই সত্যসাক্ষ্যপূর্ণ এক প্রমাণ ও সুস্পষ্ট নিদর্শন আর ঐকমত্যের সাহায্য-সমর্থনপুষ্ট উৎসস্থল, যা সর্বকালে জীবন্ত থাকবে। অর্থাৎ এই নির্মাণকর্ম দ্বারা এমন উম্মতে মুসলেমা প্রতিষ্ঠিত করা উদ্দেশ্য যাতে আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শন প্রদর্শনের ধারা কিয়ামতকাল অবধি জগতে প্রকাশ পেতে থাকে।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
১৬ সেপ্টেম্বর ২০১১-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
২৩ সেপ্টেম্বর ২০১১-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	১২
হযরত উসমান আল-গনি ইবনে আফ্ফান (রা.) মূল: আমের সাফির, লন্ডন, ইউকে ভাষান্তর: সিকদার তাহের আহমদ	১৮
ইসলাম ধর্মের অনুপম সৌন্দর্যের এক ঝলক মূল : হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কর্তৃক অষ্ট্রেলিয়ার কেনবেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণ	২১
নির্যাতনের জবাবে শান্তি ও সহিষ্ণুতা –মির্যা মাসরূর আহমদ	
ইসলাম ধর্মে শান্তিপ্রিয় অথচ বিতর্কিত শাখার নেতার ব্যাখ্যা কেন তাঁর জামা'ত ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলছে –কার্লা পাওয়ার	২৪
প্রকৃত মু'মিন তারাই যারা আল্লাহ্র সব নির্দেশ মেনে চলে এনামুল হক রনী	২৬
বাংলার কিংবদন্তি **জার্মানীর প্রথম মিশনারী** **খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী**	২৮
হযরত দাউদ (আ.)-এর ধর্ম প্রচার সংকলন : মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রধান	৩০
নবীনদের পাতা– **স্মৃতিতে অম্লান জাকিয়া জায়েদ** মাকসুদা ফারুক	৩১
পাঠকের কলাম	৩৩
সংবাদ	৩৫
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৩৬

কুরআন শরীফ

সূরা ইউসুফ-১২

কৈফিয়ত

পাক্ষিক আহমদীর ১৫ সেপ্টেম্বর, ৫ম সংখ্যার ৩নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'কুরআন শরীফ'-এর সূরা বাকারা-র স্থলে সূরা ইউসুফ পাঠ করতে হবে। অনবধানতাবশত মুদ্রণজনিত এই ত্রুটির কারণে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও ক্ষমা প্রার্থী। –সম্পাদক

قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ﴿۷۸﴾

৭৮। তারা (অর্থাৎ ইউসুফের ভাইয়েরা) বললো, এ যদি চুরি করে থাকে তাহলে (অবাক হওয়ার কিছু নেই কারণ) তার এক ভাইও এর পূর্বে চুরি করেছিল[১৩৯৮]।' কিন্তু ইউসুফ এ (অভিযোগের প্রতিক্রিয়া) নিজের মনে লুকিয়ে রাখলো এবং তাদের কাছে তা প্রকাশ করলো না। সে (কেবল মনে মনে) বললো, 'তোমরা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক এবং তোমরা যা বর্ণনা করছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ই সবচেয়ে ভাল জানেন।'

قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۷۹﴾

৭৯। তারা বললো, 'হে ক্ষমতাধর ব্যক্তি! এর এক অতি বৃদ্ধ পিতা[১৩৯৯] আছে। অতএব এর স্থলে আমাদের কাউকে (আটক) রাখ। আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি মহানুভব ব্যক্তিদের একজন।'

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿۸۰﴾

৮০। সে বললো, 'আমরা আমাদের জিনিষ যার কাছে পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে আটক রাখার মত কাজ থেকে (আমরা) আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই। (এমনটি করলে) নিশ্চয় আমরা যালেম বলে গণ্য হব।'

১৩৯৮। এক পাপ অন্য পাপের পথ দেখায়। ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা প্রথমে তাঁকে নিহত করতে চেয়েছিল, এখন তারা একেবারে নির্লজ্জভাবে তার প্রতি চুরির অভিযোগ আরোপ করলো।

১৩৯৯। বেনজামিনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগে অসন্তুষ্ট হয়ে তারা তাকে ত্যাগ করতে চললো, এমনকি বেনজামিনকে ভাই বলে পরিচয় দিতে অস্বীকার করার ভঙ্গীতে বললো, "এর এক অতি বৃদ্ধ পিতা আছে।" অর্থাৎ সে যেন তাদের ভাই নয় তাদের এমন ভাব।

হাদীস শরীফ

নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে

কুরআন ঃ

ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহসায়ে ওয়াল মুনকার

অর্থ ঃ নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে।

(সূরা আন্‌কাবূত আয়াত ৪৬)

হাদীস ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বলতে শুনেছি, তোমরা বলো তো দেখি কারো ঘরের সামনে দিয়ে যদি কোন নদী প্রবাহিত হয় এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার (দেহে) কোন ময়লা থাকতে পারে? সাহাবীগণ (রা.) বললেন, 'না, ময়লা থাকতে পারে না'। তিনি (সাঃ) বললেন, "পাঁচওয়াক্ত নামাযও তদ্রুপ। আল্লাহ্ তাআলা এ দ্বারা সমস্ত দোষ-ত্রুটি মিটিয়ে ফেলেন"। (বুখারী কিতাব ম ও য়া ক্কি তু স সালাত)।

তোমরা বলো তো দেখি কারো ঘরের সামনে দিয়ে যদি কোন নদী প্রবাহিত হয় এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার (দেহে) কোন ময়লা থাকতে পারে? সাহাবীগণ (রা.) বললেন, 'না, ময়লা থাকতে পারে না'। তিনি (সা.) বললেন, "পাঁচওয়াক্ত নামাযও তদ্রুপ। আল্লাহ্ তাআলা এ দ্বারা সমস্ত দোষ-ত্রুটি মিটিয়ে ফেলেন"।

ব্যাখ্যা ঃ

উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আমাদরকে পাঁচওয়াক্ত নামাযের তাৎপর্য বর্ণনা করে নামাযের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। খোদা তাআলা বলেন, প্রকৃত নামায মানুষকে অশ্লীল কাজ হতে বিরত রাখে। আর খোদার রসূল (সা.) বলেছেন–প্রকৃত নামায আদায় করলে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের দোষ-ত্রুটি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেন।

আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূল (সা.) এর এত স্পষ্ট বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেকেই নামায হতে গাফেল আবার অনেকে এমনও আছে যারা নামাযও পড়ে ও অশ্লীল অথবা মন্দ কাজেও লিপ্ত থাকে। প্রকৃত নামায আদায়কারী কখনও মন্দকর্মে লিপ্ত হতে পারে না এটাই খোদার ফয়সালা। এ দিয়ে আমরা আমাদের নামায যাচাই করতে পারি, আমরা সত্যিকার অর্থে নামায পড়ি কি না? যে ভাবে প্রতি দিন পাঁচবার গোসল করলে শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে না অনুরূপ নিষ্ঠার সাথে পাঁচওয়াক্ত নামায আদায়কারীর হৃদয়েও কোন ধরণের গুনাহর ছাপ থাকতে পারে না। প্রকৃত নামায সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন যে, নামায এভাবে আদায় করো যেন তোমরা খোদাকে দেখছো, আর এরূপ না হলে অন্ততঃ এতটুকো ভাবো যে, খোদা তাআলা তোমাকে দেখছেন। আমরা যদি এ ধরণের ধ্যানে মগ্ন হয়ে নামায আদায় করি তাহলে আমরা প্রকৃত নামাযী হতে পারবো। নতুবা খোদার ফরমান রয়েছে অভিসম্পাত ঐ সকল নামাযীদের জন্যে যারা নামায হতে গাফেল।

আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) জামাতকে বার বার খোদার ইবাদতের দিকে ডাকছেন এবং আহ্বান জানাচ্ছেন, আমরা যেন খোদার যিকিরে রত হয়ে যাই আর খোদার যিকিরের উত্তম পন্থা হলো নামায যা বিগলিত চিত্তে খোদার নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম করে আদায় করা হয়। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন সকলে খোদা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর ফরমানের উপর আমল করে গুনাহ হতে মুক্ত হতে পারি। আমীন।

আলহাজ্ব মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

একজন প্রকৃত প্রেমিক তার আত্মা ও অন্তরকে পূর্ণরূপে কুরবানী করে

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

"অপর একটি উপাসনার নাম হজ্জ। যার অর্থ এটা নয় যে, ন্যায় বা অন্যায় পথে উপার্জিত অর্থ দ্বারা কেউ সাগর পাড়ি দিয়ে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করে এবং কাবার রক্ষণাবেক্ষণকারীদের নির্দেশনানুযায়ী নামায ও অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করার পর ফিরে এসে গর্ব সহকারে বলে বেড়ায় যে, সে হজ্জ করে এসেছে। আল্লাহ্ হজ্জের জন্য যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন তা এভাবে লাভ করা যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, হজ্জ যাত্রীর ভ্রমণের মূল লক্ষ্য হবে, যেন সে তার সকল কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও ভক্তিতে নিমজ্জিত হয়। একজন প্রকৃত প্রেমিক তার আত্মা ও অন্তরকে পূর্ণরূপে কুরবানী করে এবং আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ তারই প্রকাশ্য রূপ" (১৯০৬ সালের সালানা জলসার ভাষণ, 'ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে এর তুলনা' হতে গৃহীত)।

"ক্বা'বাগৃহ প্রদক্ষিণকারী হাজী নিজের সকল কাপড় ছেড়ে এক কাপড় পরিধান করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক হাজী তার সকল বাহ্যিক পোশাক পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে আল্লাহ্‌র সন্নিধানে হাজির হয়। কারণ তখন সে সকল শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে। একজন হাজী বাহ্যিকভাবে ক্বাবা প্রদক্ষিণ করে দেখায় যে, তার হৃদয়ে স্বর্গীয় প্রেমের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত আছে এবং সে সত্যিকারের প্রেমিকের ন্যায় তার প্রেমাস্পদের গৃহ প্রদক্ষিণ করে। প্রকৃতপক্ষে সে তার সকল কামনা-বাসনা ছিন্ন করে নিজের সকল স্বার্থ তার প্রভুর নিকট কুরবানী করে। ইসলামী আইনে হজ্জের প্রকৃত অর্থ এটাই" ('ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা,' মূল রিভিউ অব রিলিজিয়নস, ষষ্ঠ খন্ড, ১৯০৭)

"এবং যারা হজ্জব্রত পালনে ব্রতী হয়, তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে হজ্জের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তার বাহ্যিক কর্ম আধ্যাত্মিক হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার হজ্জব্রত পালন প্রাণহীন ও অর্থহীন। কিন্তু অনেক ব্যক্তি এমন আছেন যে, লোকে তাদের হাজী বলুক এ জন্যই অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা পবিত্র কা'বাগৃহে গমন করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট তাদের হজ্জ গৃহিত হয় না কেননা তারা শাঁসবিহীন খোলস মাত্র" (১৯০৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর সালানা জলসার বক্তৃতা-রিভিউ অব রিলিজিয়নস, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯০৭)

"দ্বিতীয় প্রাসঙ্গিক বিষয় হচ্ছে, এই মাস ত্যাগের মাস বলে পরিচিত। হযরত রাসূল করীম (সা.) ত্যাগের উত্তম উদাহরণ দানের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। যেমন তোমরা ছাগল গরু, উট এবং ভেড়া কুরবানী দিয়ে থাক, তদ্রূপ আজ হতে তেরশ' বছর পূর্বে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পথে মানুষ নিজেদের জীবন কুরবানী করে দিত। সেটাই ছিল প্রকৃত 'বড় ঈদ' এবং ওটাই ছিল প্রকৃত সময়, যখন জগৎকে প্রভাতের আলো প্রদর্শন করা হয়েছিল।

বর্তমানে পশু জবাই করার মাধ্যমে যেভাবে কুরবানী করা হয়, উহা কুরবানীর শাঁস নয়, কুরবানীর খোলস মাত্র। উহা আত্মা নয়, দেহ মাত্র"

(মলফুযাত, ২য় খন্ড)

জুমুআর খুতবা

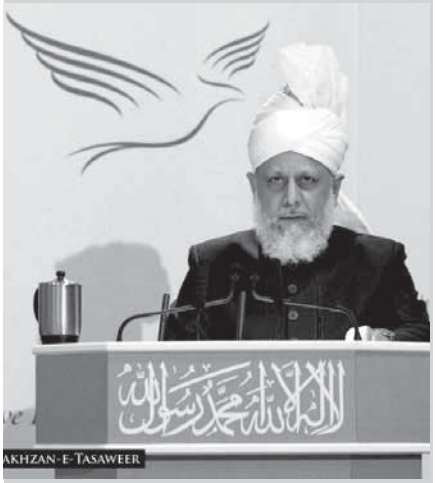

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক জার্মানীর বাদ ক্রোয়েসনাখ (Bad Kreuznach)-এ প্রদত্ত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১১-এর (১৬ তাবুক, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ *
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

(বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে)

পুণ্য এবং খোদাভীতির ক্ষেত্রে যদি আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে তাহলে শত্রু আমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।

গত প্রায় একশ' পঁচিশ বছর ধরে আমরা এমনটিই দেখছি। প্রত্যেকে তা-ই অবলোকন করছে।

আমরা এটিই দেখেছি যে, শত্রু আমাদের কতক প্রিয়জনের জীবনাবসান ঘটিয়েছে, আমাদের ধন-সম্পদ কেড়ে নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু যারা এই জগত থেকে চলে গেছেন তাঁরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করে অমর জীবন লাভ করেছেন।

তাঁরা চিরস্থায়ী জীবনপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন। আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পদের ঘাটতিও আল্লাহ্ তা'লা পূর্ণ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় আজ এখানে খোদ্দামুল আহমদীয়া, এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্, জার্মানীর ইজতেমা আরম্ভ হচ্ছে। আর যুক্তরাজ্যেও মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, যুক্তরাজ্যের ইজতেমা শুরু হচ্ছে। অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি দেশে জলসা ও ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বিশেষ কৃপায় এসব ইজতেমাকে সফল করুন। প্রত্যেক যোগদানকারী অশেষ কল্যাণের ভাগী হোক, এই ইজতেমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জণকারী হোন। সকল অংশগ্রহণকারীকে আল্লাহ্ তা'লা সবদিক থেকে নিরাপদ রাখুন। হিংসুক ও বিরোধীদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন।

আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় আমরা প্রত্যহ জামাতের উন্নতি দেখতে পাই আর উন্নতির গতি বাড়ার পাশাপাশি বিশ্বের প্রত্যেক দেশে হিংসুক ও নৈরাজ্যকামীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর হিংসুক ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া মূলতঃ একথার প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ্ আ'লার অনুগ্রহে সারাবিশ্বে আহমদীয়া জামাতের পদক্ষেপ উন্নতির দিকে। কাজেই বিরুদ্ধবাদী এবং শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র জামাতের উন্নতি ও অগ্রগতির মাপকাঠি বা প্রমাণ আর এতে একজন মু'মিনের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। তবে চিন্তিত হবার মত যদি কিছু থেকে থাকে বা কোন মু'মিনের জন্য চিন্তার কোন কারণ যদি হতে পারে তা হচ্ছে, কোথাও জামাত এবং খিলাফতের প্রতি নিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনরূপ ঘাটতি দেখা দিচ্ছেনা তো? তার তাক্বওয়ার উপর পদচারণার মান অধঃমুখী নয়তো? বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-তো এ পর্যন্ত বলেছেন, 'যদি পুণ্য ও খোদা ভীতির বেলায় একস্থানে স্থবির হয়ে যাও তাহলে এটিও তোমাদের জন্য আশংকার ব্যাপার, চিন্তার ব্যাপার। কেননা, এরপর অধঃপতন আরম্ভ হয়ে যায়।'

কাজেই আমাদের পুরুষ, নারী, শিশু, বড়, যুবক এবং বৃদ্ধদেরকে সেই শত্রু সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত যে তাদের তাক্বওয়ায় বা খোদা ভীতির ক্ষেত্রে উন্নতির পথে বাধ সাধছে। যে তাদের পুণ্যে উন্নতির পথে অন্তরায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন,

'আমি পুনরায় জামাতকে তাগিদ দিচ্ছি, তোমরা তাদের বিরোধিতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করো না, খোদাভীতি ও পবিত্রতায় উন্নতি করো তাহলে খোদা তা'লা তোমাদের সাথে থাকবেন; আর তাদের সাথে তিনি স্বয়ং বোঝাপড়া করবেন। তিনি বলেন,

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে আর যারা সৎকর্ম পরায়ণ (সূরা আন্ নাহ্ল:১২৯)।

অতএব পুণ্য এবং খোদাভীতির ক্ষেত্রে যদি আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে তাহলে শত্রু আমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। গত প্রায় একশ' পঁচিশ বছর ধরে আমরা এমনটিই দেখছি। প্রত্যেকে তা-ই অবলোকন করছে। আমরা এটিই দেখেছি যে, শত্রু আমাদের কতক প্রিয়জনের জীবনাবসান ঘটিয়েছে, আমাদের ধন-সম্পদ কেড়ে নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু যারা এই জগত থেকে চলে গেছেন তাঁরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করে অমর জীবন লাভ করেছেন। তাঁরা চিরস্থায়ী জীবনপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন। আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পদের ঘাটতিও আল্লাহ্ তা'লা পূর্ণ করে দিয়েছেন। আপনাদের মধ্য থেকে অনেকেই এ কথার সাক্ষী। এছাড়া এই ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'লা জামাতী পর্যায়েও যেসব পুরস্কারে ভূষিত করেছেন, তার কোন ইয়ত্তা নেই।

কাজেই ষড়যন্ত্র নিয়ে আমাদের চিন্তার কিছু নেই বরং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাক্বওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করা প্রয়োজন; কোথাও এক্ষেত্রে দুর্বলতা সৃষ্টি না হয় আর তা আমাদের হাতছাড়া না হয়ে যায়। যদি আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের সুদৃঢ় সম্পর্ক থাকে তাহলে আমাদের দোয়াসমূহ্ খোদা তা'লার কৃপারাজিকে আকৃষ্ট করবে আর যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, শত্রুর সাথে খোদা স্বয়ং বোঝাপড়া করবেন এবং বোঝাপড়া করছেন।

বিরুদ্ধবাদীদের এতসব আন্দোলন অর্থাৎ কেবল স্থানীয়ভাবে দেশের অভ্যন্তরেই এই বিরোধিতা সীমাবদ্ধ নয় বরং পত্র-পত্রিকা এবং বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে আহমদীয়া জামাতের বিরোধিতা হচ্ছে, সত্যিকার অর্থে বিরোধিতা জামাতের পরিচিতির কারণ হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও বলতেন, 'আমরাও বুঝতে পারি না যে, কীভাবে আমাদের বাণী পৌঁছুচ্ছে'। একটি বৈঠকে তিনি (আ.) বলেন, 'অজস্র মানুষ এই জামাতে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে, বাহ্যতঃ এর কারণ ও উপকরণের জ্ঞান আমরা রাখি না। এমন কোন্ প্রচারক আমাদের পক্ষ থেকে নিযুক্ত আছে যে গিয়ে মানুষকে এদিকে আহ্বান করে? এটি কেবলমাত্র খোদা তা'লার পক্ষ থেকে একটি আকর্ষণী শক্তি কাজ করছে যার টানে মানুষ আকৃষ্ট হয়। তিনি বলেন, 'তিনি একটি আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা এই জামাতকে যে পর্যায়ে পৌঁছাতে চান সে পর্যন্ত তিনি আকর্ষণী শক্তিও সৃষ্টি করেছেন'।

অতএব প্রধাণতঃ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবী এবং তাঁর বই-পুস্তক পড়ে মানুষের দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। কিছু মানুষের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে তাঁর সেই বাণী শুনে যা তাঁর প্রচারক ও মোবাল্লেগণ প্রচার করেছেন। আবার কতককে আল্লাহ্ তা'লা তাদের মাঝে সত্যের জন্য ব্যাকুলতা দেখে সত্যের পথ দেখিয়েছেন, দেখান এবং দেখিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই তারা এমনই মানুষ যারা কারো চেষ্টায় নয় বরং কোনভাবে পয়গাম শুনেছেন বা আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে পথ দেখিয়েছেন।

এমন লোকদের কথাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের হিদায়াতের বিধান করেন আর একটি চৌম্বক শক্তির মত তারা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্তা যখন এই পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল সে যুগেও মানুষ আকৃষ্ট হতো আর আজও হচ্ছে যখন তাঁর বাণী কোন না কোনভাবে জগতে প্রচারিত হচ্ছে অথবা সদাত্মার সত্যপথ প্রাপ্তির দোয়ার মাধ্যমে তা হচ্ছে। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার এটিও একটি প্রমাণ যে, এই আকর্ষণ আজও আল্লাহ্ তা'লা বহাল রেখেছেন।

আজও আল্লাহ্ তা'লা এমনসব উপকরণ সৃষ্টি করেন যারফলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট হচ্ছে। বিরোধিতা সত্ত্বেও ঐশী কৃপারাজি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতার উত্তরে আল্লাহ্ তা'লা যে অভিপ্রায় প্রকাশ করে থাকেন; একটি বৈঠকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, 'আজ রাতে আমার প্রতি ইলহাম হয়েছে:

إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং এই ইলহামের ব্যাখ্যা করছেন। এর অর্থ হচ্ছে: 'অবশেষে প্রকাশ করবো যে, ফিরাউন অর্থাৎ ফিরাউনী প্রকৃতির মানুষ এবং হামান অর্থাৎ ঐসব লোক যারা হামানের স্বভাব রাখে আর তাদের সাঙ্গপাঙ্গ যারা তাদের সৈন্য-সামন্ত এরা সবাই ভ্রান্তিতে নিপতিত'। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি এক বৈঠকে বলেন, 'রাতে আমার প্রতি এই ইলহাম হয়েছে'।

তিনি (আ.) বলেন, 'ফিরাউন এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা বিশ্বাস রাখতো যে, বণী ইস্রাঈল এমন এক জাতি যারা ধ্বংস হয়ে যাবে আর অচিরেই আমরা তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবো, কিন্তু খোদা বলেছেন এমন ধারণা পোষণের ক্ষেত্রে তারা ভ্রান্তিতে নিপতিত ছিল'। অনুরূপভাবে এ জামাত সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদী ও শত্রুরা বলে, এ জামাত ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু এক্ষেত্রেও খোদা তা'লার অভিপ্রায় ভিন্ন।

তাই জগদ্বাসী! সে সরকার হোক বা সংগঠন, যেই হোক না কেন ঐশী জামাতকে ধ্বংস করতে পারে না। যত বড় ফেরাউন ও হামানরা মাথাচাড়া দিয়েছিল তারা এ জগত থেকে বিফল ও ব্যর্থ হয়ে বিদায় নিয়েছে। অনেক বড় বড় হিংসুকের আবির্ভাব ঘটেছে আর তারা নিজেদের হিংসার অনলে জ্বলে-পুড়ে নিজেরাই ভস্ম হয়েছে এবং হচ্ছে। বড় বড় দুস্কৃতকারী মাথা চাড়া দেয় আর নিজেরাই নিজেদের চক্রান্তের শিকারে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তা'লার আশিস সমূহের উল্লেখ হচ্ছিল, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও বলেন, কোন কোন স্থানে সংবাদ কীভাবে পৌঁছে তা আমরা জানিই না। যেভাবে আমি বলেছি, এর দৃষ্টান্ত আজও আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, আর অজস্র ধারায় হচ্ছে। আজকাল যেসব ঘটনাবলী ঘটছে তা থেকে কতিপয় ঘটনা আমি আপনাদের সামনে উদাহরণ স্বরূপ উপস্থাপন করছি।

আমাদের ফিলিস্তিনী এক ভাই অওয আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, আমাকে শৈশবে একবার স্বপ্নে মহানবী (সা.) ইমাম মাহদী (আ.)-এর সৈনিক হবার সুসংবাদ দিয়েছেন। তখন থেকে আমি ইমাম মাহদীর সন্ধানে ছিলাম। একদিন হঠাৎ খ্রিস্টানদের একটি টিভি চ্যানেল দেখলাম– যাতে ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে চরম অশালীন ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছিল। তখন এই আশায় আরবী চ্যানেলগুলো খুঁজতে লাগলাম, হয়তো কেউ

এর উত্তর দিবে। কিন্তু সেখানে এর খন্ডনের পরিবর্তে যাদু-টোনা, ত্বালাক ও লাভ-লোকসানের আলোচনাই বেশি হচ্ছিল। কিছুদিন পর সৌভাগ্যক্রমে এমটিএ'র সন্ধান পেয়ে যাই। আমার মনে হলো, এরা সত্যবাদী মানুষ। নিয়মিতভাবে দেখতে আরম্ভ করি। এই চ্যানেল আমার অন্তরাত্মাকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। এখন চিত্ত প্রশান্ত হবার পর বয়'আত করতে চাচ্ছি, দয়া করে আমার আবেদন গ্রহণ করুন।

আমাদের এক আরবদেশীয় বন্ধু আহমদ ইব্রাহিম সাহেব বলেন, হঠাৎ এমটিএ চ্যানেল দেখার সুযোগ পাই। প্রথমে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব

ছিল, পরে ধীরে ধীরে চিত্ত প্রশান্ত হয়। ইস্তেখারা করে উত্তর পাই,

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ

(অর্থাৎ যারা বয়'আত করে নিশ্চয় তারা আল্লাহ্‌রই হাতে বয়'আত করে।) পরিবারের পক্ষ থেকে বিরোধিতা ও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, কেননা তারা মৌলভীদের প্রভাবাধীন রয়েছে। তিনি আমাকে লিখেছেন, আমার দৃঢ়চিত্ততা ও পরিবারের সদস্যদের সত্যপথ প্রাপ্তি ও গ্রহণের জন্য দোয়ার আবেদন করছি। আল্লাহ্ তা'লা তার সদিচ্ছা ও দোয়াসমূহ গ্রহণ করুন ।

মিশরের এক (বন্ধু) মোহাম্মদ আব্দুল আতী সাহেব বলেন, দু'বছর পূর্বের ঘটনা, টিভি চ্যানেল পরিবর্তন করতে গিয়ে হঠাৎ এমটিএ দেখার সুযোগ হয়, আর প্রোগ্রাম দেখে আমি অভিভূত হই। ফলে জামাত প্রদত্ত কুরআন ও হাদীসের তফসীরের প্রতি গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ করতে বাধ্য হই। অপর দিকে অন্যান্য মৌলভীদের প্রোগ্রামও দেখতে থাকি। যাচাই বাছাইয়ের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আজ পর্যন্ত সত্য আমার কাছে গোপন ছিল, মূলতঃ পরিচ্ছন্ন ইসলাম সেটিই যা আপনারা উপস্থাপন করেছেন, বাকী সব কল্পকাহিনী। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সুপথ প্রদর্শন করেছেন। আমি এক সাধারণ মুসলমান। আহমদী হওয়ার কারণে আমার পুরো পরিবার বিরোধিতা করছে, কেউ কথা শুনতে চাচ্ছে না। কেননা মৌলভীরা তাদের মগজ ধোলাই করে রেখেছে। তাদের সবার সুপথ প্রাপ্তি ও সত্যপথ গ্রহণের জন্য দোয়ার আবেদন করছি। আল্লাহ্ তার পূত মনোবাসনা পূর্ণ করুন।

আরেকজন হলেন, মিশরের হাস্তী সাহেব। তিনি বলেন, বয়'আত করে মনে হলো– আমরা নবজীবন লাভ করেছি, আর মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগে বসবাস করছি। ইতোপূর্বে কিছু বিষয়, যেমন ঈসার মৃত্যু প্রভৃতি বিষয় আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু আহমদীয়া জামাতের কাছে হারানো সম্পদ পেয়ে গেলাম। মৌলভীরা আমাদের তীব্র বিরোধিতা ও কাফির আখ্যা দেয়া আরম্ভ করে। আমাদের একটি বড় ঘর ছিল যা দীর্ঘদিন যাবত আমরা মসজিদে রূপান্তরিত করার ইচ্ছা পোষণ করছিলাম। কিন্তু খোদা তা'লার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। এখন ইনশাআল্লাহ্ আমরা মসজিদ বানিয়ে জামাতকে প্রদান করব।

মৌলভীরা তীব্র বিরোধিতা করছে এবং আহমদীয়াত ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। আমি ইস্তেখারা করে উত্তর পেলাম, এসব লোক ইমাম মাহদীর মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। এমটিএ থেকে শুনে তিনি মানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি নিজের সম্পর্কে লিখেছেন, আমরা এমটিএ'র অনুষ্ঠানমালা দেখি, মানুষের সাথে সাক্ষাতের সময় তবলীগ করি এবং তাদের প্রশ্নের জবাব দেই। তিনি আরো বলেন, বিগত সরকারের আমলে আমি আল্লাহ্‌র পথে বন্দী হয়ে কষ্ট সহ্য করার সুযোগ পাই। মৌলভীরা আমার বিরুদ্ধে বহু মিথ্যা অভিযোগ করে।

যার ফলশ্রুতিতে সরকারী কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে আমাকে বেশ কয়েক ধরনের কঠোর যাতনা সইতে হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় আমি তাদের তবলীগও করেছি। জেলখানায় একদিকে কষ্ট দেয়া হচ্ছিল, অপরদিকে তবলীগ করছিলাম। একজন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বললেন, আমি আপনার দলিল-প্রমাণ শুনে ঈসার মৃত্যু মেনে নিলাম। জিহাদ সম্পর্কে আমার অভিমত জানতে চাইলে আমি বললাম, আমরা শুধু আত্মরক্ষামূলক জিহাদে বিশ্বাসী। দেখুন, তাদের উদ্দেশ্য ছিল আহমদীয়াতচ্যুত করা, কিন্তু উল্টো তাদেরই সত্য স্বীকার করতে হল। শিকারী কেবল নিজের ফাঁদে জড়িয়ে যায়নি, বরং শিকারী নিজেরই শিকারের ফাঁদে আটকা পড়েছে।

এ হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কর্তৃক আনীত অতুলনীয় শিক্ষার গভীর প্রভাব যা মানুষের উপর পড়ছে। পুলিশ কর্মকর্তারা তাকে জামাত সম্পর্কে এবং মিশরের আহমদীদের সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করে, অধিকন্তু এই প্রশ্নও করে যে, তুমি তবলীগ কেন কর? আমি জবাব দেই, নিজ থেকে আমি তবলীগ করি না। কিন্তু কেউ আমার কাছে জানতে চাইলে আমি অবশ্যই বলব– কেননা আহমদীরা কখনো মিথ্যা বলে না। এটি হল একটি বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য যা একজন আহমদীর সতন্ত্র পরিচয়।

বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র মিথ্যা ছেয়ে আছে। বিগত খুতবায় আমি মিথ্যা সম্পর্কে বিষদভাবে আলোচনা করেছি। অতএব, আমাদের সবাইকে সর্বদা এটি স্মরণ রাখতে হবে, এ মহান বৈশিষ্ট্য ও গুণকে কখনো কোন আহমদীর বিসর্জন দেয়া বা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। নবাগতরা এসে এরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, তারা ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সাথে মিথ্যা না বলার চেষ্টা করে। কেননা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়'আত করে আপন হৃদয়ে যে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করতে হবে, তা তখনই সম্ভব যদি প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার পদক্ষেপ সততার ভিত্তিতে নেয়া হয় এবং প্রতিটি মুখ নিঃসৃত কথা সত্য ভিত্তিক হয়। অতএব, এটি একজন আহমদীর সম্মানজনক বৈশিষ্ট্য যে, আহমদী কখনো মিথ্যা বলে না আর এটি ধরে রাখা প্রত্যেক আহমদীর অবশ্য কর্তব্য।

তিনি (হাস্তী সাহেব) বলেন, তাদের বিরোধিতা এত চরমে পৌঁছে যে, পুলিশ কর্মকর্তা বলে, তুমি যদি তবলীগ করা অব্যাহত রাখ, তবে আমরা তোমার বিরুদ্ধে বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগ আনব এবং তোমাকে শাস্তি দেব। কিন্তু তিনি বলেন, আমি এ সবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না। তিনি আরো বলেন, আমার স্ত্রীকে মৌলভীরা বলে, তোমার স্বামী তোমাকে প্রতারিত করে এ জামাতে অন্তর্ভূক্ত করেছে। কিন্তু আমার স্ত্রীও দৃঢ় ঈমানের পরিচয় দিয়েছেন। ঈমানের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন, আমি তাঁর (স্বামীর) পূর্বে-ই আহমদী হয়েছি। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা আজ তাদের বিশ্বাসকে এ সাহস ও মহিমায় সমৃদ্ধ করেছে।

এরপর আলজেরিয়ার এক বন্ধু উসামা সাহেব বলেন, দু'বছর পূর্বেও আমি আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। হঠাৎ একদিন আমার ছেলে আমাকে এমটিএ সম্পর্কে বলল। কিন্তু আমি তা হেসে উড়িয়ে দিলাম। এরপর এক পর্যায়ে পারিবারিকভাবে দুঃচিন্তার সম্মুখীন হতে হয় তখন নবীদের জীবনী ও ধর্মীয় বিষয়াদী নিয়ে প্রণিধান ও চিন্তাভাবনায় নিমগ্ন হলাম। আপনাদের চ্যানেল দেখে এতে সকল সত্য পেয়ে যাই। আপনাদের শিক্ষামালা ও তফসীরে আমার হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। তফসীরে কবীর পড়া আরম্ভ করি এবং মনে শান্তি পাই। তফসীরে কবীর পড়ে তবলীগ করা আরম্ভ করে দেই। কিন্তু বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। তখন পূর্ববর্তী নবীদের জীবন চরিত সম্পর্কে ভাবতে থাকি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে ধরনের বিরোধিতা হয় তেমনই বিরোধিতা পূর্ববর্তী নবীদের জীবনে পরিলক্ষিত হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি লিখেন, অনুগ্রহপূর্বক আমার বয়'আত গ্রহণ করুন। আমি সর্বাত্মকভাবে হুযূরের নির্দেশাবলী মেনে চলব। এরা এমন লোক যারা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় বিস্ময়করভাবে উন্নতি করে চলেছে।

এরপর মরক্কো'র তাইয়্যেব সাহেব নিজের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি

খ্রিস্টানদের হায়াত চ্যানেল না দেখলে বয়'আতের সৌভাগ্য পেতাম না। এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, আমি দীর্ঘদিন যাবত এ চ্যানেল দেখছি, হযরত আকদাস মুহাম্মদ (সা.)-সম্পর্কে তাদের গালাগালী শুনে এবং মুসলমানদেরকে এর কোন উত্তর প্রদানে ব্যর্থ বা অক্ষম দেখে অন্তর্জালায় ভুগতাম কিন্তু কিছু করে উঠতে পারতাম না। হঠাৎ একদিন হটবার্ড রিসিভারের চ্যানেল পরিবর্তন করতে করতে এমটিএ আল্ আরাবিয়া পেয়ে যাই। (বর্তমানে তিনি স্পেনে বসবাস করছেন) অথচ আমি সাধারণত হটবার্ড-এর চ্যানেল দেখি না।

নবীদের সম্মান-সম্ভ্রম ও বাইবেলের বিভিন্ন পরিবর্তন-পরিবর্ধন সংক্রান্ত বিষয়ে খ্রিস্টানদের সাথে বিতর্ক হচ্ছিল। শুনে আমি যারপরনাই আনন্দিত হলাম, ভাবলাম আমি যা চাচ্ছিলাম পেয়ে গেছি আর হারানো সম্পদ আমার হস্তগত হয়েছে। কিছুদিন দেখার পর আমি নিশ্চিত হলাম। এখন আমি বয়'আতের আবেদন পত্র পাঠাচ্ছি। এখন হুদহুদ, নমলাহ্ এবং জ্বীন সম্পর্কে মৌলভীদের হাস্যকর তফসীর শুনে আমার হাসি পায়। অথচ ইতিপূর্বে এগুলোরই বর্ণনা শুনে তিনি তাদের প্রশংসা করতেন।

মরক্কো'র আরেক বন্ধু আব্দুল্লাহ্ সাহেব বলেন, আমি কয়েক মাস যাবত আপনাদের অনুষ্ঠানমালা দেখছি। আপনাদের (অনুদিত) পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিষয়াবলীর গভীর বুৎপত্তি এবং গঠনমূলক ইসলামী চিন্তা-চেতনা আমার ভাল লেগেছে। এটি জানা কথা, প্রচলিত তফসীরসমূহে অনেক কিচ্ছা-কাহিনী রয়েছে আর এই ভুল তফসীর মানুষের মন-মস্তিষ্কে ছেয়ে গেছে। এতে যুক্তি ও বিবেক বহির্ভূত বিষয় বিদ্যমান রয়েছে। যেমন, জ্বীন সম্পর্কে ধারণা হলো, তারা নাকি মানুষের উপর ভর করে আর জ্বীন নাকী অদৃশ্য ও অসাধারণ কোন সৃষ্টি। যে ধারণা পূর্বেই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। কোন কোন স্থানে কতক দূর্বল আহমদী বিশেষ করে মহিলাদের মাঝে এই মহামারী দেখা যায়– যারা সঠিক শিক্ষা পায়নি বা জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করেন না।

যদিও এদের সংখ্যা গুটিকতক কিন্তু এমনও আছেন যারা অশিক্ষিত ও অজ্ঞ; কিন্তু আমি শুনেছি এখানেও নাকি কিছু এমন মানুষ রয়েছেন। তাদেরও স্মরণ রাখা উচিত, এমন কোন কিছু নেই। প্রত্যেক বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি এ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে। তিনি (আব্দুল্লাহ্ সাহেব) বলেন, একদিন আমি আমার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে আদম প্রথম মানুষ না হওয়ার বিষয়ে কথা বলেছি আর এ কথাও বলেছি, ফিরিশ্‌তারা যে বলেছে, 'এরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, রক্তপাত ঘটাবে' পূর্ব থেকে (এ পৃথিবীতে) মানুষ না থাকলে ফিরিশ্‌তারা কীভাবে জানলো, মানুষের দেহে রক্ত থাকে? প্রভৃতি। তখন সেই অফিসার বললো, এগুলো অত্যন্ত ভয়ানক ধ্যান-ধারণা; কারো কাছে বলবে না।

এরপর তিনি লিখেন, হঠাৎ আপনাদের চ্যানেলে পবিত্র কুরআনের জীবন্ত এবং সমুজ্জ্বল কিতাব হওয়ার বিষয়ে আপনার বক্তব্যে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। কৃপালু ও দয়ালু খোদা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর প্রতি স্বীয় জ্যোতির্ময় আধ্যাত্মিক রহস্যাবলী ইলহাম করেছেন যেন এর মাধ্যমে মানুষের মনমস্তিকে বিদ্যমান সংশয় ও সন্দেহের সেই স্তুপকে পরিচ্ছন্ন করে দেয়া যায় যা মানুষের বিবেককে বিকল করে রেখেছে। আর এর ফলশ্রুতিতে আরবরা সভ্যতা ও সংস্কৃতিগত উন্নতির দৌড়ে অনেক পিছিয়ে আছে আর অধঃপতন, অধঃগতি, পশ্চাৎপদতা ও বিভেদে লিপ্ত। তিনি আমাকে লিখেন, হুযূর আমার বয়'আত গ্রহণ করুন। আহমদীয়া জামাতভূক্ত হয়ে আজ আমি অত্যন্ত গর্বিত।

এরপর ওমান নিবাসী জনাব ইয়াসের সাহেব ২০১১ সালের জুন মাসে লিখেন, দীর্ঘদিন যাবত আমি সত্যের সন্ধানে ছিলাম। আর সে সত্য আজ আমি লাভ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ্। মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা দেখে হৃদয়ে প্রবল বাসনা জাগে হায়, হানবী (সা.) তাঁর উম্মতের উন্নতির লক্ষ্যে যদি ধরায় পুনরায় আগমন করতেন! একবার বিভিন্ন চ্যানেল ঘুরাচ্ছিলাম, হঠাৎ এমটিএ দেখার সৌভাগ্য হল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখে মনে হল, এটি যেন স্বয়ং হযরত রসুলে পাক (সা.)-এর ছবি। উক্ত ছবি আমার হৃদয়ে গেঁথে যায়। কোন একদিন এক বন্ধু আমাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের সংবাদ দিলেন এবং বললেন, দাজ্জাল বলতে খ্রিস্টান পাদ্রীদেরকে বুঝায়।

প্রথমে আমি সে বন্ধুর এ কথার চরম বিরোধিতা করি কিন্তু পরবর্তীতে সত্য স্পষ্ট হয়ে গেল। সে দিন রাত দু'টো পর্যন্ত এমটিএ দেখতে থাকি এবং জামাত ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আমার ভালবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে সঠিক ইসলামের পথে পরিচালিত করেছেন এবং সত্য গ্রহণের সৌভাগ্য দিয়েছেন। আরও লিখেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদী এবং তফসীরে কবীর পড়েছি এবং আমার অনেক ভাল লেগেছে। তিনি আমার সাথে সাক্ষাতের গভীর আকাঙ্খাও ব্যক্ত করেছেন।

অতএব এরা কেবল বয়'আত করেই ক্ষ্যান্ত হচ্ছেন না বরং বয়'আতের সাথে সাথে নিজেদের জ্ঞানও বৃদ্ধি করছেন। এ মুহূর্তে সেসব জন্মগত আহমদীর চিন্তা করা উচিত– যারা মনে করে যে, যেহেতু আমাদের রক্তে আহমদীয়াত বিরাজমান তাই আমাদের আর কোন জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন নেই এবং নিজেদের তাক্বওয়া ও পুণ্যের মানকে উন্নীত করার প্রয়োজন নেই! অপর এক মহিলার নাম হলো বিরি ফান সাহেবা। তার দু'টি সন্তান রয়েছে। তিনি নরওয়েতে থাকেন কিন্তু কুর্দীস্থানের অধিবাসী। তিনি বলেন, ২০০৬ সালে ঘটনাক্রমে আমার এমটিএ দেখার সৌভাগ্য হয়। আপনাদের বাণী এবং ইসলামের সঠিক চিত্র আপনার কাছ থেকে শুনে অনেক ভাল লেগেছে। পরবর্তীতে এ চ্যানেলের নাম্বার আমি হারিয়ে ফেলি। হঠাৎ করে ২০১০ সালে (এমটিএ)-এর নাম্বার পুনরায় খুঁজে পাই। 'আল্ হেওয়ারুল্ মোবাশের' অনুষ্টানটি সম্প্রচারিত হচ্ছিল। পবিত্র কুরআনের তফসীর সংক্রান্ত আপনাদের দলীল-প্রমাণ শুনে আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হই। অনুষ্ঠানের শেষে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখানো হয়। তাঁর সত্যতা সম্পর্কে মুহূর্তের তরেও হৃদয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয় নি। আমার আক্ষেপ হয়, এতদিন পর্যন্ত তাঁর (অর্থাৎ মসীহ্ মওউদ আ.-এর) ব্যাপারে কেন জানতে পারলাম না! তাঁর নবী হওয়া সম্পর্কে যতটুকু দ্বিধা আমার মাঝে ছিল তা আমার সামনে উপস্থাপিত জামাতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে দূর হয়ে গেছে। এখন আমি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে সত্য ইমাম মাহদী বলে সাক্ষ্য দিচ্ছি। তিনি আরও লিখেন, আপনারা যে খিদমত করছেন তাকে আমি ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখি এবং এ জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে চাই। অনুগ্রহ করে আমাকেও এর সুযোগ দিন।

অতএব এটি সেই চমৎকার জিহাদ যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কুরআন ও হাদীস থেকে জ্ঞান লাভ করেই শিখিয়েছেন। উক্ত জিহাদের শিক্ষাই তিনি বর্তমান যুগে দিয়েছেন যা কেবল পুরুষদের জন্যই নয় বরং পুরুষের

পাশাপাশি মহিলারাও এ জিহাদে অংশগ্রহণ করছেন এবং করেন। বরং এ বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীরা অগ্রগামী রয়েছেন।

এরপর রয়েছেন আলজেরিয়া নিবাসী হোসাইন মোহাম্মদ সালেহ্ সাহেব। তিনি আমাকে লিখেছেন, দশ বছর পূর্বে ইসলাম সম্বন্ধে আর সবার মত আমারও প্রচলিত ও প্রথাগত জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন ছিলাম তথাপি কুরআন পাঠ করতাম এবং বুঝার চেষ্টা করতাম। একদিন আমি টেলিভিশনের সামনে বসে কোন একটি ধর্মীয় চ্যানেল খুঁজছিলাম। এমন সময় এমটিএ পেয়ে যাই, যেখানে 'আল্ হেওয়ারুল মোবাশের' অনুষ্ঠানটি প্রচার হচ্ছিল। এ অনুষ্ঠান উপস্থাপনের ধরন, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও বিষয়বস্তু আমার ভাল লাগে। বিশেষ করে এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী আলেমদের সকল ধর্মের জ্ঞান, বিশেষ করে ইসলামী জ্ঞানের উপর তাদের দখল আমাকে মুগ্ধ করেছে। তখন থেকেই আমি মনে মনে আহমদী আর আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও আমি উন্নতি করি। তিনি আমাকে লিখেন, আমার কাছে অনেকগুলো আরবী ও ফ্রেঞ্চ ভাষার বই এবং পত্র-পত্রিকা এবং আপনার খুতবা রয়েছে। আর আমি 'তফসীরে কবীর' ডাউন লোড করে প্রিন্ট করে নিয়েছি, যেন মানুষের সাথে মতবিনিময় করাটা সহজ হয়। আরো লিখেন, আমার বয়'আত করতে বিলম্বের কারণ হলো, আমি তো নিজেকে আহমদী-ই ভাবতাম কিন্তু হৃদয়ে ঈমানের জ্যোতি ছিল না। ভয় হতো কোথাও বয়'আতের অঙ্গীকার ভঙ্গকারী সাব্যস্ত না হই। তিনি লিখেন, হুযূর! দোয়া করুন, আল্লাহ্ যেন আমাকে হেদায়াত দান করেন, ক্ষমা করেন এবং দৃঢ়তা দান করেন। এই হলো, নবাগতদের চিন্তা-চেতনা। পক্ষান্তরে এমন অনেক পুরনো আহমদী রয়েছেন যারা জামাতের বুযূর্গদের সন্তান, তাদের মাঝেও এ চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটা উচিত যে, আমাদেরকেও সর্বশক্তি দিয়ে বয়'আতের অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে এবং পালন করতে হবে। আর কেবল তখনই আমরা প্রকৃত আহমদী গণ্য হতে পারি।

আরেকজন হলেন, আরবের অধিবাসী নাসের সাহেব। তিনি লিখেছেন, চার বছর পূর্বে আমার মাঝে সত্যান্বেষণের স্পৃহা জাগে আর আমি শিয়া, সুন্নি, ইসনায়ে আশারীয়া প্রভৃতি দলের ধর্মীয় বির্তক শুনেছি। 'ইসনায়ে আশারীয়া' শিয়াদেরই একটি ফির্কা, যারা বারজন ইমামকে মান্য করে। তিনি লিখেন, আমি এদের ধর্মীয় বির্তক শুনেছি আর আমার কাছে সুন্নিদের যুক্তি অধিক জোরালো মনে হয়েছে। প্রায় তিন মাস পূর্বে দৈবক্রমে আমি এমটিএ'র সাথে পরিচিত হই। জনাব হানী তাহের সাহেব আমার দৃষ্টি কাড়েন। জামাতের প্রতি আমার আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে আর আমি বুঝতে পারি, মানুষ জামাত সম্পর্কে যেসব কথা প্রচার করে সেগুলোর ভিত্তি হল, জামাত বিরোধী মৌলভী এহসান ইলাহী জহিরের মত কিছু লোকের বই। একইভাবে আমাদের সমাজে বসবাস রত আলেমদের সাথে মতভেদ রাখে এমন লোকদের সম্পর্কে তাদের আচরণ আমাকে বিচলিত করে। কেননা আমাদের এখানে শিয়া সম্প্রদায়ের কিছু লোক রয়েছেন যাদের সাথে অন্যরা উপহাস ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ করে। আমি সবসময় ভাবতাম ধর্মীয় বিষয়ে কাউকে আক্রমনের লক্ষ্যে পরিণত করা ঠিক না। কেননা আমাদের পিতামাতাও তো শিয়া বা খ্রিস্টান ইত্যাদি ছিলেন। আর সবসময় আমি বলতাম, আমি যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি তবে অন্যের জন্য দোয়া করা উচিত– তাচ্ছিল্য এবং অহংকার নয়, কেননা এটিই নবীদের শিক্ষা। একইভাবে সালাফীদের ধর্মীয় বিশ্বাসও আমার কাছে সঠিক বলে মনে হয় না। নীতগতভাবে আমি হানী সাহেবের বর্ণিত যুক্তি প্রমাণের সাথে একমত। দয়াকরে আমাকে আপনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা সম্পর্কে আরো যুক্তি প্রমাণ সরবরাহ করুন এবং বলে দিন, বয়'আতের পর আমাকে কী করতে হবে? মানুষ এ ধরনের চিঠি লিখে।

আরেক জন হলেন, ইরাকের গরীব মুহাম্মদ সাহেব। তিনি লিখেন, তিন বছর যাবত আমি এমটিএ দেখছি এবং গবেষণা করছিলাম পরে ইস্তেখারাও করি। প্রথমে কোন স্বপ্ন না দেখলেও ইস্তেখারা চালিয়ে যাই। পরবর্তীতে একদিন কেউ আমাকে স্বপ্নের মাঝে ডেকে বলে, মহানবী (সা.) তোমাকে যেতে বলেছেন। এরপর তিনিই আমাকে নিয়ে যায় এবং বলে, এ তাবুতে প্রবেশ করে মহানবী (সা.)-এর সাথে করমর্দন করো। তখন আমি টিলার উপর খাটানো একটি তাবুতে প্রবেশ করে মহানবী (সা.)-এর সাথে করমর্দন করি। এরপর সেই লোকই বলে, এখন অন্য টিলায় গিয়ে নবী করিম (সা.)-এর সাথে মুসাফাহ্ করো। স্বপ্নে আমি আশ্চর্যান্বিত হই, মহানবী (সা.) দু'জন কি করে হতে পারেন? যাহোক, অন্য টিলায় খাটানো তাবুতেও আমি মহানবী (সা.)-কে একই চেহারা ও অবয়বে দেখি তবে উচ্চতা কিছুটা কম ছিল। এ স্বপ্নের পর আমার হৃদয় পরিষ্কার হয়ে যায় আর এখন আমি বয়'আত করতে চাই। আমার কাছে সবচেয়ে ভাল লেগেছে এ বিষয়টি যে, রঙ-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক জাতি ও দেশের মানুষ এ জামাতে অন্তভূর্ক্ত হচ্ছেন। কাজেই গোটা পৃথিবীকে এক হাতে ঐক্যবদ্ধ করার যে কাজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপর ন্যস্ত হয়েছে তা আজ কেবল জামাতে আহমদীয়াই পালন করে যাচ্ছে।

আরেক ভদ্রলোক খালেদ সাহেব বলেন, একদিন একজন অ-আহমদী বন্ধু জামাত সম্পর্কে বলেন, এরা বিশ্বাস করে যে, মসীহ্ মওউদ এর আর্বিভাব ঘটেছে হিন্দুস্থানে। আরও কতক ধর্মীয় বিশ্বাসের কথাও উল্লেখ করেছে। প্রথম থেকেই আমি আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করতে থাকি; এমটিএ দেখে আরও আশ্বস্ত হই। আমি ঐ বন্ধুকে বলি, আমি বয়'আত করতে চাই। সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলে, তুমি কি পাগল হয়ে গিয়েছ। আমি বলি, আমার মন সায় দিচ্ছে তাই আমি বয়'আত করতে চাই। ইতিপূর্বে আমি কেবল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখেই তাঁর সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করি। এমটিএ'র মাধ্যমে ইসলামের সঠিক শিক্ষা সম্বন্ধে অবগত হই, সকল প্রসংশা আল্লাহ্‌র। এর মাধ্যমে যুগ- ইমামের সন্ধান পেলাম। প্রায় এক বৎসর পূর্বে আমি স্বপ্নে আঁ হযরত (সা.)-কে দেখি, তিনি (সা.) আমার মুখে চুমু খেয়েছিলেন। অধম হুযূর (সা.)-এর কাছে তাঁর রাজত্ব ও শাসকদের দুরবস্থার অভিযোগ করে। অতঃপর লিখেন, আপনারা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন আর অন্ধকার থেকে বের করে সত্য দেখিয়েছেন, জাযাকুমুল্লাহ্। তারপর লিখেন, আমার আকাঙ্খা হলো, আপনার (হুযূর) পবিত্র হাতে হাত রেখে বয়'আত করা।

এরপর আফ্রিকার একটি ঘটনা উল্লেখ করছি (অনেকগুলো ঘটনা আছে যার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়) গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, 'বারাহ্' অঞ্চলে সেখানকার স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের তত্ত্বাবধানে তবলিগী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঐ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আলীও কুমারা নামক এক বন্ধুর সাথে যোগাযোগ হয় (হুযূর বলেন, আফ্রিকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে রীতি হলো, নামের সাথে ওয়াও বা পেশ যুক্ত করে দেয়া। আলীও এর অর্থ হচ্ছে, 'আলী')। আলী কুমারা সাহেব মুসলমান ছিলেন। তাকে জামাতের বিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত করা হয়। দু'সপ্তাহ ধরে আলোচনা চলতে থাকে এরপর প্রেসিডেন্ট সাহেব তাঁকে বলেন, আপনি খোদা তা'লার কাছে সত্যপথ যাচনা করুন, আমিও

আপনার জন্য দোয়া করব। খোদা তা'লার ইচ্ছায় যা হলো, সে দিনই অর্থাৎ পঁচিশ ও ছাব্বিশে মে ২০১১'এর দিবাগত রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন, একজন পাগড়ী পরিহিত বুযূর্গ তাঁকে নিজের দিকে ডাকছেন আর বলছেন এখানে আস, এখানেই সত্যপথ পাবে। সকালে ঘুম থেকে জেগে তিনি স্বপ্ন বর্ণনা করে বলেন, যে বুযূর্গকে আমি স্বপ্নে দেখেছি তিনিই ইমাম মাহদী কেননা, তবলীগ চলাকালে তাকে একটি ম্যাগাজিন দেয়া হয়েছিল সেটিতে তিনি তাঁর ছবি দেখেছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বয়'আত ফরম দেয়া হয় আর বলা হল, ফর্ম পূরণের পূর্বে ভাল করে পড়ে নিন। আলীও কুমারা সাহেব বয়'আত ফরম পড়ে, বলতে লাগলেন এখন আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না, তখনই তিনি বয়'আত ফরম পূর্ণ করে জামাতে অন্তভূর্ক্ত হয়ে গেলেন।

আইভরিকোষ্টের আমীর সাহেব লিখেন, 'ওয়াকে' অঞ্চলের গ্রাম নয়াকারায় একজন মারাবূ অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যে তাবীজ-কবচ করে থাকে, মৌলভীর নাম ছিল কোনে ইব্রাহিম। তিনি স্বপ্নে দেখেন, একজন বুযূর্গ তার সাথে দেখা করেন আর বলেন, আমি ঈসা নবী। একবার তিনি আহমদীয়া মিশন হাউজে আসেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখে বিস্মিত হয়ে বলেন, ইনিই সেই বুযূর্গ যিনি নিজের পরিচয় দিচ্ছিলেন ঈসা নবী হিসেবে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বয়'আত করেন এবং তাবীজ দেয়া ও যাদুটোনা করা থেকে তওবা করেন।

যাহোক, এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যদ্বারা স্পষ্ট হয়, মৌলভী ও অন্যান্য লোকদের বিরোধিতা ও বিভিন্নভাবে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে পবিত্র মনাদের বিভিন্ন পন্থায় সৎপথ প্রদর্শন করে থাকেন ও করে যাচ্ছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী শুনে অথবা ছবি দেখে তাদের মাঝে এক আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্‌র অপার কৃপায় আমাদের প্রচেষ্টার তুলনায় জামাত অনেক বেশি উন্নতি করছে। অতএব এ ঐশী কাজ অবশ্যই স্বীয় উৎকর্ষতা লাভ করবেই। তবে এ উন্নতি, আমরা যারা পুরনো আহমদী এবং তাদের বংশধর, এই আত্মজিজ্ঞাসার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, আমরা কোথায়? আমাদের করণীয় কী? আমাদের মান কীরূপ হওয়া উচিত? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, তোমরা যদি দেখ তোমরা পুণ্যকর্মে পিছিয়ে পড়ছ তবে মনে রেখো, এমনটি হলে মানুষ ক্রমাগত অধঃপতিত হয় আর বহু দূরে চলে যায়। বয়'আত করার পর আমাদের কি করতে হবে সদা এ বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। মনোযোগের দাবী রাখে এমন কতক বিষয় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র ভাষায় আমি আপনাদের পড়ে শুনাচ্ছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

'শরিয়তের বড় ও প্রধান অংশ কেবল দু'টোই যা সুনিশ্চিত করা মানুষের জন্য আবশ্যক। প্রথমতঃ আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদান আর দ্বিতীয়তঃ মানুষের প্রাপ্য প্রদান করা। আল্লাহ্‌র অধিকার বলতে আল্লাহ্‌কে ভালবাসা এবং তাঁর আনুগত্য ও উপাসনা করা আর একত্ববাদ তথা তাঁর সত্তায় ও বৈশিষ্ট্যে অন্য কাউকে শরীক না করাকে বুঝায়। আর বান্দার অধিকার হলো, নিজ ভাইয়ের সাথে অহংকার, অসাধুতা ও কোন ধরনের অন্যায় সূলভ আচরণ করা থেকে বিরত থাকা। সকল প্রকার অত্যাচার থেকে বিরত থাকতে হবে। অর্থাৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে যেন কোন ধরনের ত্রুটি না থাকে।' তিনি (আ.) বলেন, 'বাহ্যতঃ দু'টি বাক্য মাত্র। কিন্তু মেনে চলা খুবই কঠিন।' আজ আহমদীদেরকে এ কাজই করতে হবে। এটি কোন সহজ কাজ নয়। মৌলভীদের মত মানুষের তৈরী হালুয়া খাওয়া আমাদের কাজ নয়, বরং নিজেদের সংশোধনের কাজ আমাদেরকে করতে হবে। এ দিকে প্রত্যেক আহমদীকে দৃষ্টি দিতে হবে।

তিনি (আ.) বলেন 'মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপা হলে পরেই এ দু'টি কথার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে' সুতরাং আল্লাহ্‌র সামনে সদা অবনত থেকে তাঁর আশিস যাচনা করুন যেন আমরা পিছপা না হই, সৎকাজে আমরা পিছিয়ে না যাই, তাক্বওয়াতে উন্নতি করতে পারি এবং খোদার আশিস যেন সর্বদা আমাদের পাথেয় হয়। তিনি (আ.) বলেন, কারো ভেতর রাগ বা ক্রোধ সীমাতিরিক্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ হঠাৎ করে ক্ষেপে যায়। রাগ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে হৃদয় পবিত্র থাকতে পারে না আর না-ই মুখ পবিত্র থাকতে পারে। আমরা এটাই লক্ষ্য করে এসেছি। অনেক সমস্যাদী, ঝগড়া-বিবাদ ও হিংসা-বিদ্বেষ এ কারণেই সৃষ্টি হয়। অথবা (এ রাগ করার কারণে) মনে জিঘাংসার সৃষ্টি হয় এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয় বা (রাগ করে) এমন ভাষা ব্যবহার করা হয় যে বুঝাই যায় না এটা কি কোন মু'মিনের মুখের ভাষা। তিনি (আ.) বলেন, ভাইয়ের বিরুদ্ধে নোংরা ষড়যন্ত্র করে, গালমন্দ করে এবং বিদ্বেষ পোষণ করে। কামভাব কারো উপর ছেয়ে থাকে আর এর বশীভূত হয়ে সে আল্লাহ্‌র সীমা লংঘন করে। এসব দেশে যেসব অশালীন ছায়াছবি দেখা হয়, নির্লজ্জকর কথা শোনা হয়। এ জাতীয় বাজে বিষয়াদি অবলোকন করার এসব ব্যাধি জন্ম নেয়ার কারণ হচ্ছে, অন্তরে খোদাভীতি নেই। এজন্যই মানুষের মাঝে রিপুর তাড়না প্রাধান্য লাভ করে। যুবক-যুবতীদের বিশেষভাবে এ বিষয়টিকে মনে রাখতে হবে। হুযূর (আ:) বলেন, মানুষের নৈতিক অবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত একেবারে সঠিক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মাঝে সেই পূর্ণাঙ্গীন ঈমান প্রবেশ করতে পারবে না যা এক মানুষকে পুরস্কার প্রাপ্তদের দলভূক্ত করে আর তার মাঝে সত্যিকার তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি সৃষ্টি করে থাকে। তাই এটি বড়ই দুঃশ্চিন্তার কারণ, একমুখে আমরা অঙ্গীকার করে বলছি, আমরা ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রসর হবো, আর তিনি (আ.) জানাচ্ছেন, তোমাদের মাঝে এসব ব্যাধি বিদ্যমান থাকলে পূর্ণাঙ্গীন ঈমান সৃষ্টি হতে পারে না। তিনি বলছেন, অতএব সত্যিকারের একেশ্বরবাদী হবার পর তার নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থা সঠিক করার জন্য সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা চালানো উচিত। অর্থাৎ যখন দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায়, আমি এখন এক-অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত করে থাকি তখন নিজের চারিত্রিক ও নৈতিক অবস্থারও সংশোধন কর। তিনি (আ.) বলেন, আমি লক্ষ্য করছি, এ মুহূর্তে নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থা অতি শোচনীয়। অথচ তখন অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থা অনেক উন্নত ছিল। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এর চেয়েও উন্নত অবস্থা দেখতে চেয়েছিলেন। তাই আজ আমাদের নিজেদের অবস্থা ভালভাবে যাচাই করতে হবে। তিনি বলেন, বেশীরভাগ মানুষের মাঝে কুধারণা পোষণ করার ব্যাধিটি অতি মাত্রায় দেখা যায়। এরা নিজ ভাইয়ের ক্ষেত্রে সুধারণা পোষণ করে না। আর তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয় নিয়ে নিজ ভাই সম্বন্ধে মন্দ ও কুধারণা পোষণ করা আরম্ভ করে আর এমন সব দোষ-ত্রুটি তার প্রতি আরোপ করা আরম্ভ করে যা তার প্রতি অর্থাৎ অভিযোগকারীর প্রতি আরোপ করলে তার কাছে ভীষণ অসহ্য বলে মনে হবে। তাই প্রথমতঃ যথাসাধ্য নিজের ভাইয়ের বিষয়ে কুধারণা পোষণ না করা বরং সব সময় সুধারণা পোষণ করা আবশ্যক। কেননা, এতে পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং হৃদ্যতার সৃষ্টি হয় এবং মিলিত শক্তির সঞ্চার হয়। এর ফলশ্রুতিতে একজন মানুষ অন্যান্য কয়েকটি চারিত্রিক ব্যাধি যেমন, হিংসা-বিদ্বেষ ও পরস্ত্রীকাতরতা প্রভৃতি থেকে রক্ষা পায়। বিরুদ্ধবাদীদের হিংসার আগুন আমাদের বিরুদ্ধে এমনিতেই বাড়ছে, এমতাবস্থায় আমরা নিজেরাও যদি নিজেদের মাঝে এ ধরনের আচরণ করি তাহলে জামাতবদ্ধ থাকায় কি লাভ?

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:-

'আমি আরও লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকে আছেন, যাদের মনে নিজ ভাইদের জন্য সহমর্মিতা ও সমবেদনার লেশমাত্র নেই। এক ভাই বুভুক্ষ অবস্থায় মারা গেলেও অপরজনের এদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই আর তার খোঁজ খবর নেয়ার জন্য প্রস্তুত নয়। কিংবা সে যদি অন্য কোন ধরনের বিপদে থেকে থাকে সেক্ষেত্রে নিজের ধন-সম্পদের একাংশ তার জন্য ব্যয় করার মত কাজটিও করে না। হাদীস শরীফে প্রতিবেশীদের খোঁজখবর নেয়ার এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের আদেশ বর্ণিত হয়েছে। বরং একথাও বলা হয়েছে, তোমরা যদি বাড়ীতে মাংস রান্না কর সেক্ষেত্রে ঝোলটা বাড়তি রেখো, যেন তাকেও দিতে পারে। কিন্তু এখন কী হয়। নিজের পেট পালে ঠিকই কিন্তু তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। প্রতিবেশী বলতে কেবল তোমার পাশে বসবাসকারীকেই বুঝায় একথা মনে করো না। বরং যারা তোমাদের ভাই তারা একশ' ক্রোশ দূরে থাকলেও প্রতিবেশীদের গন্ডীভূক্ত।'

অতএব আমরা যখন নিজেদের চারিত্রিক ও নৈতিক অবস্থার সংশোধন করে নেব তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে বয়'আত করার এবং তাঁর জামাতভূক্ত হবার সঠিক দাবী পূরণকারী সাব্যস্ত হবো। আল্লাহ্ করুন, নতুন বয়'আতকারীরাও যেন নিজেদের চারিত্রিক ও নৈতিক অবস্থা উন্নততর করতে সচেষ্ট থাকে আর পুরনো আর অলস আহমদীরা, যারা নিজেদের চারিত্রিক ও নৈতিক অবস্থার উচ্চমান অর্জনের বিষয়টি ভুলে গেছেন তারাও যেন বয়'আতের শর্ত পূরণকারী সাব্যস্ত হয়, আমরা যেন তাঁর (আ.) বয়'আত করার উদ্দেশ্য সাধনকারী প্রতীয়মান হই (আমীন)।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থলে নিজের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতা এবং এই ঐশী জামাতের ক্রমবর্ধমান উন্নতির বিষয়ে বলেন:-

'আমার আগমনের এসব উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ করে এরা আমার বিরোধিতা কেন করে? (অর্থাৎ মুসলমানদের মাঝ থেকে যারা বিরোধী, বিশেষ করে তারা) এই উদ্দেশ্য প্রধাণতঃ দুটি, তাক্বওয়া প্রতিষ্ঠা করা এবং খোদার তওহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা। (এটি দেখেও তারা আমার বিরোধিতা করে) তাদের স্মরণ রাখা উচিৎ, যে কাজ স্বভাবের কপটতা এবং পার্থিব নোংরামীর বশবর্তী হয়ে করা হবে তা নিজ বিষেই ধ্বংস হয়ে যাবে। বিরোধীদের স্মরণ রাখা উচিৎ, যদি আমার স্বভাবে মুনাফেকী বা কপটতা থাকে তাহলে যে কাজ আমি জাগতিক কামনা-বাসনা এবং নোংরা জীবনের জন্য করছি এই নোংরামীর বিষ আমাকেই ধ্বংস করবে অর্থাৎ বিষে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়। মিথ্যাবাদী কি কখনও সফলকাম হতে পারে? তিনি (আ.) বলেন:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীকে এবং ঘোর মিথ্যাবাদীকে হিদায়াত দেন না। (সূরা আল্ মো'মেন:২৯) 'কায্যাব' অর্থাৎ মিথ্যাবাদীর ধ্বংসের জন্য তাঁর মিথ্যাই যথেষ্ট। কিন্তু যে কাজের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্‌র মহিমা এবং রসূলের কল্যাণের বহিঃপ্রকাশ আর যে স্বয়ং আল্লাহ্‌র স্বহস্তে রোপিত বৃক্ষ এবং ফিরিশ্‌তারা যার নিরাপত্তা বিধান করে, তাহলে কে আছে যে একে নষ্ট করতে পারে। স্মরণ রেখ! আমার এ জামাত যদি শুধুমাত্র দোকানদারী (ব্যবসা) হয়ে থাকে তাহলে এর নাম-চিহ্ন মুছে যাবে। কিন্তু যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এবং এটি অবশ্যই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, তাহলে সমগ্র পৃথিবী এর বিরোধিতা করলেও এটি উন্নতি করবে, প্রসার লাভ করবে, ফিরিশ্‌তারা এর নিরাপত্তা বিধান করবে। যদি একব্যক্তিও আমার সাথে না থাকে, কেউ আমায় সহযোগিতা না করে তবুও আমি নিশ্চিত যে, এ জামাত সফলতা লাভ করবে।'

এখন দেখুন! আমরা যে ঘটনাগুলো শুনলাম, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মানুষের অন্তরে সঞ্চালিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বাল্যকালেই একজনের মনে একথা জাগ্রত করছেন যে, তুমি ইমাম মাহদীর সৈনিক। দেখুন! বেশ কয়েক বছর পর পড়ন্ত যৌবনে সে বুঝতে পারে যে, ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব ঘটেছে। অতএব এভাবে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারী সৃষ্টি করছেন। এটিই ঐ কথার অর্থ, কেউ সাহায্য না করলেও আল্লাহ্ সাহায্য করবেন। এ জামাত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আমাদের উচিৎ, আমাদের নিজেদের অবস্থার মূল্যায়ণ করা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেন:-

'আমি বিরোধিতাকে ভয় করি না। আমি একেও জামাতের উন্নতির জন্য আবশ্যক মনে করি। কখনও এটি হয়নি যে, আল্লাহ্‌র প্রেরিত ব্যক্তি বা তাঁর খলীফা পৃথিবীতে এসেছেন আর মানুষ সুবোধ বালকের ন্যায় তাঁকে মেনে নিয়েছে। পৃথিবীর অবস্থাও বড় অদ্ভুত! মানুষ যতই সত্যবাদী হোক না কেন, অন্যরা তাঁর পিছু ছাড়ে না, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেই থাকে।'

তিনি (আ.) বলেন, 'এটি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, আমাদের জামাতের অসাধারণ উন্নতি হচ্ছে। কোন কোন সময় চার- পাঁচশ' জনের বয়'আতের তালিকা আসে এবং বয়'আতের দশ-পনেরটি আবেদনপত্র আসা নিত্যদিনের ঘটনা। আর যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়ে বয়'আত করেন তাদের সংখ্যা পৃথক'। এ হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বক্তব্য।

আমি এখন যে সব ঘটনা বর্ণনা করলাম, তা থেকে প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে এমন এক প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়'আতকারীদের সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। কোন কোন সময় পাঁচশ' বা তারও বেশী সংখ্যায় বয়'আত হচ্ছে। কোন সময় এই সংখ্যা সহস্র ছাড়িয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা আপন কাজ করে চলেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন, আমরা যেন বয়'আত করা ও জামাতভূক্ত হবার সুবাদে অর্পিত কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হই।

সবশেষে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি দোয়া পড়ে শোনাচ্ছি, যাতে তাঁর আন্তরিক বেদনার চিত্র পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে। এক বৈঠকে ব্যাপক ভূমিকম্প ও ধ্বংসের কথা আলোচিত হচ্ছিল। আজকাল আপনারাও দেখছেন অনুরূপ ধ্বংস নেমে আসছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'আমরা দোয়া করি, জামাতকে আল্লাহ্ নিরাপদ রাখুন এবং বিশ্ববাসীর সামনে স্পষ্ট হয়ে যাক যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সত্য রসূল ছিলেন। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে মানুষের বিশ্বাস সৃষ্টি হোক। যত ভয়াবহ ভূমিকম্পই আসুক না কেন খোদার চেহারা মানুষ একবার দেখার যোগ্যতা অর্জন করুক এবং সেই সত্তায় মানুষের ঈমান সৃষ্টি হোক"

আমি যেভাবে বলেছি, আজকালও অনেক বেশী বিপদাপদ ও ধ্বংসযজ্ঞ দেখা যাচ্ছে, এগুলো দেখে মানুষ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-কে বিশ্বাস করুক (এটিই আমার প্রত্যাশা)। মুসলমানরাও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিক [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)]-কে চিনে নিজেদের হৃত গৌরবকে পুনরুদ্ধারকারী হোক এবং তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত হোক।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

জুমুআর খুতবা

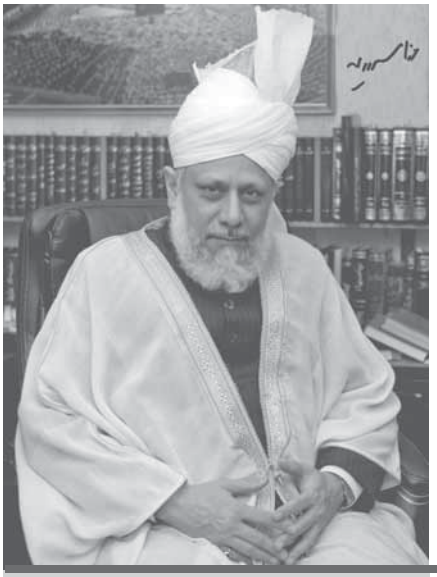

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক জার্মানীর গ্রসগেরাও (Gross-Gerau)-এ প্রদত্ত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১১-এর (২৩ তাবুক, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ *
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

(বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে)

তিনি আমাদেরকে পথ-নির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেন, 'তোমরা ওলী এবং পীর হও কিন্তু ওলী এবং পীর পুজারী হয়ো না'?

বর্তমান যুগের পীরেরা ধর্মকে হাসি-ঠাট্টার বিষয় বানিয়ে রেখেছে। দেখ! এটি অনেক বড় একটি বিষয়– তিনি আমাদের কাছে আশা করেন, আমরা যেন ওলী এবং পীর হই। প্রত্যেকে নিজ সত্তায় ওলী এবং পীর হয়ে যাও।

কিন্তু বর্তমান যুগের পীরের মত নয় যারা ইসলামকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছে।

আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে গত সপ্তাহে লাজনা ইমাইল্লাহ্ এবং খোদ্দামুল আহমদীয়া, জার্মানীর ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে আর বরাবরের মত (এবারও) তা ঐশী কৃপারাজির সাক্ষর রেখে গেছে। খোদ্দাম এবং মহিলাদের পক্ষ থেকে যেসব চিঠিপত্র আমার কাছে আসছে, তা থেকে বুঝা যায়– তাদের উদ্দেশ্যে আমি যেসব কথা বলেছি তা তাদের ভেতরকার মাহাত্ম্য ও পবিত্র প্রকৃতিকে জাগ্রত করেছে।

এটিই একজন আহমদীর বৈশিষ্ট্য আর এমনই হওয়া উচিত। যখনই তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ 'যাক্কের' এর অধীনে উপদেশ দেয়া হয়, স্মরণ করানো হয়– তারা সে কথায় কর্ণপাত করে। আর হিতোপদেশ প্রদান ও স্মরণ করানোর সুবাদে জামাতের একটি বড় সংখ্যা মু'মিন সূলভ আচরণ দেখিয়ে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এই প্রশংসা লাভ করে যে–

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا

অর্থ: এবং যখন তাদেরকে তাদের প্রভু-প্রতিপালকের আয়াতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তারা এর প্রতি বধির ও অন্ধের ন্যায় আচরণ করে না (সূরা আল্ ফুরকান:৭৪)।

একথা বলে না, আমরাতো শুনিই নি যে কি বলেছে আর সেখানে কি হচ্ছিল বা কোন ধরনের পরিবেশ ছিল বরং যদি দুর্বল হয়ে থাকে তাহলে তারা অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়। আর পূর্বেই যদি পুণ্যে উন্নতি করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে থাকে তাহলে এসব উপদেশ ও কথামালা শোনার পর তা মেনে চলার অধিক চেষ্টা করে। মোট সংখ্যা যদি দেখা হয়, তাহলে উভয় ইজতেমায় জামাতের প্রায় অর্ধাংশ উপস্থিত ছিল। যোগদানকারীদের অধিকাংশ যদি নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনে তাহলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জদদ্বাসীর সংশোধনের ক্ষেত্রে যে বিপ্লবের আশা রাখতেন আর যা তাঁর জামাতের সাধন করা উচিত– সেক্ষেত্রে এরা সাহায্যকারীর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

'অধিকাংশ' শব্দ ব্যবহারের কারণ হলো, এমন লোকও বসে থাকে যারা খুব বেশী প্রভাবিত হয় না। কিন্তু যারা প্রভাব গ্রহণ করেছেন এবং যারা আত্মবিশ্লেষণে অভ্যস্ত আর আমাকে চিঠিপত্র লিখছেন– তারাও স্মরণ রাখবেন, আপনারা যদি এসব কথার রোমন্থন না করেন, যদি অঙ্গ-সংগঠনগুলো আমার পক্ষ থেকে বর্ণিত কথামালা পুনঃপুনঃ স্মরণ না করায় তাহলে কিছু সময় পর এসব কথা, এই উচ্ছাস এবং এই লজ্জাবোধে ভাটা দেখা দেয়া আরম্ভ হবে। কাজেই অঙ্গ-সংগঠনগুলো স্মরণ রাখবেন, যদি সত্যিকার অর্থেই ইজতেমায় যোগদানকারী এবং এমটিএ'র কল্যাণে পৃথিবীর কোন শ্রোতার উপর কোনরূপ প্রভাব পড়ে থাকে তাহলে (স্মরণ রাখবেন) লোহা এখনও গরম আছে। একে সেই প্রকৃতি অনুসারে গড়ে তোলার চেষ্টা করুন যেই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর

নিষ্ঠাবান প্রেমিককে প্রেরণ করেছেন। এমটিএ'র শ্রোতাদের কথা আমি উল্লেখ করেছি, তাদের পক্ষ থেকেও আমার কাছে আবেগ ও উচ্ছাসপূর্ণ চিঠি-পত্র আসছে। বরং কতক সন্তানের পিতামাতার অভিব্যক্তিও পাচ্ছি; আমাদের সন্তানরা, আতফালরা আপনার বক্তব্য শুনেছে। তাদের চেহারায় অর্থাৎ দশ-বারো বছরের শিশু-কিশোরদের চেহারায় অনুশোচনার ছাপ স্পষ্ট ছিল। বরং এক সন্তানের মা আমাকে বলেছেন, আমার ছেলে যখন আপনার বক্তৃতা শুনছিল তখন নিজের মুখের সামনে সে কুশন ধরে রাখে। কেননা (তার মনে হচ্ছিল) আমি এমন কতক কাজ করি যা সম্পর্কে বলা হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, এমটিএ'তে আমাকে দেখেই এই কথাগুলো বলা হচ্ছে। (হুযূর) আমার উদ্দেশ্যেই বক্তব্য দিচ্ছেন, আমি মুখ আড়াল করে রাখছি যাতে আমাকে দেখা না যায়।

অতএব এটি হলো নেক প্রকৃতি বা স্বভাব, এই চেতনাই আল্লাহ্ তা'লা আজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের ছেলেমেয়েদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন– অর্থাৎ উপদেশাবলী শুনে অন্ধ ও বধিরের মত আচরণ করে না বরং লজ্জিত হয়ে আত্মসংশোধনের চেষ্টা করে। অনেকে তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদের মোবাইল ফোন বন্ধ করে দিয়েছে। (ইতোপূর্বে) স্কুলে বসে পড়ায় মনোযোগ দেয়ার পরিবর্তে কতক ছেলে-মেয়ে এই চিন্তায় মগ্ন থাকতো যে, এখনই বিরতি আসবে। ছুটি হতেই মোবাইল ফোনে গেমস খেলবো অথবা এ ধরনের কোন বৃথা কাজে লিপ্ত হবো, যা বর্তমানে মোবাইল ফোনে সহজলভ্য। আমার বক্তব্য শোনার পর এখন তারা বলছে, এসব কাজ নিরর্থক, কাজেই আমরা এটি আর ব্যবহার করবো না। সেসব খেলা খেলবো না– এগুলো এমন খেলা যা স্বাস্থ্যকর নয় আর এতে মস্তিষ্কেরও ব্যায়াম হয় না। বরং একটি নেশার উদ্রেক করে লাগাতার তাতেই মত্ত রাখে।

একটি উম্মাদনা সৃষ্টি হয় যাকে ইংরেজীতে Craze বলা হয়। কিন্তু আমরা কেবল এ কথায় সন্তুষ্ট হতে পারি না– যারা সাবালক এবং বয়স্ক তাদেরকে স্বয়ং নিজেদের অবস্থা খতিয়ে দেখা উচিত আর লাগাতার আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। আত্মজিজ্ঞাসা করতে থাকা উচিত এবং পিতামাতাদের অনবরত সন্তানদেরকে স্মরণ করাতে থাকা উচিত। যখন একটি উত্তম অভ্যাস তোমরা নিজেদের মাঝে গড়ে তুলেছ তখন একে জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত করো। পরিবেশের প্রভাব গ্রহণ করবে না। কাজেই সর্বদা মনে রাখুন! সাময়ীক আনন্দ আমাদের জন্য কোন আনন্দ নয় বরং যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সকল আনন্দ, সকল পুণ্যকর্ম এবং আমাদের মাঝে সৃষ্ট পবিত্র পরিবর্তন সমূহ আমাদের জীবনে স্থায়ী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেদের অবস্থা স্থায়ীভাবে বিশ্লেষণে অভ্যস্ত না হবো– আমরা মহা বিজয়ের অংশ হতে পারবো না।

অতএব যেভাবে আমি ইজতেমাতেও বলেছিলাম, উত্তম মানে অধিষ্ঠিত হওয়া পূর্বের তুলনায় অধিক চিন্তার কারণ হয়ে থাকে। ব্যক্তিগতভাবে জামাতের প্রত্যেক সদস্যের উপর আর অঙ্গ-সংগঠন এবং জামাতের ব্যবস্থাপনার উপরও বর্ধিত দায়িত্ব অর্পিত হয়। এবার মেয়েরা এবং মহিলারা নিরবে মনোযোগ সহকারে লাজনার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আমার বক্তৃতা শুনেছে এদিক থেকে আমি তাদের ব্যবহারে মুগ্ধ। সাধারণত আমি মহিলাদের স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে আমার কথা শেষ করার চেষ্টা করি, বলার জন্য এর চেয়ে বেশী কথা নিয়ে আসি না। কিন্তু এবার লাজনার ইজতেমায় যখন আমি সময় দেখি তখন প্রায় সোয়া ঘন্টা পার হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ছোট-ছোট মেয়েরা, যুবতীরা এবং বড় বয়সের মহিলারা পুরো সময় কায়োমনোবাক্যে আমার কথামালা শুনতে থাকে। আমার দোয়া থাকবে, আমার কথাগুলো যেন তাদের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় অর্থাৎ স্থায়ী প্রভাব পরুক।

আর লাজনা সংগঠন যেন এতেই সন্তুষ্ট হয়ে বসে না থাকে যে, আমাদের ইজতেমা খুবই ভালো হয়েছে আর আমাদের প্রশংসা করা হয়েছে। বরং স্থায়ী ও লাগাতার কাজ হিসেবে একথাগুলোকে আপনাদের নিত্যদিনের কর্মপরিকল্পনার অংশ করে নিন। ওহদাদার বা পদাধিকারীরা আত্মবিশ্লেষণ করুন আর সদস্যদের অবস্থার প্রতিও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দিন তাহলেই আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারী হতে পারবো। তাহলেই আমরা সেই যুগে অন্তর্ভূক্ত বলে বিবেচিত হবো যা সম্পর্কে হাদীস অনুসারে মহানবী (সা.) বলেছিলেন, 'আমার উম্মত একটি আশিসপূর্ণ উম্মত, এটি বলা কঠিন যে, এর প্রথম যুগ উত্তম না-কি শেষ যুগ'। অর্থাৎ উভয় যুগেরই পৃথক পৃথক মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে।

এই শেষ যুগ কোনটি যাকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) প্রথম যুগের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। এই যুগ আখেরী (শেষ) যুগ, আখারীনদের যুগ, পবিত্র কুরআনে যার উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিক ও নিষ্ঠাবান দাস আবির্ভূত হয়ে আখেরীনদেরকে (শেষ যুগের মান্যকারীদের) আওয়ালীনদের (সাহাবীদের) সাথে মিলিত করবেন। ধর্মকে সুরাইয়্যা নক্ষত্র (সপ্তর্ষিমন্ডল) থেকে নামিয়ে আনার কথা। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর রাজত্ব জগতে প্রতিষ্ঠিত করার কথা। এর অর্থ এই নয় যে, পদমর্যাদার দিক থেকে আগমনকারী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সমতুল্য হবেন আর এটি বুঝা কষ্টকর হয়ে পড়বে যে, ইনি উত্তম না তিনি (সা.)! (নাউযুবিল্লাহ্)। এটি হতেই পারে না। একজন হলেন নেতা অপরজন তাঁর দাস।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বলেছেন, যেভাবে আমি আমার যুগে হিদায়তের আলো জগতময় ছড়িয়েছি অনুরুপভাবে এক অন্ধকার যুগের পর, (মাহদীও তা করবেন) মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে আছে যা হযরত ইমরান বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'মহানবী (সা.) বলেছেন সর্বোত্তম লোক হলেন তাঁরা যারা আমার যুগে অবস্থান করছেন, এরপর সর্বোত্তম তারা যারা সন্নিবেসিত শতাব্দীতে আসবেন। ইমরান বলছেন, আমার স্মরণ নেই কথাটি তিনি দু'বার নাকি তিনবার বলেছেন'; এমন হাদীস একাধিক রয়েছে। যাহোক, তিনি এরপর বলেছেন, 'এদের চলে যাওয়ার পর এমন লোক আসবে যারা অযাচিত সাক্ষ্য দিবে, দুর্নীতির আশ্রয় নেবে, ধার্মীকতা ছেড়ে দিবে, মানত করে তা পূর্ণ করবে না, অঙ্গীকার রক্ষা করবে না এবং আরাম আয়েশের কারণে তাদের উপর স্থুলতা ছেয়ে যাবে'।

অতএব মহানবী (সা.)-এর এই ইঙ্গিত থেকে জানা যায়, আর বিষয়টি অন্যান্য হাদীস থেকেও প্রমাণিত, এমন লোকদের চলে যাওয়ার পর এমন এক যুগ আসবে যা মুসলিম উম্মাহ্‌র ঘোর অমানিশা থেকে বেরিয়ে আসার যুগ হবে। এতে আখারীন বা পরবর্তীদের মাঝে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও মদদপুষ্ট হয়ে বিভিন্ন স্থানে আলোর মিনার গড়বেন। বিভিন্ন স্থানে হরেক পদ্ধতিতে সত্য ও হিদায়াত প্রসারের ব্যবস্থা করবেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (সা.) বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর মাধ্যমে যে ধর্ম পূর্ণতা লাভ করেছে, যে হিদায়াতের কল্যাণধারা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তা এ যুগে যখন কি-না উপায় উপকরণের সহজলভ্যতার কারণে পৃথিবী ছোট হয়ে গেছে ইংরেজীতে

যাকে Global Village বলা হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে গোটা পৃথিবী একটি শহরে পরিণত হয়েছে। এ যুগে মহানবী (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ 'পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত ব্যবস্থা' প্রচারের কাজ সম্পূর্ণ হচ্ছে। অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর যুগ হিদায়াত বা শরিয়তের পূর্ণতা প্রাপ্তির যুগ ছিল, আর মুহাম্মদী মসীহ্‌র যুগ হলো হিদায়াত ব্যবস্থা পরিপূর্ণরূপে প্রচার ও প্রসারের যুগ। তাই উম্মতের প্রথম যুগ হোক বা শেষ যুগ উভয় যুগই কল্যাণমন্ডিত, কেননা এ দু'যুগই মহানবী (সা.)-এর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। কাজেই আমরা যেহেতু নিজেদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত বলে দাবী করি তাই হিদায়াত বা সত্যকে পরিপূর্ণরূপে প্রচারের অনেক বড় গুরুদায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায়।

আর হিদায়াতের প্রচার ও প্রসার তখনই সম্ভব– যখন আমরা নিজেরা নিজেদের হিদায়াত বা সঠিক পথে চলার চেষ্টা করবো। আমরা নিজেদের অঙ্গীকার নবায়ণ করে সে যুগের উদাহরণগুলো সামনো রাখবো যখন হিদায়াত বা ধর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করে আর মহানবী (সা.)-এর সাহাবাগণ এবং প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ নিজেদেরকে এই হিদায়াত ও শিক্ষার মূর্ত প্রতীকে পরিণত করেছিলেন। তাঁরা কথা ও কাজে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁদের কর্ম, আদর্শ খোদার সাথে তাদের সম্পর্ক এবং তাদের উন্নত চরিত্র দেখে এক বিশাল জনগোষ্ঠী তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, 'তরবারির মাধ্যমে ইসলাম সম্প্রসারিত হয়েছে বলে যারা অভিযোগ উত্থাপন করে তারা বলুক, চীনে কোন্ বাহিনী গিয়েছিল যাদের মাধ্যমে ইসলাম সেখানে সম্প্রসারিত হয়েছে'।

এ দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেন, 'সেখানে কি কোন মুসলমান তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল? তিনি বলেন, 'ব্যবসায়ী, ধর্ম প্রচারক এবং বিভিন্ন পেশায় যুক্ত সাহাবীগণ (রা.) বা তাদের সন্নিহিত পরবর্তী তাবেঈন মুসলমানরাই সেখানে ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে ছিলেন। এসব ব্যবসায়ী বা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত মুসলমানগণ সেখানে গিয়েছেন এবং নিজেদের আদর্শ স্থাপন করেছেন ও (ইসলামের) পবিত্র শিক্ষা প্রচার করেছেন। এভাবে তারা সেখানে ইসলাম বিস্তার করেছেন। আমরা আজ চীনে কোটি কোটি মুসলমান অধিবাসী দেখতে পাই'। অতএব সকল শ্রেণীর লোকদেরকে নিজেদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। নিজেদের এ পবিত্র দায়িত্ব উত্তমরূপে উপলব্ধি করা প্রয়োজন, আমরা কীভাবে ইসলামের বাণী প্রচার করব? কীভাবে আমরা নিজেদের অবস্থায় উন্নতি সাধন করব? এজন্য চীনের উদাহরণ দিয়েছি কাজেই প্রসঙ্গক্রমে বলছি যে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেখানে বর্তমানে সাধারণভাবে তবলীগ করে মুহাম্মদী মসীহ্‌র বাণী পৌঁছানো খুব কঠিন। কিন্তু যেহেতু এটি বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের যুগ– এজন্য আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এ বাণী পৌঁছানোর বিভিন্ন মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ সরবরাহ ও সৃষ্টি করতে থাকেন।

এটিও আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য যে জার্মান জামাত যেখানে স্বদেশে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের বাণী বিস্তারের সুযোগ পাচ্ছে, প্রচারের বিভিন্ন উপায়-উপকরণ আল্লাহ্ তা'লা সরবরাহ করেছেন। অনুরূপভাবে গত দু'বছর তারা জার্মানী থেকে চীনে গিয়ে গ্রন্থ মেলায় অংশ নিয়ে জামাতের বাণী সম্বলিত বই-পুস্তকের ষ্টল দিয়ে চীনা ভাষায় এসব বই-পুস্তক চীনাদের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ পাচ্ছেন। তাদের নিকট প্রচারের নতুন নতুপ পথ উন্মুক্ত হচ্ছে। যদি চীনা ভাষায় বই-পুস্তক সরবরাহ না করা হত, তবে (প্রচারের) এ কাজ কখনোই সম্ভব হতো না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা পূর্ব থেকেই এগুলোর ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের চাইনিজ ডেস্ক খুব উত্তমভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। মুকার্‌রম উসমান চিনি সাহেব এর ইনচার্জ। পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য বই-পুস্তক প্রকাশনার কাজও চলছে।

যেরূপে আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জার্মান জামাত সেখানে এগুলো সরবরাহের সৌভাগ্যও পাচ্ছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিশ্বের দূর- দূরান্তের দেশসমূহে তাদের নিজস্ব ভাষায় অনুদিত পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য বই- পুস্তক সরবরাহেরও সৌভাগ্য দিচ্ছেন। মহানবী (সা.)-এর বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে যেভাবে পৌঁছে যাচ্ছে তা এ যুগটির কল্যাণময় হবার চিহ্ন বহন করে। আর ঐসব লোকেরাও সৌভাগ্যবান যারা বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের কাজে অংশগ্রহন করছে এবং মহানবী (সা.)-এর সন্তুষ্টি থেকে অংশ পাচ্ছে। তারা তাঁর (সা.) যুগের নবায়নের (পুনরাবির্ভাবের) চেষ্টা করছে। কাজেই সব আহমদীর এটি উপলব্ধি করা প্রয়োজন। শুধু সাময়ীক আবেগ প্রকাশ যথেষ্ট নয়। বরং আল্লাহ্ তা'লা আপন কৃপায় যে সুযোগ দান করছেন, সেটিকে এক বিশেষ ঐশী কৃপা জ্ঞান করে এ থেকে পুরোপুরি লাভবান হওয়া প্রয়োজন এবং এজন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা প্রয়োজন। যেভাবে আমি বলেছি, চীনে শুধু জার্মান জামাতই বাণী প্রচারের সুযোগ পাচ্ছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলোও রয়েছে। সেখানেও তারা প্রচারের সুযোগ পাচ্ছে।

কাজেই এ ঐশী কৃপাকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করুন। পূর্বে এদিকে দু-চার জন বা কয়েকশ' লোকের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকলে, ইজতেমার পর আপনারা যেভাবে নিজেদের আবেগ প্রকাশ করেছেন তা থেকে বুঝা যায় যে, সহস্র-সহস্র মানুষ তাদের পবিত্র আদর্শ, সৎকর্ম ও আবেগের অঙ্গীকার নবায়নের মাধ্যমে সেই বিপ্লবের অংশ হয়েছে এবং ঐসব সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন যাদেরকে মহানবী (সা.) সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, 'উম্মতের শেষ যুগও কল্যাণময় হবে'।

অতএব শেষ যুগের সেসব মানুষ সৌভাগ্যবান যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকারী। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে তাঁর উম্মত সম্পর্কে যেসব সুসংবাদ দিয়েছিলেন, এই সুসংবাদগুলোর মাঝে একটি হলো, খিলাফতের সুসংবাদ। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে উম্মতের জন্য খিলাফতের সুসংবাদ দেয়ার অর্থ হলো, এই সুসংবাদই সবকিছুর মূল এবং কেন্দ্রবিন্দু অথবা এভাবে বলা যেতে পারে, এটিই মুখ্য সুসংবাদ, সেই মৌলীক বিষয় যার সাথে উম্মতের উন্নতি সম্পর্কযুক্ত আর তা হলো খিলাফত। মহানবী (সা.) তাঁর পর 'খিলাফতে রাশেদা'কেই উন্নতির চাবিকাঠি হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন। এরপর তিনি কষ্টদায়ক ও স্বৈরাচারী রাজত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

যখন উম্মত মর্মযাতনায় ভুগবে, অস্বস্তিতে থাকবে আর তা হবে এক অন্ধকার যুগ হবে। এরপর এমন এক সময় আসবে যখন খোদা তা'লার কৃপা উদ্বেলিত হবে এবং উম্মতের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার স্নেহদৃষ্টি পড়বে তখন আল্লাহ্ অত্যাচার ও নিস্পেষণমূলক যুগের অবসান ঘটাবেন। এবং 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়ত' প্রতিষ্ঠিত করবেন যা চিরস্থায়ী হবে। উম্মতে মুসলেমাকে যে জগদ্বাসীর জন্য সর্বোত্তম উম্মত বানানো হয়েছে তাঁর নবায়ন হবে। বর্তমানে বিভিন্ন মুসলমান আলেম ও সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় উম্মতের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উত্থাপন করা হয়, কারণ তারা সবাই জানে খিলাফত ছাড়া উম্মতের স্থায়িত্ব সম্ভব নয় আর হতেও

পারে না। কিন্তু একই সাথে তাদের চোখে পট্টিও বাঁধা রয়েছে। তারা আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যাদিষ্টকে মানতে প্রস্তুত নয় যাঁর মাধ্যমে 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়ত' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উম্মতের স্থায়িত্ব, অন্যায়ের অবসান এবং অন্ধকার বিমোচন সেই ব্যবস্থাকে চায় যা আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদীর মাধ্যমে সূচীত করেছেন আর কুরআন এবং হাদীসও এ কথার সমর্থন করে।

আজ প্রত্যেকটি মুসলিম দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা আর্তনাদ করে এ ঘোষণা করছে– চিন্তা কর, ভাব তোমাদের সাথে এসব কী হচ্ছে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যেদিকে আহ্বান করছেন সেদিকে আস, তোমাদের সকল সমস্যার সমাধান এতেই নিহিত। তোমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার, তোমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রতি অন্য জাতীর লোভাতুর দৃষ্টির একটিই সমাধান আর তাহলো, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আগত মসীহ্ ও মাহদীকে মেনে নাও। অতএব এ বাণীই আমাদেরকে গোটা বিশ্বে পৌঁছাতে হবে। জার্মানী, ইউরোপ, এশিয়া এবং আরব দেশ সমূহের জন্যও একই বাণী। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যেদিকে আহবান করছেন সেদিকে আস। এই পয়গাম বিশেষভাবে মুসলিম দেশসমূহের জন্য যে, মসীহ্ ও মাহদীকে শনাক্ত কর।

খোদার করুণা উদ্বেলিত হয়েছে এই উদ্বেলিত কৃপার কল্যাণে যে প্রিয় ব্যক্তিকে তিনি প্রেরণ করেছেন তাঁর সাহায্যকারী হও। এতেই তোমাদের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা নিহিত। আহমদীরা যদিও অধিকাংশ মুসলিম দেশসমূহে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী প্রচারের অপরাধে যুলম ও অত্যাচারের স্বীকার হন তাসত্ত্বেও উম্মতের প্রতি সহমর্মিতার আবেগে এই বাণী পৌঁছে যাচ্ছেন। সত্যিকার অর্থে এই বাণী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এরই বাণী আর এর উদ্দেশ্য হলো, যাতে উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী সেসব লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয় যারা আখেরীনের যুগ পেয়ে উম্মতের আশিসপূর্ণ লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন।

কাজেই এই বাণী প্রচার করা যেখানে প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক সেখানে যেভাবে আমি সব সময় বলে থাকি, আমাদেরও আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে। আমরা যারা আহমদী হওয়ার দাবী করি, আমাদের কতজন চব্বিশ ঘন্টায় একবার অথবা সপ্তাহে একবার বা মাসে একবার এ বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবি যে, আমরা নিজেদেরকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে দাবী করলে আমাদের প্রতি কীরূপ দায়-দায়িত্ব বর্তায় ? আমাদের ইবাদতসমূহের মান কেমন হওয়া উচিত? আমাদের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত? আমরা যে দাবী করছি এবং গর্বের সাথে বলছি, আমাদের মাঝে 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়ত' প্রতিষ্ঠিত আছে– এখন প্রশ্ন হলো, তাঁর সাহায্যকল্পে আমরা কি ভূমিকা রাখছি? কাজেই এটি ভাবার বিষয়। আল্লাহ্ তা'লার করুণাবারি প্রবলভাবে বর্ষিত হয়েছে বিধায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ন্যায় মহান ব্যক্তিত্ব এবং রসুলে পাক (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিককে আমাদের সংশোধনের জন্য প্রেরণ করেছেন এবং আমাদেরকে তাঁর হাতে বয়'আত করার সৌভাগ্য দিয়েছেন।

প্রশ্ন হলো, এই মহান ব্যক্তিত্বের হাতে বয়'আত করাই কি যথেষ্ট? মহানবী (সা.) যে বলেছেন, 'শেষ যুগও প্রথম যুগের ন্যায় মহান ও আশিসপূর্ণ' এ কথা দ্বারা তিনি এটি বুঝাতে চেয়েছেন, মসীহ্ ও মাহদীকে মান্যকারীরা সেই মহান বিপ্লব সৃষ্টিকারী হবে, যে বিপ্লব সাধনের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়েছে। যুগে সেই পরিবর্তন আনয়নে ভূমিকা রাখবে যে পরিবর্তন আনয়নের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল। জগতে সেই স্বর্গ গড়ার কাজ করবে যা পরকালীন স্বর্গের উত্তরাধিকারী হতে সাহায্য করবে। অতএব আজ প্রত্যেক আহমদীকে উক্ত বিপ্লব আনয়নে স্ব-স্ব ভূমিকা পালন করা উচিত। যুগে মহা পরিবর্তন আনয়নে নিজ ভূমিকা পালন করা উচিত।

আর এ লক্ষ্যে আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কুরআনের আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে ভাবতে হবে। যদি আমরা আমাদের জীবনকে বিপ্লব সাধনের উপযুক্ত করে গড়ে তুলি, পরিবর্তন আনয়নের উপযোগী করি, যার মাধ্যমে পৃথিবীতে স্বর্গ রচিত হয় তাহলে নিশ্চয় জগদ্বাসী আমাদের অনুসরণ করবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। যদিও আজ আমরা জাগতিক দৃষ্টিতে দুর্বল এবং বাহ্যত জগতের দৃষ্টিতে আমাদের কোন গুরুত্বই নেই। সর্বত্র আমরা অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছি। বয়'আতের সঠিক মর্ম বুঝে এক নতুন উদ্দীপনা নিয়ে আমরা যদি দন্ডায়মান হই তাহলে এদের সেই সৌভাগ্য না হলেও এদের বংশধররা অবশ্যই একদিন মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাসদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া নিজেদের জন্য গর্বের কারণ বলে মনে করবে। কাজেই প্রত্যেক আহমদীকে নিজ কথা ও কর্মকে বয়'আতের শর্তসম্মত করার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া উচিত। পাশ্চাত্যের জাগতিক চাকচিক্যে হারিয়ে যাবেন না। যদি আপনারা মনে করেন জামাত এবং জলসা আপনাদের জীবনের ওপর প্রভাব ফেলেছে তবে একে ক্ষণস্থায়ী না রেখে জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত করুন।

আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে জামাতে এমন সদস্যরাও আছেন যারা এ সত্যকে অনুধাবন করেন, নিজেদের প্রবৃত্তিকে তারা পিষ্ট করে থাকেন এবং এর মর্ম অনুধাবন করে তা পালন করেন। এমন সদস্য যুবক, পুরুষ, নারী নির্বিশেষে সবার মাঝে রয়েছেন। পূর্বে আমি ওয়াকফে নও যুবকদের নিয়ে চিন্তিত থাকতাম। ওয়াকফে নও মানে কি তা তাদের জানাই ছিল না অথচ তারা যৌবনে পদার্পন করেছে। তারা মনে করতো, যেসব ওয়াকফে নও জামেয়াতে চলে গেছে তারাই কেবল জামাতের কাজ করবে, অন্যরা নয়।

তারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী চাকরি-বাকরি বা কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। জামাতের প্রশাসনিক কেন্দ্র জানতো-ই না যে ওয়াকফে নও'রা কোথায় গেল? তারা মনে করতো, আমরা ওয়াকফে নও উপাধি পেয়েছি– এটিই যথেষ্ট। কিন্তু এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে, আমরা আপনার অনুমতি সাপেক্ষে, কেন্দ্রের অনুমতি নিয়ে পড়াশোনা করছি এবং পড়াশোনা শেষ হলে পরিপূর্ণভাবে জামাতের সেবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হব, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে এমন চেতনা সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিবেশে বসবাস করেও নিজেকে অন্যায় কাজ, অন্যায় কথা থেকে পবিত্র রাখার চেষ্টা করুন। আর এরা নিজেদেরকে পবিত্র রাখার চেষ্টাও করছে।

যদি আর্থিক কুরবানীর প্রশ্ন আসে সেক্ষেত্রে দেখুন! গতকাল এক মহিলা আমার কাছে একগাদা স্বর্ণের গহনা দিয়ে গেছেন এবং বলেছেন, আমি এগুলো জামাতকে দেবার অঙ্গীকার করেছিলাম এখন এগুলো আমার জন্য আর সিদ্ধ নয়। আমি তাকে বললাম, নিজের জন্য কিছু রেখে দিন। এ কথার প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, আমি আমার খোদার কাছে যে অঙ্গীকার করেছি আপনি আমাকে সে অঙ্গীকার পালনে বাঁধা দেবেন না। অতএব এ হলো সেই বিপ্লব যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ জামাত বা মান্যকারীদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন। এঁরা আকুতি-মিনতি এবং বিনয়ের সাথে ইবাদত করে থাকেন। শরিয়তের অন্যান্য নির্দেশাবলীও মেনে চলেন তা ব্যবসায়িক হোক বা পারিবারিক বিষয়াদি

হোক; যেন ঘর এবং সমাজ দু'টোই জান্নাততুল্য হয়ে যায়। বর্তমান যুগে যখন সবদিকে বস্তুবাদিতা এবং স্বার্থপরতা প্রাধান্য পাচ্ছে সে সময় সৎকর্ম করা এবং করানো আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে অবিচলভাবে তা করে যাওয়ার জন্য দোয়া করা, অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। আমি বলেছি, এমন লোকও আছে কিন্তু এমন লোকের সংখ্যাধিক্য হওয়া চাই যেন আমাদের পরিবেশ ও সমাজ আল্লাহ্ তা'লার জান্নাতের চিত্র তুলে ধরে আর ইহ ও পরকালে আমরা যেন জান্নাতের উত্তরাধিকারী হতে পারি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা এ-ও বলেছেন, সে যুগে জান্নাতকে নিকটবর্তী করে দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ

অর্থ: আর যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে (সূরা আত্ তাকভীর:১৪)। অতএব সৌভাগ্যভান তারা যারা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর হাতে বয়'আত করে সেই নিকটবর্তী জান্নাত থেকে কল্যাণ লাভ করে। এটি সেই সকল লোকদের জন্য চিন্তার বিষয় যারা আল্লাহ্ তা'লার সেই পুরস্কার থেকে পরিপূর্ণভাবে কল্যাণ লাভ করে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'শুধু এক ধরনের নেকী করেই তোমরা আল্লাহ্ তা'লার পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির অধিকারী হয়ে যাবে, আল্লাহ্ তা'লা এটি বলেন নি বরং সব ধরনের সৎকর্ম করার প্রতি মনোযোগ দেয়া আবশ্যক যেন আল্লাহ্ তা'লার স্নেহদৃষ্টি তোমাদের ওপর পড়ে'। কাজেই আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য নিজেদের সমূহ কর্মের প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন, যাতে করে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যে জান্নাত আমাদের জন্য নিকটবর্তী করা হয়েছে তা আমরা লাভ করতে পারি। আমরা এ যুগের ইমামকে মেনেছি– যিনি আমাদেরকে খোদাভীতি এবং আল্লাহ্‌র ও বান্দার প্রাপ্য প্রদানের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

তিনি আমাদেরকে পথ-নির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেন, 'তোমরা ওলী এবং পীর হও কিন্তু ওলী এবং পীর পুজারী হয়ো না'? বর্তমান যুগের পীরেরা ধর্মকে হাসি-ঠাট্টার বিষয় বানিয়ে রেখেছে। দেখ! এটি অনেক বড় একটি বিষয়– তিনি আমাদের কাছে আশা করেন, আমরা যেন ওলী এবং পীর হই। প্রত্যেকে নিজ সত্তায় ওলী এবং পীর হয়ে যাও। কিন্তু বর্তমান যুগের পীরের মত নয় যারা ইসলামকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছে। বর্তমান যুগের পীরেরা লোকদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করে জান্নাতের লোভ-লালসা দেখিয়ে দোযখের পথে পরিচালিত করে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলতেন, তাঁর এক বোন কোন পীরের মুরিদ ছিল। তিনি (রা.) তাঁকে বললেন, খোদাকে কিছুটা ভয় কর, বুঝার চেষ্টা কর। নিজের ইহকাল ও পরকালকে সুন্দর ও সুনিশ্চিত কর এবং আহমদী হয়ে যাও। উত্তরে সে বলল, আমার আহমদী হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি অমুক পীর সাহেবের কাছে বয়'আত করেছি, তিনি কামেল পীর। তিনি আমাকে বলেছেন, তোমার কোন ধরনের সৎকাজ করার প্রয়োজন নেই। তুমি আমাদের প্রকৃত মুরিদ (মহিলা)। যা মনে চায় তাই করো। কোন পূণ্যকর্ম করার দরকার নাই। তোমার সকল পাপের দায়ভার আমি নিলাম। কেবল খ্রিস্টানরাই নয় বরং এসব মুসলমান পীরেরাও প্রায়শ্চিত্তবাদের ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করছে, তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় এসব লোক শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে আখ্যা পাবার যোগ্য কি?

মোটকথা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, আমি আমার বোনকে বলেছি, তোমার পীর সাহেবের কাছে আবার যাও। তাঁকে জিজ্ঞেস করবে, কিয়ামতের দিন যখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, পাপের অপরাধে জুতা মারা হবে, আর আপনি যেহেতু মুরিদদের পাপের দায়ভারও নিয়েছেন, তাই কতবার জুতাপেটা খাবেন তা আপনি কি কখনো চিন্তা করেছেন কি? যাহোক তিনি বললেন, আমি অবশ্যই পীর সাহেবকে জিজ্ঞেস করবো।

যখন পুনরায় সাক্ষাত করতে আসলেন তখন তিনি (রা.) বললেন, তুমি কি (সেই বিষয়ে) পীর সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলে? তিনি বললেন হ্যাঁ আমি জিজ্ঞেস করেছি, যে বিষয়টিকে আপনি অনেক বড় সমস্যা মনে করছিলেন তিনি এক নিমেষেই তার সমাধান দিয়ে দিয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কীভাবে? তিনি বললেন, পীর সাহেব আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, শোনো! ফিরিশ্‌তারা যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি অমুক অমুক পাপ কেন করেছো তখন বলে দিও, আমি কিছুই জানিনা। এই যে সামনে পীর সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি আমাকে বলেছিলেন তোমার যা ইচ্ছা কর– তোমাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে না। পীর সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন তাকেই জিজ্ঞেস করুন। একথা বললে পরেই সে (অর্থাৎ ফিরিশ্‌তা) তোমাকে ছেড়ে দিবে। তোমার দিকে আর তাকাবেও না। যখন সে তোমার উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে তুমি ছুটে গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। পীর সাহেব বললেন, বাকী থাকলো আমার কথা, ফিরিশ্‌তারা যখন আমাকে জিজ্ঞেস করবে তখন আমি আমার রক্তিম চোখ বড় বড় করে তাঁর দিকে তাকিয়ে রাগতঃস্বরে বলবো, আমার নানা হযরত ইমাম হোসেন কারবালায় যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা কি যথেষ্ট নয় যে আজ আমাকে আবার বিরক্ত করছো? ইহজগতে পৃথিবীবাসীরা আমাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছিল আর আজ এখানে আসার পর তোমরাও একই আচরণ করছো। আমাকে আমার আমল বা কর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছো? এ কথায় ফিরিশ্‌তারা লজ্জিত হয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াবে আর আমরা বুকফুলিকে দাপটের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবো।

এ হলো (তখনকার) পীরদের অবস্থা আর হাল আমলের পীরদের অবস্থাও এমনিই যারা কোন সৎকর্ম ছাড়াই জান্নাত বিতরণ করে যা প্রকৃতপক্ষে দোযখের পথেই পরিচালিত করে। এরা নিজেরাও দোযখে যাবে আর অনুসারীদেরও সে দিকেই নিয়ে যাবে। সত্যিকার অর্থে এই কল্যাণমন্ডিত যুগে যে জান্নাত আমাদের নাগালের ভেতর, তাহলো সেই জান্নাত– যার পথ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সুগম করে দেখিয়েছেন। কুরআন ও হাদীসের সুন্দর ও সুষ্ঠু ব্যাখ্যার মাধ্যমে, সৎকর্মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে, বৃথা কাজ ও বিদাতকে নির্মূল করে এবং পৃথিবীবাসীকে খোদার সামনে সেজদাবনত হওয়ার রীতি শিখিয়ে তিনি এই কাজ করেছেন। এ হলো জান্নাতে যাবার পথ আর এভাবে তা আমাদের নাগালের ভেতর এনে দেয়া হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর বরাতে আমি যে পীরের কথা উল্লেখ করেছি সে প্রসঙ্গে বলতে চাই, পীর সমস্যা শুধু সে যুগেই নয় বরং বর্তমানেও একই অবস্থা। পাকিস্তান ও ভারতে বরং সব মুসলমান দেশে অজ্ঞদের একটি বড় শ্রেণীর অবস্থা এরূপই। শুধু অজ্ঞরাই নয় বরং অনেক শিক্ষিত লোক যারা শিক্ষিত বলে দাবী করে, যারা রাজনীতিবিদ ও নেতা, তাদের অবস্থাও একই। আমি অনেককেই জানি যারা নামাযও পড়ে না কুরআনও পড়ে না। তাঁরা পীরদের মুরিদ এবং পীরের দোয়াকে নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করে। এ ভাবেই যদি জান্নাত লাভ হয় আর জান্নাত নিকটে চলে আসে তাহলে নাউযুবিল্লাহ্ কুরআনের নির্দেশ মেনে চলার

আর কোন প্রয়োজন নেই। কুরআনেরই প্রয়োজন নেই। ফকীর

কাজেই আমরা সৌভাগ্যবান! যারা যুগ ইমামকে মানার কারণে জান্নাতের প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছে। খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মর্ম উপলব্ধি করেছে। অনেকে আমাকে দোয়ার জন্য বলে; আমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করি– তোমরা নিয়মিত নামায পড় কিনা? তখন জানা যায় তারা নিয়মিত নামায পড়ে না। আমি তখন বলি, প্রথমে নিজে দোয়া কর এবং নিজে দোয়া করে আমার দোয়া গৃহীত হতে সাহায্য কর। আর এটি সেই সুন্নত বা রীত সম্মত, যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একবার একজন সাহাবী মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে দোয়ার আবেদন করলেন। তিনি (সা.) বললেন, আমি দোয়া করব, কিন্তু তুমিও তোমার দোয়া দ্বারা আমাকে সাহায্য কর।

অতএব এটি সেই চমৎকার চিত্র যা মুসলমান সমাজের হওয়া উচিৎ। অর্থাৎ সঠিক ও সিদ্ধ কাজ কর। নিজের জন্য দোয়া কর, আর যাকে দোয়ার জন্য বল, তাঁকেও নিজের দোয়া দিয়ে সাহায্য কর। কেবল সেই সকল দোয়াই গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে যা সুন্নত বা মহানবী (সা.) বর্ণীত রীতি অনুসারে করা হয় এছাড়া দোয়া গৃহীত হওয়ার অন্য কোন উপায় নেই। আর সেসব দোয়ার মাঝেও ধর্মের চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে কৃত দোয়াকে প্রাধান্য দোয়া উচিৎ। এমন চিন্তা- ভাবনা নিয়ে জীবন যাপন করলে এবং দোয়ার প্রতি মনোযোগ থাকলে সেই মহা বিপ্লব সাধিত হবে যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর এক মহান সেবককে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন যাঁর আগমনে জান্নাতকে মানুষের নিকটতর করে দেয়া হয়েছে।

অতএব প্রত্যেক আহমদীর চিন্তা-ভাবনাকে এভাবে বিন্যস্ত করতে হবে এবং নিজেদের কাজকর্ম এভাবে সম্পাদন করতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে উপস্থাপন করছি।

তিনি (আ.) বলেছেন:

'আমি সত্যি সত্যিই বা নিশ্চিত করে বলছি, পার্থিবতা এবং ধর্ম একস্থানে সমবেত হতে পারে না। হ্যাঁ জগতকে ধর্মের সেবক হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে, সমকক্ষ হিসেবে নয়। আল্লাহ্‌র সাথে যার স্বচ্ছ সম্পর্ক আছে সে কখনও কারো কাছে ভিক্ষা চেয়েছে এমনটি কোথাও শোনা যায় নি। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সন্তানদের প্রতিও সদয় হন। অবস্থা যদি এরূপ হয়, তাহলে কেন এমন শর্ত জুড়ে দিয়ে দু'টি পরস্পর বিরোধী জিনিষকে একত্র করা হয়। আমাদের জামাতের অন্তর্ভূক্ত বলে কেবল তাদেরকেই গণ্য করা উচিত যারা বয়'আত অনুসারে ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যখন কোন ব্যক্তি বয়'আতের অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হতে থাকে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে শক্তি দিয়ে থাকেন। সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা দেখে আনন্দ লাগে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের কত বিস্ময়করভাবে পূত-পবিত্র করেছিলেন।

হযরত ওমর (রা.)-কে দেখ! অবশেষে ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কীভাবে বদলে গেলেন। আমরা কি জানি, আমাদের জামাতে কারা এমন আছেন যাদের ঈমানী শক্তি অনুরূপভাবে উন্নতি করবে। আল্লাই তা'লাই অদৃশ্যে জ্ঞাত সত্তা। যদি এমন মানুষ না থাকেন যাদের ইমানী শক্তি উন্নতি করে একটি জামাত প্রতিষ্ঠার কারণ হতে পারে তাহলে জামাত চলবে কি করে? ভালো করে স্মরণ রাখ! যে জামাত আল্লাহ্‌র জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় না তাদের অস্তিত্বেরই বা লাভ কী ? যদি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন এবং আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তারা (রূহুল কুদ্দুস) সমর্থন করে তাহলে আল্লাহ্‌র জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের কাজটি সহজও বটে। যতক্ষণ একজন আত্মত্যাগী না হবে এবং তদনুসারে জীবন না কাটাবে ততক্ষণ এসব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় না। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

অর্থ: এবং যে নিজ প্রভু-প্রতিপালকের মর্যাদার উপর দৃষ্টি থাকার কারণে ত্রস্ত থাকে এবং নিজেকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে নিশ্চয় তার ঠিকানা হবে জান্নাত (সূরা আন্ নাযে'আত:৪১-৪১)। এ থেকে বুঝা যায়, জান্নাতী জীবনের সূচনা ইহজগত থেকেই আরম্ভ হয়ে যায়, যদি সে প্রবৃত্তির তাড়নাকে প্রতিহত করতে পারে।' তিনি (আ.) বলেন, 'সুফীগণ ফানা (বিনাস) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে যে (মাকাম) অবস্থানের কথা বলেছেন তাহলো এই,

نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى

অর্থাৎ নিজ প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে দমন কর আর একে বশীভূত রাখ'।

তিনি (আ.) আরো বলেছেন:

'আমি এসব কথা বারংবার বলি কারণ, খোদা তা'লা যিনি এ জামাতকে প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা করেছেন তার এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল সেই প্রকৃত মা'রেফাত (আল্লাহ্‌র পরিচয়) যা পৃথিবী থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। সেই সত্যিকার খোদাভীতি ও পবিত্রতা যা বর্তমান যুগে খুঁজে পাওয়া যায় না তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। মোটের উপর অহংকার ও দাম্ভিকতা জগমতময় ছেয়ে গেছে। আলেম সম্প্রদায় তাদের জ্ঞানের আস্ফালন ও দাম্ভিকতার কাছে বন্দী। তথাকথিত নেক লোকদের (ফকীর) প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখবে তারাও অন্য কোন প্রকার হীনতার কাছে বন্দী। আত্মশুদ্ধির সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কেবল দেহ পর্যন্ত সীমিত এজন্য তাদের চেষ্টা ও সাধনার ধরনও ভিন্ন, যেমন যিকরে ইররা (পীরদের দেয়া এক প্রকার অযিফা) ইত্যাদি। মহানবী (সা.)-এর রীতি-নীতির মাঝে যার কোন চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না'। (তারা এমন সাধনা করে যা মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের মাঝে পাওয়া যায় না)। হুযূর (আ.) বলেছেন, 'আমি দেখছি, হৃদয়কে পবিত্র করার প্রতি তাদের কোন মনোযোগ নেই। শরীর বা দেহই তাদের কাছে সব কিছু– যার মাঝে আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্র নেই। এসব সাধনা হৃদয়কে পবিত্র করতে পারে না, আর না কোন প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি দিতে পারে।

অতএব এ যুগ পুরোপুরি অন্তঃস্বার শূন্য। নবী করিম (সা.)-এর রীতিনীতি যা অনুসৃত হওয়া উচিত ছিল তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা হয়েছে এবং তা ভুলে গেছে। এখন নবুয়তে মুহাম্মদী (সা.)-এর সেই যুগের পুনরাবৃত্তি ঘটুক এবং খোদাভীতি ও পবিত্রতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক এটিই আল্লাহ্ তা'লা চাচ্ছেন। আর এ কাজ তিনি এ জামাতের মাধ্যমেই নিতে চান'। হুযূর (আ.) বলেন, 'অতএব মহানবী (সা.) সংশোধনের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলেছেন সেই পদ্ধতিতে তোমরা প্রকৃত আত্মশুদ্ধির প্রতি গভীর মনোনিবেশ কর'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যাশা অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন। আমরা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কর্তৃক আনীত সেই বিপ্লব ও শুভ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারি– যে পরিবর্তন এখন তাঁর মাধ্যমেই সংঘটিত হবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

হযরত উসমান আল-গনি ইবনে আফ্‌ফান (রা.)

মূলঃ আমের সাফির, লন্ডন, ইউকে
ভাষান্তরঃ সিকদার তাহের আহমদ

(শেষ কিস্তি)

জাল চিঠি

বিদ্রোহীরা যখন মদিনায় পৌঁছুল, উসমান (রা.) তখন তার পক্ষ থেকে মাধ্যস্থ করার জন্য আলীকে (রা.) পাঠালেন। তারা আলীকে বললো, তারা কতিপয় উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তার অপসারণ চায়। উসমান (রা.) যথাযথভাবে মিশরের গভর্নরকে বদল করলেন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল, তাদের দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে; তাই তারা মদিনা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু, কয়েকদিন পর বিদ্রোহীরা মদিনায় ফিরে এলো। তারা উত্তেজিত ছিল এবং তারা হযরত উসমানের (রা.) বাড়ি ঘেরাও করলো। আলী (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাদের দাবি যেখানে পূর্ণ করা হয়েছে সেখানে তারা কেন আবারো ফিরে এলো?

বিদ্রোহীরা বললো, তারা একজন দাসকে ধরেছে। সেই দাসকে নাকি উসমান (রা.) পাঠিয়েছিলেন, সঙ্গে একটি চিঠি দিয়ে। আর, সেই চিঠিতে নাকি আবদুল্লাহ বিন সাদকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল, মদিনা থেকে [বিদ্রোহীদের] যে-দল বেড়িয়ে গেছে, তাদের মধ্য থেকে কতিপয় ব্যক্তিকে হত্যা করতে হবে। চিঠিতে নাকি নতুন নিয়োগকৃত গভর্নরের অপসারণের কথাও বলা হয়েছিল। আলী (রা.) তাদেরকে বললেন, "আল্লাহ্‌র কসম, এটি একটি ষড়যন্ত্র। আর তোমরা এই বিষয়ে অবহিত নও।" জবাবে তারা বললো: "সে যা-ই হোক না কেন, আমরা খলিফাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৯২-৪০৫)। আলী (রা.) তাদেরকে বললেন, এটি মিথ্যা ও বানোয়াট কাহিনী। তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, বিদ্রোহীরা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে এসেছে। এটা কীভাবে সম্ভব যে, তারা সবাই একই দাসকে [পথিমধ্যে] দেখেছে? আসলে সত্যাসত্য বাদ দিয়ে তারা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে।

ইসলামের ইতিহাসের কলঙ্কময় দিনগুলো

মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অনেকের কাছেই সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখলেন খলিফা হযরত উসমান (রা.)। মিশর, সিরিয়া, কুফা এবং বসরাহ থেকে দ্রুতবেগে দলে দলে মুসলমানগণ রওয়ানা দিলেন খলিফাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু, যথাসময়ে কেউই মদিনায় পৌঁছুতে পারলেন না এবং খলিফার জীবন-রক্ষায় কাজে আসতে পারলেন না। বিদ্রোহীরা চল্লিশ দিন ধরে হযরত উসমানের (রা.) গৃহ অবরোধ করে রাখলো। এমনকি তারা পানি-সরবরাহও বন্ধ করে দিল। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৪০৫)

লোকদের মধ্য থেকে যিনি খলিফার পক্ষে মধ্যবর্তিতা করেছিলেন তিনি হলেন আবদুল্লাহ্ বিন সালাম (রা.)। তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি ইহুদি ছিলেন। রাসূল (সা.)-এর এই সাহাবীর কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে (সূরা ১৩:আয়াত ৪৪)। (Intrigues against khilafat, p. 36)। তিনি হযরত উসমানের (রা.) পাহারায় নিয়োজিত হতে চাইলেন। কিন্তু, তাকে বলা হলো বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলতে এবং তাদের অসুবিধাগুলো দূর করতে ও তাদের অসৎ উদ্দেশ্য দমন করতে। নিজের নিরাপত্তার ঝুঁকি নিয়েও তিনি বিদ্রোহীদের নেতাদের কাছে গেলেন। কিন্তু, বিদ্রোহীরা ছিল কাপুরুষ ও মুনাফেক। তাই, তারা তার প্রস্তাবগুলো প্রত্যাখ্যান করলো।

উসমান (রা.) মসজিদ যেতে পারছিলেন না। তাই, তিনি আবু আইয়ুব আল-আনসারি (রা.)-কে নামাযে ইমামতি করার দায়িত্ব দিলেন। কয়েকদিন পর বিদ্রোহীদের প্রধান নেতা আল-গাফিকি বিন হারব আল-আক্কি নিজে নিজেই মসজিদে ইমামতি করা শুরু করলো। কোনো দাঙ্গাবাজ যেন হযরত উসমানের (রা.) ঘরে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য আলী (রা.) তার দুই ছেলে হাসান (রা.) ও হোসেন (রা.)-কে তার ঘরের দরোজায় পাহারা দেওয়ার জন্য পাঠালেন। কারণ, হযরত আলীর (রা.) ছেলেদের গায়ে হাত তোলার সাহস কারো হবে না। এ রকম ভুল করলে তাদেরকে অবশ্যই ক্ষমতাশালী বনু হাশিম গোত্রের প্রবল রোষের শিকার হতে হবে।

দাঙ্গাবাজরা যখন জাল চিঠিটি নিয়ে হযরত উসমানের (রা.) মুখোমুখি হলো, তিনি (রা.) বললেন, এর সঙ্গে তার কোনো ধরনের সংশিষ্টতা নেই। তিনি এই বিষয়ে কিছু জানেনও না। তারা বলল, তিনি যদি সত্যি কথাও বলে থাকেন, তাহলেও তিনি দোষী। কারণ, তিনি মুসলিম সাম্রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন এবং সেজন্যই কোনো ব্যক্তি তার নামে জাল চিঠি লিখতে সক্ষম হয়েছে। উসমান (রা.) বিদ্রোহীদেরকে শান্ত করার জন্য বার বার চেষ্টা করলেন, তাদেরকে তাদের সিদ্ধান্তের

ভুল-ত্রুটিও দেখিয়ে দিলেন। এক সময়ে তিনি ঘরের ছাদে উঠলেন এবং বিদ্রোহীদেরকে মুসলিম হিসেবে তাদের দায়-দায়িত্বের কথা বললেন। খলিফা হিসেবে তার উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের কথাও স্বরণ করালেন। তখন এটা মনে হচ্ছিল যে, কেউ কেউ তাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত হয়েছে; কিন্তু, বিদ্রোহীদের নেতারা হস্তক্ষেপ করলো এবং বিদ্রোহ বজায় রাখলো।

এই বিষয়টি মনে রাখা জরুরী যে, উসমানের (রা.) শাহাদাতের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন স্বয়ং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি (সা.) একবার একটি ফিতনার কথা বলছিলেন। তখন তিনি (সা.) উসমান (রা.) সম্পর্কে বলেন, "সে এই ফিতনাতে অন্যায়ভাবে নিহত হবে।"

যায়িদ বিন সাবিত রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছেন: "উসমান আমার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ফেরেশতাদের মধ্য থেকে একজন আমার সঙ্গে ছিল। তখন সেই ফেরেশতাটি বলেছিল, 'একজন শহীদ, যার লোকেরা তাকে হত্যা করবে। আমরা তার জন্য লজ্জিত।'"

আরেক ঘটনায়, আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন: "উসমান, আল্লাহ্ হয়তো তোমাকে কোনো পোশাক পরিধান করাবেন। তাই, মুনাফিকরা যদি সেটি খুলে ফেলতে চায়, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করা পর্যন্ত তুমি সেটা খুলবে না।"

অতএব, যখন তাকে খেলাফত ছেড়ে দিতে বলা হলো, উসমান (রা.) জবাব দিলেন: "যে-পোশাক আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে পরিধান করিয়েছেন, তা আমি খুলে ফেলতে পারবো না।" (History of Islam, p.415)

বিদ্রোহীরা তখন খুব অস্থির ও চিন্তিত হয়ে গেল। কারণ, শীঘ্রই সাহায্য চলে আসছিল। তাই, তারা ঠিক করলো তড়িঘড়ি কাজ সারবে। আলীর (রা.) ছেলেরা যদিও ঘরের ভিতর থেকে হযরত উসমানকে (রা.) পাহারা দিচ্ছিল; কিন্তু, পিছন দিক থেকে ঘর ভেঙ্গে বিদ্রোহীরা প্রবেশ করলো। এরপর যা ঘটলো সেটি ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকারময় অধ্যায়। এরপর যা ঘটলো তার বর্ণনা কোনো মুসলমানই শোকাহত না হয়ে পড়তে পারে না। ঘরে ঢুকেই হযরত আবু বকরের (রা.) ছেলে মুহম্মদ বিন আবু বকর হযরত উসমানের (রা.) দাঁড়ি টেনে ধরলো। উসমান (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "আজ যদি তোমার বাবা জীবিত থাকতেন, তাহলে তোমার এই কাজ দেখে তিনি কী ভাবতেন?" (Intrigues against khilafat, p. 38)

সে এটা চিন্তা করে থমকে গেল এবং হাত সরিয়ে নিল। যাহোক, পেছনে দাঁড়ানো দু'জন ব্যক্তি খলিফাকে আঘাত করলো। স্বামীকে বাঁচানোর জন্য হযরত উসমানের (রা.) সামনে হাত বাড়িয়ে দিলেন তার স্ত্রী নায়েলা এবং তৎক্ষণাৎ তিনটি আঙ্গুল হারালেন। হযরত উসমানের (রা.) শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল। তিনি তখন কুরআন পাঠ করছিলেন। কুরআনের পৃষ্ঠাগুলো তার রক্তে রঞ্জিত হলো এবং নিম্নোক্ত আয়াতটি রক্ত লেগে ঝাপসা হয়ে গেল; যা তিনি তখন পাঠ করছিলেন:

[বঙ্গানুবাদ: *"অতএব তারা যদি সেভাবে ঈমান আনে যেভাবে তোমরা এ (শিক্ষার) প্রতি ঈমান এনেছ তাহলে নিশ্চয় তারা হেদায়াত পেয়ে গেছে। কিন্তু তারা যদি ফিরে যায় তাহলে (জেনে নাও) তারা (স্বভাবসুলভ) বিরুদ্ধাচরণেই লিপ্ত। অতএব তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌ই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।"* সূরা বাকারা:১৩৮ আয়াত]

অত্যন্ত নৃশংসভাবে খলিফা হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা.) শহীদ হয়ে গেলেন। [*দিনটি ছিল ১৭ জুন, ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ। তখন তার বয়স ছিল বিরাশি বছর -- অনুবাদক*]

মদিনায় মহানবী (সা.), আবু বকর (রা.) এবং উমর (রা.)- এর কবরের পাশে হযরত উসমানকে দাফন করা হলো। আর, এভাবে আয়েশার (রা.) একটি স্বপ্ন পূর্ণতা লাভ করলো। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, তিনটি চাঁদ তার ঘরে পতিত হচ্ছে।

উপসংহার

উসমানের (রা.) শাহাদাতের প্রতিক্রিয়া বিষদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন শেখ মুবারক আহমদ। তিনি বলেন:

"উসমানের মৃত্যু ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম দুঃখজনক অধ্যায়। এই বিষাদময় ঘটনা নিঃসন্দেহে ইসলামের ভিত্তিমূলকে নাড়িয়ে দিয়েছে এবং মুসলমানদের একতা ও সংহতিকে চিরতরে ভেঙ্গে চুরমার করেছে। তার মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, পরবর্তী ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, 'যদি তোমরা আজ আমাকে হত্যা করো, আল্লাহ্‌র কসম, কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমানরা আর কখনোই নামাযে একতাবদ্ধ হতে পারবে না।' এরপর থেকে মুসলমানরা বিভিন্ন দলে-উপদলে ও ফির্কায় বিভক্ত হয়ে পড়ে ... " (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৮)

যদিও অমুসলিম লেখকরা সর্বদাই উসমানের (রা.) জীবনীকে তার শাহাদাতের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে থাকেন, তারপরও তার সময়ে ইসলামের অবিশ্বাস্য ধরনের উন্নতি ও অর্জনসমূহকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। মহানবী (সা.)-এর দানশীল সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি। তিনি এতোটাই দানশীল ছিলেন যে, যেভাবে আগেও উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি 'গনি' উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত সহিষ্ণু ছিলেন। তার এই সহিষ্ণু মনোভাবের প্রকাশ দেখা গেছে বিদ্রোহীদের সঙ্গে বার বার আলোচনা করার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে। অথচ তিনি চাইলে অতি সহজেই শক্তি প্রয়োগ করতে পারতেন। অনেকেই মুসলমান হওয়ার আগে মদ্যপান করতো। কিন্তু, হযরত উসমান (রা.) কখনোই মদ্যপান করেন নি। তিনি প্রতি বছর হজ্জ করতেন, হজ্জের সময়ে হাজীদেরকে নিজ খরচে খাবার প্রদান করতেন।

মহানবী (সা.) তাকে অত্যন্ত উঁচু দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি (সা.) উসমানের (রা.) সঙ্গে তার দু'টি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। মহানবী (সা.) তার জন্য নিয়মিত দো'য়া করতেন:

"হে আল্লাহ্, আমি উসমানের প্রতি সন্তুষ্ট; তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হও। হে আল্লাহ্, আমি উসমানের প্রতি সন্তুষ্ট; তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হও। হে আল্লাহ্, আমি উসমানের প্রতি সন্তুষ্ট; তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হও।" (History of Islam, p.424)

এটা আগেও বলা হয়েছে যে, উসমান (রা.) প্রতি শুক্রবার একজন দাসকে মুক্ত করতেন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে,

বিদ্রোহীরা যখন তাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল, এমনকি পানি সরবরাহও বন্ধ করে দিয়েছিল, তখনো তিনি এই মনোরম পুণ্যময় কাজটি জারি রেখেছিলেন। অত্যন্ত সুদর্শন, তদুপরি অঢেল সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তিনি সাধারণ পোশাক পরতেন এবং সাধারণ খাবার খেতেন। তবে, অতিথিদের জন্য ভালো আয়োজন রাখতেন। এই মনমানসিকতায় পরিচালিত হয়ে তিনি মদিনায় মহানবী (সা.)-এর মসজিদটি সম্প্রসারণ করেছেন। আর, কুরআন-এর প্রামাণ্যকৃত সঙ্কলনের কাজটি তার হাতেই সম্পন্ন হয়েছে। আজো কোটি কোটি মুসলমান এই কুরআন করীম পাঠ করে থাকে এবং এথেকে উপকৃত হয়ে থাকে।

তার খেলাফতকালে জুমুআর নামাযীদের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। মুসুল্লিদের সংখ্যা এতোটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, কেউ কেউ এমনকি আজানও শুনতে পেত না। উসমান (রা.) তাই জুমুআর খুতবার আগে দ্বিতীয় আজান সংযোজনের সিদ্ধান্ত নিলেন। এই প্রথা এখনো প্রচলিত রয়েছে। এছাড়া, ঈদের নামাযের পর খুতবা প্রদানের বিষয়টি তার সময়েই প্রথম চালু হয়।

যদিও তাকে দুর্বল বলে অভিহিত করা হয়; কিন্তু, তার কাজকর্ম তাকে নির্ভীক হিসেবে প্রতিপন্ন করে। মুসলমান হওয়ার কারণে তিনি তার উচ্চ সামাজিক মর্যাদা কুরবানি করলেন, পুরো মাত্রায় জুলুম-নির্যাতনের শিকার হলেন এবং অত্যন্ত ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন। তিনি দুর্বল ছিলেন না, বরং যৌক্তিক ও বিচক্ষণ ছিলেন। তার স্থলে কোনো দুর্বল ব্যক্তি হলে খেলাফত পরিত্যাগ করতো; কিংবা, মৃত্যুর ছায়ার নিচে অন্তত নেতিয়ে পড়তো, বিবর্ণ ও নিস্তেজ হয়ে পড়তো। যাহোক, বিদ্রোহীদের হাতে জবাই হয়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি ভীত ছিলেন না। আল্লাহ্‌র প্রতি তিনি পরিপূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেছেন, রাসূল (সা.)-এর প্রতি তিনি অবিচল আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। এভাবে, খেলাফতের পোশাক পরিত্যাগ করতে তিনি কোনোভাবেই সম্মত হননি।

যদিও উসমানের (রা.) জীবনটি অনুগ্রহপুষ্ট ছিল; তথাপি, এটি খুবই বেদনাঘন ও মর্মান্তিক ছিল। তিনিই সেই ব্যক্তি, যার প্রতি আল্লাহ্ এতো অনুগ্রহ করেছেন যে, মনে হতো আর কোনো অনুগ্রহ বাকি নেই। একজন কোটিপতি, সুদর্শন ও ক্ষমতাবান ব্যক্তি, যিনি রাসূল (সা.)- এর ভালবাসা লাভ করেছেন, দুই দফা মহানবী (সা.)- এর মেয়ে বিয়ে করার সৌভাগ্যও যার হয়েছে; এতদসত্ত্বেও অত্যন্ত বিনয়ী, ধার্মিক, শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী এবং জ্ঞানী এই ব্যক্তি খলিফা হিসেবে বিরোধিতার সম্মুখিন হলেন, যার উদাহরণ ইতোপূর্বে আর কখনোই দেখা যায় নি। মানুষ খোলাখুলি তাকে প্রশ্ন করলো, উপহাস করলো এবং তাকে গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালো। যাহোক, বিদ্রোহীরা মুনাফেক ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তারা যুক্তিপূর্ণ কথা শুনতে চাইল না। তাদের ঔদ্ধত্য তাদেরকে সত্য কথা শুনতে বাঁধা দিল। তারা উসমানের (রা.) বিরুদ্ধে উত্থাপিত মিথ্যা অভিযোগগুলো বিশ্বাস করলো। কিন্তু, তার বাগ্মীতাপূর্ণ যথার্থ জবাব শুনেও তারা সত্য-মিথ্যা অনুধাবনে ব্যর্থ হলো। আর এসবের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলো মুসলমানরা স্বয়ং। মুসলমানদের একতা ও সংহতি হুমকির সম্মুখিন হলো এবং ভেঙ্গে গেল।

[*মূল প্রবন্ধে ভুলবশত উসমান বিন মাযউন-এর জীবনের কিছু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান নন, ভিন্ন এক ব্যক্তি। রিভিউ অভ রিলিজিয়ন্সের জানুয়ারি ২০০৮ সংখ্যায় এর সংশোধনীও ছাপা হয়েছে। তাই, অনুবাদ কালে সেই অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে-- অনুবাদক*]

[The Review of Religions, December 2007 অবলম্বনে]

REFERENCE:

1. Intrigues against Khilafat-i-Rashida and their Impact, Maulana Sheikh Mubarak Ahmad, Ascot Press, London.

BIBLIOGRAPHY

1. The History of Islam, Vol 1, Akbar Shah Najeebabadi, Darrussalam, NY, 2000.

2. The History of the Khalifahs who took the right path, Imam Jalal ad-Din as-Suyuti. 2006. Ta-Ha Publishers Ltd. London.

3. Muhammad; Seal of the Prophets, Muhammad Zarfulla Khan. Routledge & Keagan Paul. London.

4. Introduction to the Study of the Holy Qur'an, Hadhrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad. 1989 Islam International Publications. Islamabad (England).

5. Islam, A Short History, Karen Armstrong, Phoenix Press, London.

6. Life of Muhammad, Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Islam International Publications Ltd, Tilford, UK, 1990.

7. The Armies of the Caliphs : Military and Society In the Early Islamic State, Hugh Kennedy, Routledge, London, 2001.

8. The Cambridge History of Islam, Vol 1, The Central Islam Lands, edited by P.M Holt, Cambridge University Press. 1970.

9. Early Islam, Collected Articles, W. Montgomery Watt, Edinburgh University Press, 1990.

*10. The Holy Qur'an; With English Translation and Commentary.*1988. Islam International Publications. U.K.

[The Review of Religions, December

ইসলাম ধর্মের অনুপম সৌন্দর্যের এক ঝলক

মূল : হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)
কর্তৃক অষ্ট্রেলিয়ার কেনবেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণ

অনুবাদ : **মোহাম্মদ ফজলুর রহমান**

(২য় কিস্তি)

একটি পরিপূর্ণ ধর্ম :

কুরআনের শিক্ষাসমূহের পূর্ণতা ও খাঁটিত্ব এবং সর্বকালের মানুষকে হেদায়েত দানে সক্ষমতা সম্পর্কিত ইসলামের বৈশিষ্টসূচক ও অদ্বিতীয় দাবীটি বিচার বুদ্ধির দ্বারাও পূর্ণভাবে সমর্থিত। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয় বিধায় কতিপয় পথপ্রদর্শী-নীতি ও ব্যখ্যাকারী উদাহরণ সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করার মধ্যে আমি আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। প্রথমে, আমাদেরকে যে বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে, তা হলো, পরিবর্তনশীল সময়ের দাবী মেটাতে ইসলাম কিভাবে কৃতকার্য হয়, এবং এভাবে এর শিক্ষা সমূহের মধ্যে পরিবর্তনের পূর্বাভাস পূর্বাহ্নেই পেয়ে যায়। বস্তুত: এ ব্যাপারে ইসলামের ব্যবহারিক নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত হওয়া এক আকর্ষণীয় বিষয়, যার কেবল একটি নমুনা এখন আমি আপনাদের খেদমতে পেশ করবো:

১। ইসলাম শুধুমাত্র মৌলিক নীতি সমূহ প্রকাশ করে থাকে এবং এমন বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা থেকে বিরত থাকে, যেগুলো পরিবর্তিত সময় ও অবস্থার সাথে এঁটে উঠতে বদলানোর প্রয়োজন হতে পারে।

২। ইসলাম মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তন এবং সর্বাবস্থায় এর শিক্ষাসমূহের সম্ভাব্য সরবরাহের বিষয়ে পূর্ণভাবে মনযোগী। এটা জাতি সমূহের মধ্যে চলমান পরিবর্তন ও উন্নয়নের ঘটনাকেই কেবল উপলব্ধি করে না, উপরন্তু এ বাস্তবতাও শনাক্ত করতে পারে যে, একটি নির্দ্ধারিত সময়ের সব মানুষই তাদের উনন্নয়নের সম-অংশিদার হতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ, এটা সম্ভব যে, বিশ্বের একটি অংশে এখনো প্রস্তর-যুগের মানুষের অধিবাস রয়েছে, এবং এদের কতিপয় দল ও গোত্র আমাদের যুগ থেকে এখনও হাজার বছরের পাশ্চদ্‌পদতায় থাকতে পারে, যদিও আমরা সবাই একই সময়ের অংশিদার। তাদের বুদ্ধিমত্তা, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থাও সত্যিকারে আমাদের সুদূর অতীতে ফেলে আসা যুগের অবস্থার মত হতে পারে। আমার বিশ্বাস, এ ব্যাপারে আমরা সবাই একমত হবো যে, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী, অথবা কঙ্গোর পিগমিদের উপর আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারা জোর করে চাপিয়ে দেয়াটা হবে চূড়ান্ত এক বোকামী।

৩। ইসলাম হচ্ছে সেই ধর্ম, যা মানব-প্রকৃতির অনুরূপ এবং মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন মেটায়। এর শিক্ষাসমূহে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই, যদি না মানুষের প্রকৃতিতেও কোন মৌলিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়, যে প্রত্যাশা আমরা সরাসরি অগ্রাহ্য করতে পারি। এসব হচ্ছে ইসলামী শিক্ষাসমূহের মূল উৎসের কতিপয় অংশ; এবার আমি সেগুলো নিয়ে আরো কিছুটা আলোচনা করবো, যাতে আমার বক্তব্য পুরোপুরি বুঝা যায়।

যাকাত বনাম সুদ :

সুদের বিধান ও এর সাথে সম্পৃক্ত যাবতীয় প্রথাকে ইসলাম নিন্দা করে ও একে সম্পূর্ণ ভাবে বাতিল করার উপর শক্তভাবে জোর দেয়। অর্থনীতির চাকাকে সচল করার জন্যে সুদের স্থলে ইসলাম যে প্রেরণা- শক্তির উপস্থাপন করেছে, তার নাম যাকাত। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয় বিধায়, এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শিক্ষার সারাংশ উপস্থাপনে কুরআন কর্তৃত গৃহীত পদ্ধতি সম্পর্কে অল্প ক'টি কথা বলবো। যাকাত হলো মূলধনের উপর করারোপের সেই পদ্ধতি, যা স্বচ্ছল লোকদের কাছ থেকে আদায় করা হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি গরীব মানুষদের অভাব মেটানোর উদ্দেশ্যেই এই কর আরোপ করা হয়। অন্য কথায় কেবল সরকারী কর্মচারীদের প্রয়োজন মেটানোই নয়, এটা সমাজিক উন্নয়নের চাহিদাও নিশ্চিত করে। মৌলিক নীতি প্রতিষ্ঠায় অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন ও মেধাবীদের উপর নির্দিষ্ট সময় ও পরিবেশে বিদ্যমান অবস্থার আঙ্গিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন বলে, যেসব লোক তাদের প্রয়োজনের অধিক এবং মৌলিক চাহিদার অতিরিক্ত সম্পদ অধিকার করে, তাদের সম্পদে সে সব লোকদের হিস্যা রয়েছে, যারা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে অক্ষম ও নিজ পরিবেশে 'বঞ্চিত' বলে বিবেচিত। এ কথা পরিস্কারভাবে প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির এ অধিকার রয়েছে যে, তার জীবনের কিছু মৌলিক প্রয়োজন আছে, যা তাকে প্রত্যেক দেশ ও সমাজে বরাদ্দ দেয়া আছে। যারা তাদের মৌলিক প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক সম্পদ দখল করে আছে, তাদের উচিত, সেগুলো রাষ্ট্রকে প্রদান করা, যাতে রাষ্ট্র সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে যে, সুন্দর, সঠিক, ন্যায় সঙ্গত ও নিরপেক্ষভাবে সেগুলো বন্টন করার মাধ্যমে এর মূল উদ্দেশ্য সঠিকভাবে পালিত হয়েছে।

রাজনৈতিক বিষয়াদিতে নির্দেশনা:

আজকের দিনে আমরা অপর যে আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির সম্মুখীন হই, তা হচ্ছে নির্ধারিত অঞ্চল অথবা দেশের সরকারের গঠন নিয়ে। এখানেও, ইসলামের পথপ্রদর্শক-নীতিসমূহ এতোটাই প্রাসঙ্গিক, গুরুত্বপূর্ণ এবং স্থিতিস্থাপক যে, তাদের যথার্থতা ও কার্যকরিতা স্বপ্রমাণিত হয়ে উঠে। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, নির্ধারিত প্রতিষ্ঠিত কিছু শর্ত আরোপ করলেই কোন বিশেষ ধরনের সরকার মানানসই অথবা বেমানান হবে এবং এটা চিন্তা করাও অকার্যকর হবে যে, একটা নির্ধারিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাই প্রত্যেক মানুষের সার্বক্ষণিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। সেজন্যে ইসলাম কোন নির্দিষ্ট ধরনের

সরকারের কথা উল্লেখ করে না। ইসলাম কোন গণতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক ধরনের অথবা রাজতন্ত্র অথবা একনায়কতন্ত্রের সুপারিশও করে না। সরকারসমূহ প্রতিষ্ঠার নির্ধারিত পদ্ধতি নিরূপন করে দেওয়ার বদলে ইসলাম এক সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে রাজনৈতিক এবং সরকারী কর্মকান্ড পরিচালনার কথা বলে এবং এই শর্ত আরোপ করে যে, পদ্ধতিটি যাই হোক, একটি সরকারের দায়িত্ব হবে সর্বদাই ন্যায়বিচার, নিরপেক্ষতা ও সহানুভূতির সাথে কর্ম সম্পাদন করা, যাতে মানবাধিকারের বিষয়টি সমুন্নত ভাবে বজায় থাকে। এভাবে, এজমালীভাবে গৃহীত গণতন্ত্রের প্রথম বিবরণটি, অর্থাৎ 'জনগণ দ্বারা , জনগণের এবং জনগণের জন্যই সরকার গঠিত হবে'–এর উপর জোর দেয়ার পরিবর্তে ইসলাম এ কথার উপর জোর দেয় যে, সরকার যেভাবেই গঠিত হোক, এটিকে হতে হবে সর্বোতভাবেই সব মানুষের মঙ্গলের জন্যে। সুতরাং বিভিন্ন ধরনের সরকারের মধ্য থেকে যখন গণতন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়, তখন আসল গুরুত্ব দেয়া হয় এর উৎকর্ষের উপর।

এ কথার উপর জোর দেয়া হয়ে থাকে যে, এটা কোন 'শূন্য-গর্ভ গণতন্ত্র' হওয়া চলবে না। অপরপক্ষে, যারা তাদের শাসক নির্বাচন করছেন, তাদেরকেও হতে হবে উপযুক্ত, যাতে তারা কেবল সে-সব লোকদেরকেই নির্বাচন করতে সার্বিক সাধুতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, যারা উপযুক্ত এবং সে-কাজে সক্ষম। পবিত্র কুরাআনে যে-কোন নির্বাচনের পূর্বশর্ত হিসেবে এটাকে নির্ধারণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে : "নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের আমানতসমূহকে এর যোগ্য বক্তিদের উপর ন্যস্ত করার আদেশ দিচ্ছেন। আর তোমরা যখন শাসন কাজ পরিচালনা কর, তোমরা মানুষের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসন করবে"। অত:পর, এর ফলে যে সরকারই প্রতিষ্ঠিত হয়, এটা সে সরকারের দায়িত্ব যে, তারা জাতি, বর্ণ, ধর্মমত–কোন বিষয়ে বৈষম্য না করে ন্যায়-বিচারের সাথে শাসন করবে।

যে কোন পদ্ধতির সরকারের উপর পবিত্র কুরআন কর্তৃক অর্পিত মৌলিক দায়িত্বসমূহ এখন আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি :

১। সরকারের জন্য অবশ্যকর্তব্য হচ্ছে এর জনগণের সম্মান, জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের আমানতসমূহকে এর যোগ্য ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত করার আদেশ দিচ্ছেন (৪ : ৫৯)

২। একজন শাসক সর্বদাই ব্যক্তি ও জাতিসমূহের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সাথে কাজ করবে। (আর তোমরা যখন শাসনকাজ পরিচালনা কর, তোমরা মানুষের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসন করবে (৪ : ৫৯)

৩। জাতীয় পর্যায়ের বিষয়াদি আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করবে। (এবং যারা নিজেদের কাজ পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে সম্পন্ন করে (৪২ : ৩৯)

৪। সরকার অবশ্যই মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণের ব্যবস্থা করবে : অর্থাৎ তাদের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান দেবে। (কেননা আল্লাহ্‌র পথে কোন পিপাসা বা ক্লান্তি বা ক্ষুধার মুহূর্ত তাদের উপর আসে না (৯ ; ১২০)

৫। জনগণকে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ পরিবেশ দান করতে হবে এবং তাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের সুরক্ষা করতে হবে। (খোদাভীরু নয়-এমন লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : আর সে যখন শাসনক্ষমতার অধিকারী হয়, তখন সে অশান্তি সৃষ্টি এবং ক্ষেতখামার ও মানব প্রজন্মকে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে দেশময় ছুটে বেড়ায়। অথচ আল্লাহ্ বিশৃঙ্খলাকে পছন্দ করেন না (২ : ২০৬)

৬। অর্থনৈতিক পদ্ধতি হতে হবে নিপেক্ষ ও সুনিয়ন্ত্রিত। (আল্লাহ্ বিশৃঙ্খলাকে পছন্দ করেন না।) (২ : ২০৬)

৭। স্বাস্থ্যরক্ষা-ব্যবস্থা হতে হবে সু-সংগঠিত। (২ : ২০৬)

৮। ধর্মীয় পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে। (ধর্মে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা নেই (২ : ২৫৭)

৯। পরাভূত লোকদের সাথে আচরণে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। (কোন জাতির শত্রুতা তোমাদেরকে যেন কখনও অবিচার করতে প্ররোচিত না করে। এ কাজটি তাকওয়ার সবচে' নিকটে (৫ ; ৯)

১০। যুদ্ধ-বন্দীদের সাথে করুণাপূর্ণ আচরণ করতে হবে। (রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত কোন নবীর পক্ষে কাউকে বন্দী করা সঙ্গত নয় (৮ : ৬৮)

১১। সন্ধি ও চুক্তি সমূহকে সর্বদা সম্মান করা উচিত। (যুদ্ধ শেষ হবার পর তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে মুক্ত করো। এটাই হচ্ছে বিধান (৪৭ : ৫)

১২। দুর্বলের উপর জোর করে কোন অন্যায়-প্রসূত চুক্তি চাপানো যাবে না। (৪৭ : ৫)

১৩। মুসলমান প্রজাদেরকে কর্তৃত্বকারী সরকারের অনুগত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই বিধানের একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে সেই ক্ষেত্রটি, যেখানে সরকার হট্টগোল সৃষ্টির মাধ্যমে ধর্মীয় কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা পালনে বিরোধিতা ও বাধা দান করবে। (তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তোমাদের কর্তৃপক্ষের আনুগত্য কর (৪ : ৬০)

১৪। শাসকের সাথে মতবিরোধ দেখা দিলে তা কুরআন ও রাসূল (সা.) কর্তৃক নির্দেশিত নীতিসমূহের আলোকে মীমাংসা করবে। কোন বিষয়ই যেন কারো স্বার্থপর উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত না হয়। (এবং যদি কোন বিষয়ে তোমরা তোমাদের মধ্যে মতভেধ কর, তবে সে বিষয়টি আল্লাহ্ ও রাসূলের সমীপে পেশ কর (৪ : ৬০)

১৫। সর্বসাধারণের হিত ও উন্নতিকল্পে কর্তৃপক্ষের গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় সহযোগিতা করতে প্রজাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তথাকথিত অসহযোগ-আন্দোলন করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

একইভাবে সরকারের প্রতিও বদান্যতামূলক কার্যক্রম হাতে নেয়ার ব্যক্তিগত অথবা সামষ্টিক প্রচেষ্টাকে সহযোগিতা করতে নির্দেশ এবং এ ধরণের প্রচেষ্টায় বাধা প্রদান করতে নিষেধ করা হয়েছে। (আর তোমরা পুণ্য ও তাক্ওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পর সহযোগিতা করো না (৫ : ৩)

১৬। একটি শক্তিশালী দেশ কর্তৃক অন্য দেশের উপর যে কোন ধরনের হামলা করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে : কেবলমাত্র আত্ম-রক্ষার ক্ষেত্রেই অস্ত্র-ধারণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। (আর পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য হিসেবে সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দের যে উপকরণ আমরা তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে দান করেছি, এর প্রতি তুমি লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাবে না (২০ : ১৩২)

'ন্যায়বিচার' সম্পর্কে ইসলামের ধারণা :

এখন আমি কতিপয় সেসব গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী নীতির উদাহরণ তুলে ধরবো, আজকের বিশ্বে যেগুলোর উপর বিশেষভাবে জোর দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয়। প্রথমটি হচ্ছে, নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষা সংক্রান্ত। অন্যান্য ধর্মগুলো ন্যায়বিচার ও সদাচরণের প্রশাসনের বিষয়ে বিস্তারিত কোন নির্দেশ উপস্থাপন করে না, এবং এ ব্যাপারে তারা যদি আদৌ কিছু উল্লেখ করে, তবে তা এমন পরিভাষায় হয়ে থাকে, যা আজকের দিনে কদাচিৎ আমাদের জন্যে প্রযোজ্য হতে পারে। আসলে এসব নির্দেশের কতিপয় অংশকে দৃশত আমাদের যুগের বোধশক্তি ও সংবেদশীলতার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক বলে প্রতীয়মান হয়, যাতে কেউ এমন মন্তব্য না করে পারে না যে, এসব শিক্ষা হয় বিকৃত হয়েছে, নয়তোবা কেবলমাত্র স্থানীয়ভাবে এবং অস্থায়ী-প্রয়োগের নিমিত্তে

বানানো হয়েছে। যেভাবে ইহুদীধর্ম অপরাপর মানবজাতিকে বাদ দিয়ে খোদাকে কেবলমাত্র ইসরাইলের খোদা হিসেবেই উপস্থাপন করে, তাতে এটা মানবাধিকারের মত মৌলিক বিষয়েও সমতা রক্ষা না করলে আশ্চর্য হবার কিছুই থাকবে না।

হিন্দু মতবাদ কেবল অ-হিন্দুদের প্রতিই নয়, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতিও সম্পূর্ণ বিরোধী হওয়ায় মানবজাতির এক অধিকতর ক্ষুদ্র অংশের উপর খোদার করুণার ক্ষেত্রকে সংকীর্ণতর করা হয়েছে। হিন্দু মতবাদ এ রায় প্রদান করে যে, 'যদি কোন ব্রাহ্মণ নিম্ন বর্ণের কোন হিন্দুর কোন ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তবে নিম্ন বর্ণের সেই হিন্দুর কোন অধিকার নেই যে, সে উহা ফেরত চায়। কিন্তু নিম্নবর্ণের কোন হিন্দু যদি কোন ব্রাহ্মণের কাছ থেকে গৃহীত ঋণ ফেরত দিতে না পারে, তবে সে সেই ব্রাহ্মণের কাছে ততদিন পর্যন্ত মজুর খাটবে, যতদিন না সে তার ঋণ সম্পূর্ণ শোধ করতে পেরেছে। (মনুস্মৃতি- ১০ : ৩৫)

পুনরায়, ইহুদীবাদে শত্রুর প্রতি কারো ন্যায়বিচারের কোন ধারণা খুঁজে পাওয়া যায় না। বলা হয়েছে : 'এবং যখন তোমার প্রভু খোদা তোমাকে তাদের উপর জয়যুক্ত করবে, এবং তুমি তাদেরকে পরাজিত করবে, তখন তুমি অবশ্যই তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবে; তাদের সাথে কোন চুক্তি করবে না। (ডিটারোনমি ৭ : ২)

এখন আমি একই ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার সাথে তুলনা-মূলক কতিপয় উদাহরণ তুলে ধরবো। কুরআনের নির্দেশ হলো :

১। 'এবং যখন তোমরা শাসন কাজ পরিচালনা করো, মানুষের মধ্যে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসন করবে' (৪ : ৫৯)।

২। 'ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কাজে দৃঢ়তা অবলম্বন করো, এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যদান করো, এমনকি সেই সাক্ষ্য তোমাদের পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে গেলেও (৪ : ১৩৬)

৩। 'আর কোন জাতির শত্রুতা তোমাদেরকে যেন কখনো অবিচার করতে প্ররোচিত না করে। সর্বদা ন্যায়বিচার করো, এটা তাক্‌ওয়ার সবচে' নিকটে' (৫ : ৯)।

৪। 'এবং যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর এবং সীমালংঘন করো না। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না' (২ : ১৯১)।

৫। 'আর তারা সন্ধির জন্যে হাত বাড়ালে তুমিও এর জন্যে হাত বাড়িয়ে দিও' (৮ : ৬২)।

প্রতিশোধ এবং ক্ষমা সংক্রান্ত বিষয়ে ইসলামের চিরন্তন শিক্ষাসমূহের অন্য উদাহরণটিও আমি এখানে উদ্ধৃত করতে চাই। এই আঙ্গিকে যখন আমরা ইসলামের শিক্ষাসমূহকে অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার সাথে তুলনা করি, আমরা সাথে সাথে 'পুরাতন নিয়ম'-এর নিম্নোক্ত এই আদেশটি দ্বারা আহত হই: 'করুণা করবে না; জীবনের বদলে জীবন, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা নিয়ে নেবে' (এক্‌সোডাস ২১ ; ২৪)

প্রতিশোধের উপর এমন জোর কেবল বিস্ময়ের কারণই ঘটায় না, নি:সন্দেহে আমাদের অন্তরকেও ব্যথিত করে। যাহোক, অন্য ধর্মের শিক্ষাকে ভর্ৎসনা করার উদ্দেশ্যে আমি এ উদারহণের উল্লেখ করছি না, কিন্তু দেখাতে চাই যে, কুরআনের নীতিসমূহের আলোকে বিবেচনা করতে গেলে এ ধরনের কঠোর ব্যবস্থা মাঝে মধ্যে যথাযথ বলে বিবেচিত হতে পারে। এভাবে পবিত্র কুরআন অন্য ধর্মের সংগ্রামী শিক্ষাসমূহকে সহানুভূতি এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে অনুসরণ করতেও আমাদেরকে সহায়তা করে, যেটা ইসলাম ধর্মের এক স্বতন্ত্র-বৈশিষ্ট বটে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা মোতাবেক কেমলমাত্র নির্ধারিত সময়ের কোন নির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটাতেই পূর্ণ মাত্রায় প্রতিশোধ গ্রহণের রায় প্রদান করা হয়েছিল। এক দীর্ঘ সময় ধরে প্রতারণার শিকার ও দাসত্যের বন্ধনে আটকে থাকার ফলে কাপুরুষতা এবং নিম্নতর মানুষ হবার হীনমন্যতায় গভীর ভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়া ইসরাইলীদেরকে তাদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন করার প্রচেষ্টায় এ দিকটিতে মনেযোগ দেয়ার প্রয়োজন পড়ে। এমতাবস্থায়, সঙ্গত কারণেই, ক্ষমার উপর জোর দেয়া শোভন হতো না, কারণ, সেটা ইসরাইলীদেরকে তাদের অবক্ষয়ের আরো গভীরে ডুবিয়ে দিত এবং তাদেরকে দারিদ্র ও দাসত্ব-বন্ধন ছিন্ন করার অবস্থা ও শক্তি প্রদান করতো না। অতএব, সে সময়ের প্রেক্ষাপটে এই শিক্ষাই ছিল সঠিক এবং যথাযথ ও বস্তুত সর্বজ্ঞ-খোদা কর্তৃক প্রদত্ত। অপর দিকে, যখন আমরা বাইবেলের 'নতুন নিয়ম'-এর দিকে তাকাই, আমরা দেখতে পাই যে, আগের গ্রন্থটির সাথে অসঙ্গতি রেখে এখানে 'ক্ষমা'-র এতোখানি জোর দেয়া হয়েছে যে, তা ইসরাঈলীদেরকে যে কোন ধরনের প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। এর বাস্তব কারণটি এই ছিল যে, এক দীর্ঘ সময় ধরে পূর্বের শিক্ষার অনুশীলনে রত থাকার কারণে ইসরাইলীরা কঠিন হৃদয়ের অধিকারী ও হিংস্র হয়ে পড়ে, এবং এর একমাত্র প্রতিকার হিসেবেই কিছু কালের জন্যে তাদের ক্ষমাপ্রদর্শনের অধিকার মূলতবি রাখা হয়। এজন্যে যীশু তাদেরকে এ উপদেশ দিয়েছিলেন :

"তোমরা শুনেছ যে, বলা হয়েছে, 'একটি চোখের বদলে একটি চোখ, এবং একটি দাঁতের বদলে একটি দাঁত, কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলি, যে-ব্যক্তি মন্দ, তাকে প্রতিহত করো না। কিন্তু যদি কেউ তোমার ডান গালে চর দেয়, তার দিকে অন্য গালটিও পেতে দেবে, এবং যদি কেউ তোমাকে কাজে লাগায় ও তোমার কোট-টি নিয়ে যায়, তবে তাকে তুমি তোমার আলখিল্লাটিও দিয়ে দিও"। (মথি ৫ : ৩৫-৪৫)

প্রত্যেকটি শিক্ষাই সময়ের অবস্থা ও পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় এই দুই বিপরীত শিক্ষাকেই ইসলাম সম্পূরক হিসেবে ধারণ করে এবং সেমতাবস্থায় এদের কোনটিই সার্বজনীন ও চিরন্তন হবার দাবী পেশ করতে সক্ষম নয়। আর এর কারণ হিসেবে এ যুক্তিটিই নিখুঁত যে, মানুষ তখনও উন্নতির প্রাচীন স্তরসমূহ অতিক্রম করেই অগ্রসর হচ্ছিল এবং তখনও এমন পর্যায়ে উপনীত হয়নি, যাদের উপর এমন কোন আইনের বিধান অর্পন করা যেতে পারে, যা চূড়ান্ত ও সার্বজনীন। আমরা বিশ্বাস করি যে, ইসলাম হচ্ছে সেই চূড়ান্ত বিধান, এবং সেই শিক্ষা উপস্থাপন করে, যা স্থান ও সময় দ্বারা প্রভাবিত নয়, আর যে সত্যটিকে এর শিক্ষা দ্বারা বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন বলে : "মনে রেখো, অন্যায়ের প্রতিশোধ ততটুকুই, যতটুকু সেই অন্যায়টি হয়ে থাকে: কিন্তু (অন্যায়কারীকে) শোধরানোর লক্ষে যে ক্ষমা করে, তার প্রতিতদান আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না (৪২ : ৪১)

এভাবেই ইসলাম পূর্ববর্তী উভয় শিক্ষার উত্তম বৈশিষ্টগুলোকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন দ্বারা যুক্ত করে, যাতে ক্ষামার সুপারিশ কেবল তখনই করা হয়েছে, যখন তার ফলে দোষী-ব্যক্তির সংশোধন ও উন্নতি সাধিত হয়, যেটা হচ্ছে ক্ষমার আসল উদ্দেশ্য। যদি সে উদ্দেশ্য সাধিত না হয়,তাহলে সেক্ষেত্রে শাস্তি প্রয়োগ করা জরুরী, কিন্তু তা কারো -প্রতি কৃত অন্যায়ের মাত্রা অতিক্রম করবে না। এই নির্দেশ মানব-প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুরূপ এবং আজকের দিনেও ঠিক সেভাবেই কার্যকর, যেভাবে চৌদ্দ শতাব্দী পূর্বে এটা অবতীর্ণ হয়েছিল। (চলবে)

নির্যাতনের জবাবে শান্তি ও সহিষ্ণুতা

–মির্যা মাসরূর আহমদ

ইসলাম ধর্মে শান্তিপ্রিয় অথচ বিতর্কিত শাখার নেতার ব্যাখ্যা- কেন তাঁর জামা'ত ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে

–কার্লা পাওয়ার

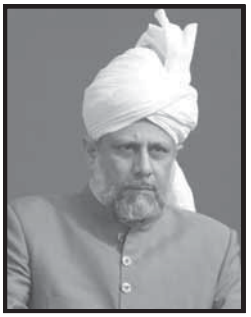

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদকে যে দিন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফা নির্বাচন করা হয়, সেদিন তিনি আতঙ্কিত ছিলেন। পাঁচ বছর আগের সেই মুহূর্তের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, "ঐদিন যখন জামা'ত আমাকে খলীফা নির্বাচিত করে, দিনটি আমাকে খুবই বিহ্বল করে তোলে।" নিজ জন্মভূমি পাকিস্তানে একজন কৃষি-অর্থনীতিবিদ হিসেবে প্রশিক্ষণ পেয়ে তখন তিনি মাত্র ৫৩ বছর বয়সে উপনীত, তিনি একথা স্বীকার করেন যে, তাঁর স্নায়ুসমূহ একথা জানান দিল যে, (যখন তুমি ভিডিও দেখবে, তখন আমাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখবে) "যদি তুমি তোমার কাজের গুরুত্ব এবং তোমার বাধ্যবাধকতা এবং এক খোদার কাছে তোমার জবাবদিহিতার বিষয়টি অনুধাবন করতে পার, তাহলে সেটা তোমাকে এক অবিশ্বাস্য ভীতি দান করবে।"

তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাকে শক্তি দিলেন। পরদিন সকালের মধ্যেই তার ভীতি প্রশমিত হলো এবং তিনি তার লন্ডন-কেন্দ্র থেকে ১৮০ টিরও অধিক দেশে বসবাসরত ৭ কোটিরও অধিক আহমদী মুসলমানের পরিচালনার কাজ শুরু করলেন এটা কোন সামান্য বিষয় ছিল না, বরং এটা ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতার এক বিশাল আহ্বান, কারণ সে বছরই এ জামা'ত এর প্রতিষ্ঠাতার মৃতু-শতবার্ষিকী উদযাপন করে, যা কম বিতর্কের বিষয় ছিল না।

একজন ভারতীয় মুসলমান, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কর্তৃক ১৮৮৯ সনে প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া আন্দোলন এর প্রতিষ্ঠাতাকে সেই মসীহ্ হিসেবে বিশ্বাস করে, যার আগমনের অপেক্ষায় কেবল মুসলমানরাই নয়, খৃষ্টান, ইহুদী এবং অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও অপেক্ষমান ছিল। আহমদীরা বিশ্বাস করে যে, যীশু ক্রুশ থেকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার পেয়ে পরবর্তীতে কাশ্মীরে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। মূলধারার অনেক মুসলমানের মতে আহমদীদের এ বিশ্বাস নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর 'শেষ-নবী'র মর্যাদার বিরোধী। এ জন্যে অনেকে তাদেরকে 'অ-মুসলিম' পর্যন্ত আখ্যা দেয়।

বিরোধিতার সাথে সাথে নির্যাতনও এসেছে। পাকিস্তানে আইনগতভাবে আহমদীরা হচ্ছে এক অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, যে অর্থে ব্লাসফেমী আইন তাদেরকে মুসলমানদের ধর্মীয় আচার পালনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ সহ মসজিদ ব্যবহার, হজ্জব্রত পালন, এবং মুসলিম অভিবাদন 'সালাম' করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

প্রভেদের চাইতেও অধিক খারাপ হচ্ছে দৈহিক বিপদ। পাকিস্তানের আহমদীয়া প্রশাসন কেন্দ্র রাবওয়া শহরের এক মসজিদ থেকে আহমদীদেরকে হত্যা করার জন্য অনুসারীদের উদ্দেশ্যে মাইকে নসিহত প্রদান করা হয়। ইন্দোনেশিয়ায় সরকার নিয়োজিত এক সংস্থা কর্তৃক এ জামা'তকে নিষিদ্ধকরণের সুপারিশের পর পশ্চিম জাভার শত শত মুসলমান একটি আহমদী মসজিদে অগ্নিসংযোগ করে।

এটি এমন এক আন্দোলন, যার প্রেরণা হচ্ছে–'ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো 'পরে'– এ ধরনের বিদ্বেষ তাদেরকে আঘাত দেবার কথা। কিন্তু হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, যার রয়েছে এক ভিন দেশীয় মেজাজের প্রশান্তি, তিনি এ ধরণের প্রতিক্রিয়াকে শান্তভাবে অভিবাদন জানান। তিনি তার প্রথাগত সুরুচিপূর্ণ সাদা পাগড়ী ও পায়রা-ধূসর শেরোয়ানী সজ্জিত হয়ে জামা'তের লন্ডনস্থ মসজিদের সংরক্ষিত আসনে বসে উল্লেখ করেন, "সব নবীই নির্যাতিত হয়েছেন'। 'অন্যান্য মুসলমানরা নবী হবার দাবী করাকে সহ্য করতে পারে না। তারা তাঁকে সংস্কারক হিসেবে দেখে, কিন্তু নবুওয়াতের দাবীর ব্যাপারে এসব মোল্লা মারাত্মক বিরোধী। সেজন্যই আমরা নির্যাতিত হচ্ছি"।

তিনি দাবী করেন, 'নির্যাতন সম্প্রদায়টির বৃদ্ধিকে থামাতে পারে নি–বরং উল্লেখযোগ্যভাবে কেবল আফ্রিকাতেই বছরে লক্ষ লক্ষ লোক ধর্মান্তরিত হয়ে এ জামা'তে প্রবেশ করছে। এই প্রবৃদ্ধি আংশিকভাবে মূল ধারার ইসলাম পন্থীদের বিরূপতারই ফল'। তিনি বলেন, 'এবার এসব তথাকথিত ধর্মীয় নেতাদের প্রকৃতি জেনে নিন, তারা আর বেশী দিন মুসলিম উম্মাকে ঠকাতে পারে না'।

শান্তি সহষ্ণুতার উপর খলীফা-প্রদত্ত গুরুত্বারোপ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ায় চরমপন্থীদের অগ্নিমুর্তি ধারণ এর সাথে লক্ষণীয় বৈস্যদৃশ্য প্রদর্শন করে। মার্বেল খচিত ও কার্পেটশোভিত সুন্দর বাইতুল ফুতুহ মসজিদে সম্প্রতি এক জুমুআর খুতবায় তিনি ক্ষমাশীলতার পথের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে এ দোয়া করেন যে, যারা এ পথ অনুসরণ করে না, আল্লাহ্ তাদেরকে জ্ঞান দান করুন।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত শ্রোতাগণ নানা ধরণের পোষাকে সজ্জিত হয়ে এ বক্তব্য শ্রবণ করেন, যা বিভিন্ন ভাষাভাষী শ্রোতারা তাৎক্ষণিক হেডফোনের মাধ্যমে শোনেন। মহিলাগণ মসজিদের দোতলায় তাদের জন্য নির্ধারিত কামরা থেকে এ বক্তৃতা শোনেন। মসজিদের উপরে এক বুথ থেকে টেকনিশিয়ানগণ এ বক্তৃতা রেকর্ড করে আহমদীয়া জামা'তের সেটেলাইট টেলিভিশন এম.টি.এ-তে সরাসরি সম্প্রচারের জন্য ধারণ করে।

খুতবা চলাকালে সেসব যুবকদের কাছ থেকে বিপদের একমাত্র ইশারা পাওয়া যায়, যারা ছিল কালো রংয়ের স্যুট ও চেপ্‌টা পেশোয়ারী টুপি পরিহিত, যারা খলীফার পাশে অবস্থান করে মসজিদ পাহাড়া দিচ্ছিল।

যেহেতু আগের একজন খলীফা পাকিস্তানে নামাযরত অবস্থায় ছুরিকাহত হন, সেহেতু স্বেচ্ছাসেবকরা জামা'তের খলীফাগণের পাহাড়ায় রত থাকে। এক দুঃখপূর্ণ হাসি হেসে হুযূর বলেন, 'যদি আমাকে পাকিস্তানে ফিরে যেতে হতো, তাহলে তোমরা আর আমাকে দেখতে পেতে না'।

মসজিদটি শান্তি ও বিমুগ্ধকর সমৃদ্ধির এক উপলব্ধি দান করে। মসজিদটির 'সবার জন্যে উন্মুক্ত'-হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাগারের বাইরের মার্সিডিস-চিহ্নিত গাড়ী-বারান্দায় মুসলমানরা একত্রিত হন। আহমদীয়া আন্দোলন নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করায় বিদ্যা-অর্জনের ক্ষেত্রে এ জামা'তের অনুসারীরা প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে।

প্রভেদের চাইতেও অধিক খারাপ হচ্ছে দৈহিক বিপদ। পাকিস্তানের আহমদীয়া প্রশাসন কেন্দ্র রাবওয়া শহরের এক মসজিদ থেকে আহমদীদেরকে হত্যা করার জন্য অনুসারীদের উদ্দেশ্যে মাইকে নসিহত প্রদান করা হয়। ইন্দোনেশিয়ায় সরকার নিয়োজিত এক সংস্থা কর্তৃক এ জামা'তকে নিষিদ্ধকরণের সুপারিশের পর পশ্চিম জাভার শত শত মুসলমান একটি আহমদী মসজিদে অগ্নিসংযোগ করে।

এটি এমন এক আন্দোলন, যার প্রেরণা হচ্ছে–'ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো 'পরে'– এ ধরনের বিদ্বেষ তাদেরকে আঘাত দেবার কথা। কিন্তু হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, যার রয়েছে এক ভিন দেশীয় মেজাজের প্রশান্তি, তিনি এ ধরণের প্রতিক্রিয়াকে শান্তভাবে অভিবাদন জানান।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ বলেন, 'পবিত্র কুরআন আমাদেরকে বলে যে, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ব্যক্তির অর্জন করার একটি লক্ষ্য রয়েছে, শিক্ষা ব্যতিত তোমরা সে লক্ষ্য অর্জন করতে পার না এবং এমনকি তোমরা সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কেও সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পার না'।

বৃটেনে এ জামা'ত পেশাদার এক জোট তৈরী করছে। প্রভেদ সত্ত্বেও পাকিস্তানে আহমদী মুসলমানরা বেসামরিক ও সেনাবাহিনীর উচ্চস্তরে স্থান করে নিয়েছে।

আফ্রিকার জন্য স্কুল সমূহ ও কূপ নির্মাণ, পাকিস্তান থেকে আগত ক্ষতিগ্রস্তদেরকে নিউ অর্লিন্স-এ সাহায্য দান এবং গ্রেট আরমন্ড ষ্ট্রীট হাসপাতালে সেভ-দ-চিল্ড্রেন ফান্ডে মূল ধারার মুসলমানদের জন্য দান করার ক্ষেত্রে তারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে।

তাদের আধ্যাত্মিক নেতার বক্তব্য হচ্ছে, আহমদী মুসলমান হবার সার কথাই হচ্ছে আপেক্ষিক সরলতা। আর এটার সম্পর্ক হচ্ছে 'সাধুতা'র সাথে। "'শান্তি'কে ভালবাসা, কঠোর পরিশ্রম করা এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকা"।

'টাইমস্' পত্রিকা- তাং ১৪ জুন, ২০০৮ থেকে গৃহীত

অনুবাদ –**আবু সালমান তারেক**

প্রকৃত মু'মিন তারাই যারা আল্লাহ্‌র সব নির্দেশ মেনে চলে

এনামুল হক রনী

মহান আল্লাহ্ পাকের অপার অনুগ্রহে আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি ঘোষণা করেছেন, "আর আমরা মানুষ ও জিন্নকে কেবলমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। (সূরা জারিয়াত : ৫৭) খোদার সেরা সৃষ্টি মানুষ আজ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ভুলে নানা ভাবে বিভক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে মু'মিন কাফের ও মুনাফিক ছাড়াও নাস্তিক দেখা যায়। অথচ সকলের দায়িত্ব ছিল মু'মিন মুত্তাকী হয়ে খোদার ইবাদত বন্দেগী করা।

একজন মু'মিনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য : এ জগতে মানুষের বিভিন্ন শ্রেণী বিন্যাসের মাঝে খোদার সবচে প্রিয় হল মু'মিনগণ। তাদের সম্পর্কে কালামে পাকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বিভিন্ন স্থানে অসংখ্যবার উল্লেখ করেছেন। যেমন: মু'মিন পুরুষ ও নারীগণ পরস্পর বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে বিরত রাখে এবং তারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করে। এরাই এমন লোক যাদের উপর আল্লাহ্ অবশ্যই দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (সূরা আত্‌তাওবা : ৭১)

এই আয়াতে মু'মিনের নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত: মু'মিন পুরুষ ও নারীগণ পরস্পর বন্ধু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃত বন্ধু যেমন সুখে-দুঃখে আপদে-বিপদে, কষ্টে-শান্তিতে পাশে এসে দাঁড়ায় ঠিক একজন প্রকৃত মু'মিন অবশ্যই অপর একজনের পাশে দাঁড়াবে। আর সে পুরুষ হোক বা নারীই হোক না কেন।

দ্বিতীয়ত: একজন মু'মিন সর্বদা সৎ আদেশ দিতে থাকবে। নিজে সৎ কাজে প্রতিষ্ঠিত থেকে অন্যকে অনুপ্রেরণা যোগাতে থাকবে। সৎকাজের প্রসারতাদানে যথাসাধ্য সময় ও সম্পদ ব্যয় করে যাবে। উদ্দেশ্য থাকবে যেন মানুষ সৎ কাজ করে প্রকৃত মু'মিন হতে পারে।

তৃতীয়ত: একজন মু'মিন সর্বদা অসৎ কাজ থেকে নিজে এবং অন্যদের বাঁচাতে আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। যেন কোন ক্রমেই অসৎকার্য সমাজে সংঘটিত হতে না পারে। আর অপকর্ম যেন মাথাচারা দিয়ে সমাজকে কলুষিত না করে।

চতুর্থত: একজন মু'মিন অবশ্যই নামায কায়েমকারী হবে। কোন নামায ছেড়ে দিবে এটা হতেই পারে না। নামায হলো একজন মু'মিনের আত্মার খোরাক। মাছ যেমন পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না তেমনি নামায ব্যতীত একজন মু'মিন বাঁচতে পারে না। তাই নিজে এবং নিজ আহালকে নামাযের জন্য তাগীদ দিতে থাকবে অত্যন্ত ধৈর্যসহ।

পঞ্চমত: একজন মু'মিন খোদার রাস্তায় যাকাত আদায়কারী হবে। সর্বত্র খোদা তাকে রিযিক হিসাবে যা কিছু প্রদান করেছেন তাথেকে যাকাত প্রদান করে থাকে। আর আল্লাহ্‌র পথে এই দান তাঁরই সন্তুষ্টি হাসিল করার জন্য করে থাকেন।

ষষ্ঠত: আল্লাহ্‌র মু'মিন বান্দারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর খাস লোক হয়ে থাকেন ফলে তারা সর্বাবস্থায় এতায়াতের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে থাকেন। আর এমনভাবে নেতাকে অনুসরণ করে যে অন্যদের জন্য তিনি আদর্শ হয়ে যান। একজন মু'মিন খোদা তাআলার প্রিয় হোন। এজন্য বলা হয় মু'মিনের হৃদয় যেন খোদা তাআলার আরশ হয়ে যান।

এ সকল বৈশিষ্টের কারণেই খোদা তাআলা মু'মিনদের প্রতি দয়াশীল হবেন। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়ের অধিকারী, তাই তিনি ন্যায় বিচারের মানদন্ডে মু'মিনদের পুরস্কার প্রদানকারী।

মু'মিনের অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ্: একজন মু'মিনের অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ্ হয়ে থাকেন। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা, বস্তুত: আল্লাহ্ মু'মিনদের অভিভাবক। আরো সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ঐ সকল লোকের অভিভাবক যারা ঈমান এনেছে। তিনি তাদের অন্ধকার রাশি থেকে বের করে আলোকের দিকে নিয়ে যায়। (সূরা বাকারা : ২৫৮) এখানে আল্লাহ্‌র বন্ধু হিসাবে একজন মু'মিনকে প্রকাশ করা হয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্ধুকে (মু'মিন) আলোর পথে পরিচালিত করে ফলে তার চলার পথ হয় সহজ, সরল। খোদা তার বিপদ-আপদের সাথী হয়ে সাহায্য করেন। মহানবী (সা.) বলেছেন; নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ বলেন, "যে আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমি আমার বান্দার ওপর যা ফরজ করেছি এর চেয়ে বেশী কিছু নিয়ে আমার নিকটবর্তী হতে পারে না। আর আমার বান্দারা সর্বদা নফলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হয়। অবশেষে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। আর আমি যখন তাকে ভালবেসে ফেলি তখন সে যে কানে শ্রবণ করে সে কান হয়ে যাই। সে যে চোখে দেখে আমিই সেই চোখ হয়ে যাই। সে যে হাতে ধরে আমিই সেই হাত হয়ে যাই এবং সে যে পায়ে হাঁটে, আমিই সেই পা হয়ে যাই। সে যখন আমার কাছে কিছু চায় আমি তাকে তা প্রদান করি আর সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি তাকে আশ্রয় প্রদান করি। (বুখারী শরীফ) উপরে উল্লেখিত হাদীস থেকে মু'মিনের সাহায্যকারী স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

নারী হোক বা পুরুষ হোক মু'মিন হতে বাধা নেই : আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় বন্ধু হতে অর্থাৎ মু'মিন হতে নারী বা পুরুষের বাধা নাই। এ বিষয়ে বলা হয়েছে, এবং যে কেহ সৎকাজ করে নর হোক আর নারীই হোক সে মু'মিন। এই প্রকারের ব্যক্তিগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর খেজুর বিচির ক্ষুদ্র অংশ পর্যন্ত জুলুম করা হবে না। (সূরা নেসা : ১২৫)

এ আয়াতে মু'মিন হতে কারো বাধা নাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যে কেহ আমলের মাধ্যমে খোদার প্রিয় মু'মিন হতে পারে।

একজন মু'মিনের বিশ্বাসসমূহ : আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দা মু'মিনগণ আর এদের বিশ্বাসই বা কি? এ বিষয়ে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে– কিন্তু তাদের মধ্যে জ্ঞানে পরিপক্কগণ এবং মু'মিনগণ ঈমান আনে এর উপর যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং এর প্রতি যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল এবং এরা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং ঈমান আনে আল্লাহ্‌র উপর ও শেষ দিবসের উপর এসব লোক এমন যাদেরকে মহাপুরস্কার দান করেছি। (সূরা নেসা : ১৬৩)

উপরোক্ত আয়াতে একজন মু'মিনের বিশ্বাসসমূহ তুলে ধরা হয়েছে আর তা হলো :

(১) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বাণী যা মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর নাযিল হয়েছে একজন মু'মিনকে প্রথমে এই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

(২) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্বে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অন্যান্য নবীর প্রতি নাযিলকৃত বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

(৩) একজন মু'মিনকে নামায কায়েম করতে হবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে আজীবন নামায প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে হবে।

(৪) আল্লাহ্ প্রদত্ত মাল-সম্পদ থেকে আল্লাহ্‌র পথে যাকাত দিতে হবে।

(৫) মহান আল্লাহ্‌র প্রতি খাঁটি বিশ্বাসে উপরোক্ত বিশ্বাস ধারন করতে হবে।

(৬) আল্লাহ্ পাকের সামনে পরকালে বিচারের

জন্য দাঁড়াতে হবে। এ বিশ্বাস থাকতে হবে। আর এ সকল ঈমান আনয়নকারী মু'মিন পুরস্কার প্রাপ্ত হবেন।

মু'মিনদের সংশোধন জরুরী : যারা মু'মিন তাদের মধ্যকার পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ সংশোধন ব্যবস্থা থাকা জরুরী। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো–"নিশ্চয় মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃগণের মাঝে সংশোধন পূর্বক শান্তি স্থাপন কর এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর যাতে তোমাদের উপর রহম করা যায়। (সূরা হুজুরাত : ১১) এ আয়াতে মু'মিনদের সংশোধনের কথা তুলে ধরা হয়েছে। আর এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, মু'মিনগণ পরস্পর ভাই। তাই ভাইদের মাঝে দীর্ঘদিন মনোমালিন্য না থাকে সে বিষয়ে সংশোধন করে দেওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। হযরত রাসূল করীম (সা.) মুসলমানদের ভাই ভাই সম্পর্কের কথা বলে একথাও বলেছেন যে, তোমার নিজের জন্য যা পছন্দ কর তোমার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করো। এসব থেকে মুসলমানদের সংশোধন এর গুরুত্ব বুঝা যায়।

মু'মিনগণ সত্য কথা বলবে : একজন মু'মিনকে সকল অবস্থায় সত্য কথা বলার নসিহত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং সরল সুদৃঢ় কথা বলো। (সূরা আহযাব : ৭১) এই আয়াত থেকে সর্বদা সত্য কথা বলার শিক্ষা আমরা লাভ করি। কারণ সত্য বলার সাথে তাক্‌ওয়ার গভীর সম্পর্ক।

মু'মিনগণ সুদ থেকে দূরে থাকবে : পবিত্র কুরআনে মু'মিনদেরকে সুদের কারবার ছেড়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন বলা হয়েছে–"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং যদি তোমরা মু'মিন হও তবে সুদের যা কিছু বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও। (সূরা বাকারা : ১৭৯)। এই আয়াত থেকে জানা যায়, যদি পূর্বের কোন দোষ-ত্রুটিজনিত কারণে সুদের মত কু অভ্যাস থেকে থাকে তবে সংশোধন করে নিয়ে সঠিক পথে যেন ফিরে আসি। অর্থাৎ সর্বপ্রকার সুদমুক্ত জীবন হবে একজন মু'মিনের জীবন।

মু'মিনগণ অঙ্গীকার রক্ষাকারী হবে : প্রত্যেক মু'মিন পুরুষ অথবা নারী তারা তাদের অঙ্গীকার পূরণের বিষয়ে অবশ্যই যত্নশীল হবে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, "অবশ্য মু'মিনগণের মধ্যে কতক পুরুষ এমন আছে যারা সেই অঙ্গীকারকে পূর্ণ করেছে যা তারা আল্লাহ্‌র সাথে করেছিল এবং তাদের মধ্যে কতক এমন আছে যারা নিজেদের সংকল্প পূর্ণ করেছে (শাহাদত বরণ করে) এবং তাদের মধ্যে কতক এমন আছে যারা অপেক্ষা করছে এবং তারা নিজেদের সংকল্পে তিল পরিমাণ পরিবর্তন করেনি। (সূরা আহযাব : ২৪) এ আয়াতে একজন মু'মিন তার অঙ্গীকার কিরূপে রক্ষা করে চলছে তার বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে।

মু'মিনদের প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা প্রয়োজন : দুঃখ-কষ্ট, বিপদ আপদসহ নানা রকম পরীক্ষা আসতে পারে। আর এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণের জন্য মু'মিনদের প্রশিক্ষণ জরুরী। কুরআন পাকে ঘোষণা করা হয়েছে, "মু'মিনদের জন্য এটি সম্ভব নয় যে, তারা সকলে এক যুগে বের হয়। অতএব তাদের প্রত্যেক জামা'ত থেকে একদল কেন বের হয় না। যাতে তারা ধর্ম সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারে এবং যখন তারা তাদের নিকট ফিরে যায় তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে যেন তারা সাবধান হয়। (সূরা তাওবা : ১২২)

এখানে মু'মিনগণ একদল প্রশিক্ষণ নিবে আবার তারা প্রশিক্ষণরত জ্ঞান অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিবে। আর এভাবে পরস্পর সতর্ক হতে ও সাবধানতা অবলম্বন করতে নসিহত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা মু'মিনদের পরীক্ষা নিবেন, যেমনটি এই আয়াতে বলা হয়েছে–"লোকেরা কি এটি মনে করে যে, তাদেরকে এ কারণে ছেড়ে দেয়া হবে যে, তারা বলে আমরা ঈমান এনেছি অথচ তাদের পরীক্ষা করা হবে না। (আনকাবুত : ৩) অর্থাৎ পরীক্ষা করেই মু'মিনদের ঈমান যাচাই করা হয়ে থাকে। পরীক্ষা ব্যতিত শুধু মৌখিক দাবী যথেষ্ট নয়।

মু'মিনদের ইবাদত বন্দেগী: আল্লাহ্‌র নেক বান্দা মু'মিনগণের ইবাদতের পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে–"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তার তসবীহ্‌ কর। তিনিই তোমাদের উপর রহমত প্রেরণ করেন এবং তাঁর ফিরিশতাগণও। যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার রাশি থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যেতে চায়। বস্তুত: তিনি মু'মিনদের উপর পরম দয়াময়। (সূরা আহযাব : ৪১-৪৩)। এ আয়াগুলিতে একজন মু'মিনের ইবাদতের পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া কুরআনের অন্যত্রে বলা হয়েছে, "প্রকৃতপক্ষে মু'মিন তারাই যখন আল্লাহ্‌র (নাম) উল্লেখ করা হয় তখন তাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় এবং যখন তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমানকে বাড়িয়ে দেয় এবং নিজেদের প্রভুর প্রতি তারা নির্ভর করে যারা নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। এরাই প্রকৃত মু'মিন। তাদের প্রভুর নিকট তাদের জন্য উচ্চ মর্যাদা সমূহ এবং ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযিক রয়েছে (সূরা আনফাল : ৩-৫)। সকল ইবাদত বন্দেগী মু'মিনের প্রাণ, জীবন দায়িনী সুধাস্বরূপ হয়ে থাকে।

অবশেষে মু'মিনরাই সফলকাম হয় : আল্লাহ্‌র নেক বান্দা মু'মিনগণ অবশ্যই সফলকাম হয়। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন, "অবশ্যই মু'মিনগণ সফলকাম হয়েছে। (আল মু'মিনুন : ২) আরো বলা হয়েছে "যে দিন তুমি মু'মিন পুরুষ ও নারীদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদের নূর তাদের সম্মুখে এবং ডানে ধাবিত আছে (ফিরশ্‌তাগণ তাদের বলবে) আজ তোমাদের জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হচ্ছে যার তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত তারা সেখানে চিরকাল বাস করবে এটি মহা সফলতা। (সূরা আল হাদীদ : ১৩) এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা মু'মিনদের জান্নাত পূরণের প্রতিশ্রুতি পূরা করেছেন। আর এভাবেই একজন মু'মিন খোদার সন্তুষ্টির জান্নাত লাভ করে থাকে। মহানবী (সা.) হাদীসে কুদসীতে উল্লেখ করেছেন; নিশ্চয় মহান আল্লাহ্‌ কিয়ামতের দিন বলবেন, ওহে যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবেসেছিলে আজ আমি তাদের সু-শীতল ছায়াতলে স্থান দিব। আর এ দিনে আমার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া নাই (মুসলিম শরীফ)। এই হাদীস থেকে বুঝা যায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জীবনই জান্নাতী জীবন। আর মু'মিনগণ সব সময় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে কাজ করে থাকেন। তাই খোদা তাআলা তাদেরকে জান্নাত দান করেন। তাই এরূপ পথের সন্ধানে মু'মিনদের থাকা উচিত।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও ইমাম মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর এক পুস্তকে বলেন–"তোমাদের জন্য সুসংবাদ যে (খোদা তাআলার) নৈকট্য লাভের মাঠ শূন্য। সকল জাতিই সংসার প্রেমে মত্ত। যদ্বারা খোদা সন্তুষ্টি হয়, জগদ্বাসীর তৎপ্রতি কোন লক্ষ নাই। যারা পূর্ণ উদ্যম সহকারে এই দ্বারে প্রবেশ করবে তাদের জন্য নিজেদের সদগুণের পরিচয় দেবার এবং খোদার নিকট হতে বিশেষ পুরস্কার লাভের ইহাই সুযোগ।" (আল ওসীয়্যত, পৃষ্ঠা-২০)

আমাদের প্রিয় হুযূর (আই.) বলেছেন, ".....পবিত্র কুরআনে শত শত আদেশ নিষেধ আছে যা একজন মু'মিনকে মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আমাদেরকে বলা হয়েছে তোমরা এর অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের সকল নির্দেশ মনে চলার চেষ্টা কর তবেই সৎকর্মশীল বলে আখ্যায়িত হবে।" [বাংলাদেশের ৮৭তম সালানা জলসা উপলক্ষ্যে হুযূরের উদ্বোধনী ভাষণ থেকে]

এখানে হুযূর (আই.) আমাদেরকে মু'মিন হতে হলে কুরআনের নির্দেশ মেনে চলার নসিহত করেছেন। প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন আমরা প্রকৃত মু'মিন হওয়ার জন্য আজ থেকে চেষ্টা করি। আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদেরকে প্রকৃত মু'মিন হওয়ার তৌফিক দিন। (আমীন)

লেখক : মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ

বাংলার কিংবদন্তি

জার্মানীর প্রথম মিশনারী

খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(চতুর্থ কিস্তি)

খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী, জার্মানীর প্রথম মিশনারী। জন্ম : ১৮৮১, মৃত্যু : ১লা নভেম্বর ১৯৬৯।

বাবাজানের উপদেশ মত অজিফা পড়ে চোখ বুঝে যে সুমহান বুযুর্গকে দেখেছিলাম সেই ব্যক্তি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)। বয়আতের ২/৩ দিন পর হুযূর (রা.)-এর নিকট আরজ করি। আমি কয়েক বছর যাবত Dispepsia (পেটের অসুখে) ভোগছি, আমাকে পরীক্ষা করে ব্যবস্থা পত্র দিন। হুযূর পরীক্ষা করে বললেন, মোবারক আলী তোমার কোন ব্যারাম নেই।

পরিপাক শক্তি একটু কম। তুমি দুই বেলা একটু করে দুধ খাবে। আহারের পর Tine Asafathida (হিং এর আরক) পাঁচ ফোটা করে পানির সঙ্গে মিশিয়ে খাবে। দুই বেলা খুব বেড়াবে। তোমার শরীরের জন্য আর কিছুই দরকার নেই। সে দিন হতে আমার রোগ কমতে থাকে। আমি সে সময় পিতাকে একটি চিঠি লিখি– যে বুযর্গকে আমি আপনার উপদেশ মত অজিফা পড়ে কাশফে দেখেছিলাম তাঁকে পেয়ে তাঁর হাতে বয়আত করেছি। খোদার ফযলে আমি এখন নিরোগ"। (পাক্ষিক আহমদী, ১৫-৩১ আগষ্ট/১৯৬৫)। তিনি ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে বয়আত করেছিলেন। ফলে এক নতুন আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করেন। তাঁর মাঝে অনেক পরিবর্তন আসে।

তখন মোবারক আলী সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর নির্দেশক্রমে তাঁর বন্ধুবর উকিল উদ্দিন খন্দকারকে কাদিয়ান আসার জন্য পত্রে আমন্ত্রণ জানান। ফলে খন্দকার সাহেব পত্র পাওয়ার পর এলাহাবাদ থেকে কাদিয়ান চলে যান। খুলনা বাগেরহাটের কান্দাপাড়ার নিবাসী উকিল উদ্দিন খন্দকার কোলকাতায় মোবারক আলীর সাথে একই ম্যাচে থাকতেন। তিনি আলবার্ট কলেজে লেখাপড়া করেন। উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ভাল মানুষ হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল। তিনি মোবারক আলীর মতই গৌরবর্ণ ও হালকা-পাতলা দেহ গড়নের ছিলেন।

ফলে তাঁর গৌরবর্ণের ও হালকা-পাতলা দেহ গড়নের বন্ধুসহ কাদিয়ান যাবার দেখা স্বপ্ন পূর্ণ হয়। তাছাড়া কাদিয়ান যাবার জন্য তাঁর প্রথম পথ প্রদর্শনকারী বন্ধু এবং রাজশাহী কলেজের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক আতাউর রহমানকে নিয়ে তিনি ১৯৯০ সালে কাদিয়ান যান এবং খান বাহাদুর আবুল হাশেম সাহেবকে নিয়ে ১৯১৪ সালে কাদিয়ান যান। তাঁরা উভয়ে গৌরবর্ণের ও হালকা-পাতলা দেহ গড়নের অধিকারী ছিলেন। ফলে তাঁর দেখা স্বপ্নের পূর্ণতা আরো পরিস্ফুটিত হয়।

কাদিয়ান যাবার পথে রাস্তার দুই ধারে মানুষে স্তপীকৃত হাড় তাঁর স্বপ্ন দেখা হয়তো মানুষের মাঝে রূহানীয়তের শূন্যতা প্রমাণ করে। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম কোনে আকাশ থেকে নীচে আলো ছড়ানো এবং বাংলাসহ সারা বিশ্ব আলোকিত হওয়া পাঞ্জাবের কাদিয়ানে ঐশী নূরের আলোর বিকিরণ এবং এথেকে ছড়িয়ে পড়ার প্রমাণ বহন করে। ঐশী আলোর তরঙ্গমালা বাংলার পূর্ব উত্তর দিকে উজ্জ্বলতা লাভ বলতে বাংলার উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রথম জামা'তবদ্ধভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে। মোবারক আলী সাহেবের মত পুণ্যবান ব্যক্তিরাই আল্লাহ্‌র তাআলার নিকট থেকে এইরূপ কাশফ ও সত্য স্বপ্ন দেখার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং তা ঐশী ঈঙ্গিত হিসেবে যথার্থভাবে পূর্ণতা লাভ করে।

তিনি বয়আত করার পর কাদিয়ানের আলো বাতাসে মিশে যান। পবিত্র কুরআন, হাদীস ও সুলতানুল কলমের জ্ঞান আহরণে একজন আদর্শ তবলীগ সৈনিকে পরিণত হতে নিয়োজিত হন। শুরু থেকে প্রায় দুই মাস কাদিয়ানে অবস্থানের পর চাকুরি ইন্টারভিউর উদ্দেশ্যে বগুড়া চলে আসার জন্য মোক্তার চাচা টেলিগ্রাম করেন এবং আসার জন্য যাতায়াত খরচ বাবদ মানি অর্ডার যোগে অর্থ প্রেরণ করেন। অত:পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর অনুমতিক্রমে উকিল উদ্দিন খন্দকারসহ কাদিয়ান থেকে চলে আসেন। পথে সহযাত্রী বন্ধু উকিল উদ্দিন তাঁকে বলেন, 'মোবারক তুমি কাদিয়ানে বয়আত করেছ তা দেশে গিয়ে প্রকাশ করিও না। কেননা এতে অসুবিধায় পড়বে।' এ কথা শুনে তিনি দৃঢ়চিত্তে বলেছিলেন–'আমি বুঝে শুনে সত্য গ্রহণ করেছি। সুতরাং সত্য প্রকাশে ও প্রচারে আমি কাউকে ভয় করি না। আল্লাহ্‌ই তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট'।

কর্মজীবন

মোবারক আলী সাহেব ১৯০৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএ পাশ করার পর মোক্তার চাচার উপদেশানুসারে ১৯০৬ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে চাকুরির জন্য দরখাস্ত করেন। সেকালে প্রশাসনিক জেলার প্রধান প্রশাসককে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বলা হতো। যা বর্তমানে জেলা প্রশাসক নামে

অভিহিত। তখন এ চাকুরির জন্য কোন প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষার বিধান ছিল না। শুধু নমিনেশনের উপর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে চাকুরি হতো এবং শিক্ষা সনদে কোন বয়স উল্লেখ থাকতো না। তাই তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জি এন গুপ্ত'র নমিনেশন নিয়ে নিজ বয়স ২৪ বছর উল্লেখ করে চাকুরির জন্য দরখাস্ত করেন। যথারীতি দার্জিলিং-এ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও বিভাগীয় কমিশনারদের কনফারেন্স রুমে রাজশাহী বিভাগের নমিনেশন প্রাপ্ত প্রার্থীদের ইন্টারভিউ হয়। তিনি ইন্টারভিউতে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর সাক্ষাৎকার ভাল হয়। ফলে চাকুরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

কিন্তু সত্যবাদী ও নীতিবান মানুষ মোবারক আলীর মাঝে বিবেকের দংশন শুরু হয়। কারণ তখন সরকারি চাকুরির সর্বোচ্চ বয়স সীমা ছিল ২৫ বছর। তাঁর সঠিক বয়স জানা ছিল না বিধায় তিনি চাকুরি হওয়ার সুবিধার্থে নিজ বয়স ২৪ বছর উল্লেখ করেন। কিন্তু পরে অভিভাবকদের সাথে আলোচনায় অবগত হন বয়স ২৫ বছর অতিক্রম করেছে। বিহারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট খান বাহাদুর মহিউদ্দিন সাহেব (তখন তিনি খান বাহাদুর ছিলেন না) তাঁর দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় হলেও তিনি সাক্ষাৎকারের সময় নিকট আত্মীয় বলে উল্লেখ করেন। সরকারি এসব উচ্চ পদস্থ চাকুরির জন্য বংশ মর্যাদা বিশেষ সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হতো বলেই তখন তিনি এটা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু এই ভুল তথ্য পরিবেশনের জন্য তিনি অনুশোচনা করতে থাকেন। তাই বিবেকের দংশন থেকে মুক্তির জন্য প্রকৃত সত্যটি প্রকাশ করে কমিশনার সাহেবের নিকট পত্র লিখেন। তাঁর ভাষায় :–

মনে আত্মগ্লানি অনুভব হতে থাকে। আমি যে চাকুরি প্রার্থী সে চাকুরি পেলে যে মিথ্যা উক্তি করে তাকে শাস্তি দিতে হবে, কিন্তু আমি সেই মিথ্যা কথা বলেই সে চাকুরি চাচ্ছি, এটা অপেক্ষা আর বড় ভন্ডামী কি হতে পারে। দুই/তিন দিন চিন্তা করলাম। তারপর কমিশনার সাহেবের নিকট চিঠি লিখে জানাই–বয়স সম্বন্ধে ও মহিউদ্দিন সাহেবের পরিবারের সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক সম্বন্ধে ইন্টারভিউতে আমার বক্তব্য ঠিক হয়নি। এখন আমার বিবেক আমাকে দংশন করছে। সেজন্য এই পত্র দ্বারা বিষয়টি আপনাকে জানালাম। মিথ্যা বলে বড় চাকুরি পাওয়া অপেক্ষা নিজ হাতে লাঙ্গল চালিয়ে জীবিকা অর্জন করাই আমি শ্রেয় মনে করি। তখন ইংরেজ চরিত্র সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা ছিল। মনে করেছিলাম এ চিঠি লেখার ফলে চাকুরি না-ও পেতে পারি অথবা সব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারি। যা হোক সত্য কথা বলে চাকুরি লাভে বঞ্চিত হওয়ায় কোন দু:খ হয় নি। (পাক্ষিক আহমদী ১৫-৩১ আগষ্ট ১৯৬৫)। ফলে তাঁর পার্থিব জীবনের প্রথিতযষার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরি হয়নি। আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছায় তিনি সত্যবাদীতার এক উজ্জ্বল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯০৭ সালে কোলকাতা সিটি 'ল' কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি কিছু দিন কোলকাতা মাদ্রাসা স্কুলে এংলো-পার্শিয়ান বিভাগে শিক্ষকতা করেন। তখন তাঁর মাসিক বেতন ছিল ত্রিশ টাকা। বসবাস করতেন বৈঠকখানা রোডে মির্যাপুর মসজিদের একটি কামড়ায়। সাথে মাদ্রাসার আর এক শিক্ষক বগুড়ার তাঁর বন্ধু মোজাম্মেল হক ছিলেন। তখন ছাত্রদের প্রতি তাঁর স্নেহস্পর্শ শিক্ষা, সহকর্মীদের সাথে বন্ধুসূলভ আচরণ এবং অভিভাবকদের সাথে তাঁর সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করে। নতুন শিক্ষক হয়ে তিনি অল্পদিনেই সুনাম অর্জন করেন। একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে সুপরিচিতি হন। অত:পর ফরিদপুর সেটেলমেন্ট দপ্তরে কাননগো পদে চাকুরিতে যোগদান করেন। তখন তাঁর মাসিক বেতন ছিল একশত টাকা। এ চাকুরিতেও তিনি সততা ও দক্ষতার বিরল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১৯০৭ থেকে ১৯০৮ সালের মাঝে এক বছর কাননগোগীরি করার পর চাকুরি ছেড়ে দেন।

আহমদীয়া জামা'তে দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি পাবনা জেলার দুলাই সার্কেলে স্কুল সাব ইন্সপেক্টর পদে ৬ ডিসেম্বর ১৯০৯ তারিখ যোগদান করেন। এ পদের শুরুতে মাসিক বেতন ছিল পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিবেচনায় তাঁর বেতন নির্ধারণ করেন পঁচাত্তর টাকা। তখন পাবনা সার্কেলের ডেপুটি ইন্সপেক্টর স্কুল ছিলেন মৌলভী সৈয়দ মোহসেন আলী। মোবারক আলী সাহেব গ্রামে গ্রামে ঘুরে স্কুল পরিদর্শনের কাজ নিরলসভাবে করেন। গ্রামের মুর্খ কৃষক পরিবারে শিক্ষার আলো জ্বেলে দিতে তিনি অনেক অবদান রাখেন। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে স্কুলগুলিকে গতিশীল করে তোলেন। তখন তিনি নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে দিনরাত কিভাবে পরিশ্রম করেছেন এর প্রমাণ তাঁর জীবনের একটি ঘটনা থেকে পাওয়া যায়। তিনি বলেন–

সাব-ইন্সপেক্টর জীবনের এক রাতের কথা আমার বেশ মনে পড়ে। তখন খুব সম্ভব বৈশাখ মাস। খাল বিল সব শুকিয়ে গেছে। সারাদিন মাইলের পর মাইল পায়ে হেটে অনেক গ্রাম ঘুরে স্কুল পরিদর্শনে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। একটা বড় শুকনা বিলের এক প্রান্ত থেকে অল্পবেলা থাকতে গরুর গাড়ীতে বিলের ভিতর রাস্তা দিয়ে রওয়ানা হয়। কিছুক্ষণ যাবার পর সন্ধ্যা হয়ে যায় এবং ভীষণ অন্ধকার নেমে আসে। আমরা সোজা চলতে থাকি। কিন্তু অন্ধকারে মাঠে পায়ে চলা পথ দেখা যায় না। মাঝে মধ্যে আলেয়ার আলো দেখা যেতে থাকে। এটাকে ভুতের আগুন মনে করে গাড়োয়ান ও আমার চাকর দুইজনই খুব ভয় পাই। চাকর ভয়ে কেঁদে ফেলে। আমি তাদেরকে অভয় দেই। কিন্তু তারা আশ্বস্থ হল না। আমিও অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। ভুতের ভয়ে নয়, অন্ধকারে অনিশ্চিতভাবে কোথায় যাচ্ছি।

পথের শেষ হয় না এজন্য। তখন যেদিকে আলো দেখা যায় সে দিকে গাড়ী চালাইলে দেখা গেল আলো নিভে গেছে। মেঘ ছিল, দুই এক ফোটা বৃষ্টি পড়তেছিল। এভাবে শুকনা বিলের ভিতর দিয়ে যতই যাই কোনও গ্রাম পাওয়া যায় না। অবশেষ দূরে একটি আলো দেখা গেল, সেটা বেশ স্থির বলে বোধ হল। আলেয়ার আলো একস্থানে স্থির থাকে না, নড়াচড়া করে। আমি বললাম ঐ স্থির আলোর দিকে গাড়ী চালাও। কিছু দূরে গিয়ে অন্ধকারে একটা বাড়ি দেখা গেল। আমরা সেই বাড়িতে গিয়ে নামলাম। গরীব গৃহস্তের বাড়ি। ডাকাডাকি করলে ভিতর থেকে দুইজন লোক আসে। আমরা বললাম রাতটা এখানে কাটাতে চাই। সেই দুপুর রাতে তারা অতিথিকে কিছুতেই না খাওয়ায়ে রাখবে না। মুরগীর মাংস ও ভাত পাক করা হল। রাতেই গাই দোয়ান হল।

আমাদেরকে খেতে দিয়ে একজন ঘরে খড়ের উপর কাঁথা বিছায়ে দিল। কারণ মেঘ আছে। বৃষ্টি ফোটা ফোটা পড়ে। পাছে বেশি বৃষ্টি হলে আমাদের আরামে শুয়ে থাকায় যেন ব্যাঘত না হয়। গৃহস্তেরা লেখাপড়া জানে না। এর মূল্যও বোঝে না। কিন্তু তাদের অতিথিপরায়ণতা দেখে আমার হৃদয় আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়। স্বদেশের লোকদের চরিত্রের এ দিকটা দেখে বেশ একটু গর্ব বোধ করি (পাক্ষিক আহমদী ১৫-৩১ আগষ্ট, ১৯৬৫)।

(চলবে)

হযরত দাউদ (আ.)-এর ধর্ম প্রচার

সংকলন : মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রধান

হযরত দাউদ (আ.) একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন এবং শক্তিশালী ও দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। তিনি যুডিয়ান ইহুদী রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং ইহুদী হিব্রু প্রকৃত স্থপতি ছিলেন। তাঁরই মাধ্যমে 'জান' থেকে 'বীর সেবা' পর্যন্ত সকল ইসরাঈল গোত্রগুলি একত্রিত এবং সংগঠিত হয়ে এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়েছিল, তাদের রাজ্য ইউফ্রেটিস-ফোরাত থেকে নীলনদ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। বনী ইসরাঈলী নবীদের মধ্যে হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.) ইহুদীদের হাতে সর্বাপেক্ষা বেশী নির্যাতিত হয়েছিলেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি তাদের অত্যাচার এমন চরম পর্যায় পৌঁছেছিল যে, তারা তাঁকে ক্রুশে পর্যন্ত লটকিয়ে ছিল। হযরত দাউদ (আ.)-কে তারা কত বিভৎস যন্ত্রণা দিয়েছিল তা হযরত দাউদ (আ.)-এর বেদনা ও ভারাক্রান্ত মর্মস্পর্শী দুঃসহ বেদনা থেকে উদ্ভুত হৃদয় নিংড়ানো দীর্ঘশ্বাস ইহুদীদের অভিশপ্ত করেছে। হযরত দাউদ (আ.)-এর অভিশাপে তারা নবুখৎ নিৎসর (বখতেন সর)-এর কবজায় পড়ে হাজার হাজার প্রাণ হারায়, জেরুযালেম বিধ্বস্ত হয়, অসংখ্য ইহুদী বন্দী হয়ে ব্যাবিলনে নীত হয়। এ ঘটনা ঘটে খৃষ্ট পূর্ব ৫৫৬ সনে। হযরত ঈসা (আ.)-এর অভিশাপে তারা টাইটাসের কবলে পড়ে, ভীষণভাবে নির্যাতিত হয়। জেরুযালেম টাইটাসের করতলগত হয় এবং নগরটি ছারখার হয় প্রায় ৭০ খৃষ্টাব্দে। তাদের মহা উপাসনালয়ে ইহুদী কর্তৃক ঘৃণিত শুকর যবাহ্ করা হয়।

ইহুদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ পতনের অন্যতম কারণ এই যে, তাদের ব্যাপক দূর্নীতি, দুষ্কৃতির ব্যাপারে পরস্পরকে বাধা দানের জন্য কোন লোকই ছিল না। হযরত দাউদ (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর চারশত বছর পর তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে শক্তিশালী বাদশাহ্ হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত সোলায়মান (আ.)-কে শাসন ক্ষমতা ও জ্ঞান দান করেছিলেন এবং আল্লাহ্ পর্বত মালা অর্থাৎ ধনী লোকগণ এবং পক্ষীকূল অর্থাৎ উচ্চমার্গের রূহানী লোকগণকেও হযরত দাউদ (আ.)-এর সঙ্গ সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন, তারা হযরত দাউদ (আ.)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এবং যখন তিনি আল্লাহ্‌র তসবীহ্ করতেন তখন তারা তাঁর সঙ্গে সেই সৎকর্মে যোগদান করতো। তারা তাঁর সঙ্গে আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা এবং প্রশংসাগীত গাইতো (২১ : ৮৩)।

বস্তুত: কেবল পর্বতমালা ও পক্ষীকূল নয় বরং আকাশ এবং যমীনের অন্যান্য সবকিছু সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র সমূহ, দিন এবং রাত্রি, পশু, পাখী, নদী, সমুদ্র, বাতাস, মেঘমালা ইত্যাদি সকলকেই মানুষের অধীন করা হয়েছে। তিনি পর্বতে বসবাসকারী জংলী ও হিংস্র উপজাতিদেরকে জয় করে নিজ শাসনাধীনে এনেছিলেন। তিনি পাহাড়ী বন্য উপজাতিগুলিকে পরাস্তকারী এবং দমনকারী ছিলেন। পক্ষীকূল কর্তৃক আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন উদযাপিত হওয়া বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। কেননা সমস্ত জিনিস সজীব অথবা নিষ্প্রাণ, ফিরিশ্‌তা, পশু, পাখী, আসমান এবং যমীন এমনি প্রকৃতির শক্তি নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রশংসা গেয়ে থাকে, কিন্তু মানুষ তাদের মহিমা বুঝতে পারে না। তারা আল্লাহ্‌র দ্বারা অর্পিত আপন আপন দায়িত্ব পালন করে চলছে এবং এভাবে তারা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ্ পূর্ণাঙ্গ এবং সম্পূর্ণভাবে ত্রুটি, ক্ষয় এবং অক্ষমতা থেকে মুক্ত। হযরত দাউদ (আ.) পক্ষীদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুদ্ধের সময় সংবাদ বহনের কাজে লাগাতেন। আল্লাহ্‌র রহমতে তিনি সমরাস্ত্র এবং বর্ম নির্মাণ কাজে তাঁর কৌশল পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি পূর্ণ লম্বাকৃতির বর্ম প্রস্তুত করেছিলেন এবং এর মধ্যে আংটা বুননের পরিমিত মাপ রেখেছিলেন (৩৪ : ১২)। তিনি বিভিন্ন প্রকারের সমরাস্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে ইসরাঈলী রাজত্ব ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল। ইসরাঈলী ইতিহাসে ইহা ছিল সুবর্ণ যুগ।

হযরত দাউদ (আ.)-কে হত্যার হুমকি : কিন্তু এত সুযোগ পেয়েও দুস্কৃতকারীরা বিবাদ বিসংবাদ সৃষ্টি করতে প্রজাবৃন্দের মধ্যে সম্রাটের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিদ্বেষ ছড়াতে কোন ত্রুটি করতো না। এমনকি কতিপয় দুষ্ট লোক হযরত দাউদ (আ.)-কে হত্যা করারও চেষ্টা করেছিল। দুই জন শত্রু অতর্কিত হামলা করার উদ্দেশ্যে দেওয়াল টপকিয়ে তাঁর খাস কামড়ায় ঢুকে পরে এবং তাঁর ব্যক্তিগত ইবাদত খানায় ঢুকে পড়েছিল তারা যখন হযরত দাউদ (আ.)-এর নিকট্ পৌঁছলো তখন হযরত দাউদ (আ.) তাদেরকে দেখে ভীত হয়ে পড়লেন। তারা এক বাহানা করলো এবং বললো, 'ভয় করো না, আমরা দুই বিবাদ মান পক্ষ, আমাদের কেউ কেউ অপরের প্রতি বিদ্রোহাত্মক আচরণ করছে। সুরতাং তুমি আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করো এবং অবিচার করো না এবং তুমি আমাদেরকে সঠিক সোজা পথে পরিচালিত করো। এ লোকটি আমার ভাই, তার নিকট নিরানব্বইটি দুম্বা আছে এবং আমার নিকট মাত্র একটি দুম্বা আছে তথাপি সে বলে, ইহা আমাকে সঁপে দেও এবং কথাবার্তায় সে আমাকে পরাভূত করে। (৮৩ : ২২-২৪)

এই দুই অনাধিকার প্রবেশকারীর দ্বারা বাদী-বিবাদীর রূপ ধারণ যে, একটা ফেরেববাজী মাত্র তা হযরত দাউদ (আ.) বুঝে ছিলেন। তাদের ছলনার ভিতরে লুকায়িত গোপন উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে স্পষ্ট ধরা পড়েছিল। তিনি বললেন, নিশ্চয় সে তোমার দুম্বা নিজ দুম্বাগুলোর সাথে সংযোগ করার দাবী জানিয়ে তোমার প্রতি যুলুম করছে এবং অধিকাংশ অংশীদার এরূপই যে, তারা একে অন্যের উপর যুলুম করে থাকে, কেবল এ সকল লোক ছাড়া যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, কিন্তু তাদের সংখ্যতো নগণ্য (৩৮ : ৩৫)। এবং তিনি তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ব্যবহার করে বিজ্ঞ বিচারকের মতই রায় দিলেন। তবে, মনে মনে বুঝতে পারলেন যে, যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও তাঁর জাতির উপর তাঁর আধিপত্য কিছুটা শিথিল হয়েছে, তাঁর শত্রুদের শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র থেকে তিনি একেবারে মুক্ত নয়। তাঁর মানসিক অনুভূতি জাগল যে, এ ঘটনা আল্লাহ্‌র প্রদত্ত সাবধান বাণী স্বরূপ।

অতএব, ধর্মপ্রাণ খোদাভীরুগণ এরূপ ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন, তিনিও তাই করলেন। তিনি প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করে ভূমিতে পড়ে গেলেন এবং আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে পড়লেন। যেন শত্রুর নষ্টামী ও ষড়যন্ত্র থেকে যেন তাঁকে নিরাপদ রাখেন। মিথ্যা মোকদ্দমাবাজ এ বাদী-বিবাদীর গল্পটির অন্তরালে একটি অপবাদ দেয়ার প্রচেষ্টা আছে, তা এই যে, হে দাউদ তুমি এক নিষ্ঠুর বাদশাহ্। তুমি ছোট ছোট জাতি ও উপজাতিগুলোর উপর নিজের আধিপত্য ক্রমাগতভাবে বাড়িয়ে চলেছ। তুমি সাম্রাজ্যবাদী। তখন আল্লাহ্ তাঁকে নিরাপত্তা

দিলেন, তাঁর কার্য সিদ্ধ করে দিলেন। ত্রুটি বিচ্যুতিকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে নৈকট্য এবং উত্তম আশ্রয় স্থান নির্ধারিত আছে (৩৮ : ২৬)। আল্লাহ্‌র এ উক্তি থেকে এটা সাব্যস্ত হয় যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর কোন নৈতিক দোষ বা আধ্যাত্মিক দুর্বলতা ছিল না।

নবুওয়াত প্রাপ্ত হন : আল্লাহ্ তাআলা বললেন, হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করছি। অতএব, তুমি লোকদের মধ্যে ন্যায়বিচার করো এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, নতুবা এটা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ভ্রষ্ট করে ফেলবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে ভ্রষ্ট হয় তাদের জন্য কঠোর আযাব আছে, কারণ তারা বিচার দিবসকে ভুলে বসেছে এবং আমরা আকাশ সমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু সৃষ্টি করেছি, বৃথা সৃষ্টি করিনি। এটা ঐ সকল লোকের ধারণা, যারা অস্বীকার করেছে। সুতরাং যারা অস্বীকার করেছে তাদের জন্য আগুনের দুর্ভোগ অবধারিত আছে। যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করছে আমরা কি তাদেরকে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করবো? অথবা মুত্তাকীগণকে কী আমরা দুষ্কৃতকারীদের সমতুল্য করবো? (৩৮ : ২৭-২৯)।

শস্য ক্ষেত্রের ফয়সালা : একবার প্রতিবেশী লুণ্ঠনজীবি বন্য উপজাতিরা তাঁদের দেশ শত্রুতা বসত আক্রমণ করেছিল। তখন হযরত দাউদ (আ.) সেই সকল হিংস্র উপজাতিগুলির লুণ্ঠন প্রতিহত এবং তাদেরকে পরাজিত করেছিলেন। এবং বললেন, আমরা উভয়ে এক শষ্য ক্ষেত্রের ঝগড়া সম্বন্ধে ফয়সালা করছি। সেই সময় যখন এক কওমের ছাগ-পাল রাত্রিকালে তা মেরে ফেলেছিল এবং আমরা তাদের ফয়সালার সাক্ষী রইলাম (২১ : ৭৯)।

হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত সোলায়মান (আ.) মধ্যপন্থী এবং আপোষ মনোভাবের কর্মপন্থা সেই সময়ে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সঠিক এবং উপযুক্ত ছিল এবং তাদের প্রত্যেককে আল্লাহ্ শাসন ক্ষমতা ও জ্ঞানদান করেছিলেন। হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত সোলায়মান (আ.) উভয়ের কর্ম পন্থাই স্থানকাল ও অবস্থানুযায়ী সঠিক ও উত্তম ছিল।

(আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন করীমের বাংলা অনুবাদ থেকে সংকলিত)

নবীনদের পাতা

স্মৃতিতে অম্লান জাকিয়া জায়েদ

মাকসুদা ফারুক

'কুল্লুমান আলায়হা ফান। ওয়া ইয়াব্‌কা ওয়াজহু রাব্বিকা জুলজালালি ওয়াল ইকরাম।' অর্থাৎ উহার (ভূ-পৃষ্ঠের) উপর যা কিছু আছে সবই নশ্বর এবং অবিনশ্বর হয়ে থাকবে (কেবল) তোমার প্রতিপালকের সত্ত্বা যিনি প্রতাপ ও সম্মানের অধিপতি। (আর রহমান : ২৭-২৮)

এ পৃথিবীতে খোদার প্রিয় ও তাঁর সৃষ্টির প্রিয় কিছু ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব জন্মায় যারা আমাদের স্মৃতিতে চির স্মরণীয় হয়ে থাকে। আর এরূপ এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন আমাদের প্রিয় ভাবী জাকিয়া জায়েদ। অত্যন্ত দু:খ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের দক্ষিণ আহমদী পাড়া নিবাসী জায়েদ সাহেবের সহধর্মিণী জাকিয়া জায়েদ গত ২৯ জানুয়ারী ২০১১ তারিখ শিমরাইলকান্দীর নিজ বাসভবনে জাকিয়া মঞ্জিলে ৬-৩০ মিনিটে ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। মরহুমা স্বামীসহ ২ ছেলে ২ মেয়েও বহু নাতী-নাতিনী অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমা একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান পরহেযগারী ও ওসীয়্যতকারী ছিলেন। নিজ জীবদ্দশায় হিস্যায়ে জায়েদাদ আদায় করে গেছেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মুসীদের সংরক্ষিত কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় ও তাঁর শ্রোতপ্ত পরিবারের সাবরে জামিল দানের প্রার্থনায় বন্ধুদের কাছে নিবেদনসহ আল্লাহ্ পাক তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন এ দোয়া সকল আহমদী ভাই ও বোনের নিকট নিবেদন করছি।

হাদীস শরীফে আছে, 'উযকুরু মাওতুকুম–"তোমাদের মৃতদেরকে তোমরা স্মরণ করো। তাই আজ আমরা মরহুমা জাকিয়া জায়েদের ঘটনাবহুল জীবনের কিছু দিক তুলে ধরবো, ইনশাআল্লাহ্। মরহুমা জাকিয়া জায়েদ তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে ১৯৬৭ সালে হিন্দু ধর্ম থেকে আহমদী মুসলমান হিসেবে বয়আত গ্রহণ করেন। তাঁর বড় ভাই বদরউদ্দিন ওরফে মন্টুবাবু আহমদীয়া জামা'ত গ্রহণে সহায়তা দান করেন। চট্টগ্রামের আদি বাসিন্দা হিসাবে মন্টুবাবু ও তার পরিবার যুগ যুগ ধরে চট্টগ্রামের টেরিবাজার মহল্লায় সনাতন ধর্ম (হিন্দুধর্ম) পালন করে আসছিলেন। মরহুমা জাকিয়া জায়েদ তাদের পরিবারে ৪ বোন এক ভাইয়ের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ এবং মন্টুবাবুর আদরের বোন ছিলেন। আর এর কারণ ছিল মরহুমা অনুশ্রী (হিন্দু থাকাকালীন নাম) দাস জন্মের সময় মাকে হারায় পরে তার বাবা মাত্র ২ মাস বয়সে কলকাতায় তার বোনের কাছে লালন-পালনের জন্য রেখে আসেন। বোনের দুধ পান করে অনুশ্রী বড় হতে থাকে। তখন বড় বোন ও বড় বোন জামাইকেই মা-বাবা বলে জানতো। এভাবে বয়স যখন ৯ বছর তখন বাবা তাকে কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে বড় ভাই মন্টুবাবুর আশ্রয়ে নিয়ে আসেন।

তিনি নিজে বলতেন ছোট বেলায় মাকে হারিয়েছি বড় বোন আর বোন জামাইকে পিতা-মাতা মনে করতাম, তাদেরকে ছেড়ে আসতে আর ভুলে যেতে কত যে কষ্ট তা বুঝাতে পারবো না।" এভাবে ভাইয়ে সংসারে আরও কয়েকটি বছর কেটে গেল যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি বয়স ১৪ বছর হবে এমন অবস্থায় পিতা মৃত্যুবরণ করেন।

তখন থেকে মন্টুবাবুর পরিবারে তার সন্তান-সন্তানাদিদের মাঝে বড় হতে থাকেন। এভাবে ভাই মন্টুবাবুর স্নেহে-আদরে মানুষ হয়ে উঠে অনুশ্রী দাস।

মন্টুবাবু ১৯৬৬ সালে আহমদীয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে স্ব-পরিবারে মুসলমান হয়ে যান। আহমদীয়া জামা'তে বয়আত গ্রহণের পর মন্টুবাবুর নাম রাখা হয় বদরউদ্দিন সাহেব। অনুশ্রী দাস বড় ভাইয়ের একান্ত বাধ্য হওয়ায় তিনি সত্যকে গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন এবং ১৯৬৭ ইং সালে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে আহামদীয়াত গ্রহণ করেন। আহমদী হওয়ার পর বড় ভাইয়ের ছেলে-মেয়েদের কুরআন শিক্ষা ও তালীম তরবিয়তের জন্য জামাতের মোয়াল্লেম সাহেবকে রেখে দেন তখন জাকিয়া মরহুমার বয়স একটু বেশী হওয়ায় লজ্জা ও সংকোচের কারণে সবার সাথে কুরআন শিক্ষাটা আর হল না।

বয়আত গ্রহণের কয়েক দিন পরই ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসী জনাব জায়েদ সাহেবের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। জনাব জায়েদ সাহেব স্বামী হিসাবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সহধর্মিণীর সুখে-দুঃখে পাশে থেকেছেন এবং তাদের দাম্পত্ত জীবন ছিল হাস্যউজ্জ্বল ও অত্যন্ত মধুময়। জায়েদ ও জাকিয়া জায়েদ দু'জনই ছোটকাল থেকে মা-বাবাকে হারিয়ে বড় হয়েছেন তাই দু'জনই দু'জনার দুঃখ-কষ্টগুলি সহজেই বুঝে নিতে পারতেন। জাকিয়া ভাবীর আর একটি নাম ছিল টুনু। জায়েদ ভাই আদর করে টুনু বলে ডাকত। আমরা সবাই টুনু ভাবী বলে ডাকতাম। এই সাজানো সংসার জাকিয়া ভাবীর নিজের হাতে সাজানো বাগান ছিল। প্রত্যেক ছেলে মেয়েকে কুরআন ও জামা'তী শিক্ষায় বড় করেছেন।

জাকিয়া ভাবী নিজে কুরআন শিক্ষা নিতে পারেননি তাই ছেলে মেয়েদের শিক্ষায় কোন ত্রুটি রখেননি কখনও। ভাবী হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়ার পর আরবী পড়তে পারতেন না তাই বাংলায় অনেক সূরা, বিভিন্ন দোয়া ও নযম মুখস্ত করেছেন অত্যন্ত আগ্রহের সাথে। হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছেন ঠিকই কিন্তু পাঁচওয়াক্ত নামায এবং তাহাজ্জুদ নামায পড়েছেন সর্বদা। সব সময় ছেলে মেয়েদের জন্য দোয়া করতেন আর সর্বদা বলতেন নিজের জীবনে যত কষ্টই হোক ছেলে মেয়ে যেন সর্বদা সুখে থাকে, স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে। আল্লাহ্ ভাবীর সব দোয়াই কবুল করেছেন। আমার এখনও মনে হয় সেই দিনগুলির কথা ভাবীর বিয়ের পর অনেকটা সময় আর্থিক কষ্টে কেটেছে কিন্তু কোন দিন বাইরের মানুষকে বুঝতে দেয়নি নিজের কষ্টের কথা, এমনকি নিজের বড় ভাই চট্টগ্রামের ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন উনার কাছেও কখনও হাত পাতেন নি। অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও অল্পে তুষ্ট ছিলেন। এত কষ্টের মাঝেও জামা'তের কাজ করেছেন সবার সাথে সুসম্পর্ক রেখেছেন সর্বদা। উনার বড় ছেলে জুবায়ের আহমেদ লিপু মাত্র ১৭ বছর বয়সে দেশ ছেড়ে জার্মানীতে পারি জমান।

সংসারের হাল ধরার জন্য নিজের লেখা পড়াটা আর শেষ করতে পারেনি। লিপু দীর্ঘ ৯ বছর জার্মানীতে থেকে জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়ে দেশে আসেন। তার মুখে বিদেশের জীবনের কষ্টের কথা শুনে যে চোখে পানি চলে আসবে। ছেলে এই দীর্ঘ ৯ বছরে মা-বাবার সংসারের দরিদ্রতা মোচন করে স্বচ্ছল পরিবারে পরিণত করে। এর মধ্যে মওলানা সালেহ্ আহমদ সাহেবের সাহায্যে দুই মেয়ের জন্য উত্তম পাত্র পেয়ে যান। বড় মেয়ে মেয়ের জামাই ছেলে-মেয়েসহ হল্যান্ডে থাকেন, মেয়ে ওখানের জামা'তের তরবীয়ত সেক্রেটারী, ছোট মেয়ের জামাতা বেসরকারী টিভি চ্যানেলে চাকুরী রত। ছোট ছেলে অনেক দিন সৌদী আরবে বাস করে এখন দেশে ব্যবসা করে। বউ বাচ্চা নিয়ে নিজ বাড়ীতে আছেন। আস্তে আস্তে তাদের সংসারে সুখের সূর্য উদয় হতে থাকে। নিজের সংসারের কষ্টের দিন শেষ করে এবার জামা'তের কত কত বোনদের যে দুঃখের সাথী হয়েছেন তা বলে শেষ করা যায় না।

কাউকে অর্থ তো কাউকে খাদ্য বা কাপড় দিয়ে। যখন জামা'তের কাজে বাসা থেকে বের হত তখন ব্যাগে বেশী করে টাকা নিয়ে নিত, বলা যায় না কার সংসারের কি অবস্থা, নিজে কষ্ট করেছি তো তাই বুঝি কষ্ট কি? জামা'তের বড় সব কাজে নিজে বড় একটা অংশ সব সময় দান করতেন। নিজের বাড়ী জামা'তের সব কাজে উন্মুক্ত করে রাখত। জামা'তে চাঁদা তোলার কাজ করতো বেশ আনন্দের সাথে। খুবই রশিক প্রকৃতির ছিল তাই মানুষকে চাঁদার ব্যাপারে বোঝাতে পারত খুব সুন্দর করে। চাঁদা তোলার জন্য বের হওয়ার আগে সব সময় নিজের চাঁদা আগে কেটে নিত আর বলত নিজে না দিয়ে অন্যকে বোঝালে কোন কাজ হবে না। খুব সুন্দর সহজ সরল মন ছিল ভাবীর। একটু স্পষ্ট ভাষী ছিল তাই অনেকে একটু অন্য রকম মনে করত। গভীর ভাবে উনার সাথে মিশলে বোঝা যেত উনার মন যে কত সরল। কোন মৃত্যুর সংবাদ পেলে ছুটে যেতেন, নিজে মৃত ব্যক্তির গোসল করানো, কাপড় পরানো খুব সুন্দর করে করতেন। কে জানে যে ভাবী সবাইকে সাজিয়ে দিতে দিতে এত তারাতারি সবাইকে ছেড়ে চলে যাবে।

আমরা দুই জন বান্ধবীর মত ছিলাম। খুব মনে পরে ফেলে আসা দিনগুলির কথা। পরবেই বা না কেন কত কিছু শিখার আছে আমাদের তার জীবন থেকে। এই যে একটি মানুষ হিন্দু ধর্ম থেকে আহমদী ধর্মে এসে নিয়মিত পাঁচওয়াক্ত নামায, তাহাজ্জুদ নামায, দোয়া, জামাতী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কত সুন্দর করে নিজেকে তৈরী করেছেন। উনার ঈমান আমলের কারণেই আজ দরিদ্রতা দূর করে নিজের সংসারে তো সচ্ছলতা এনেছেনই এবং অন্য মানুষদেরও সাহায্য করতে কখনও পিছপা হননি। বাংলাদেশের বিভিন্ন জলসা এবং লন্ডন, ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যান্ড, কাদিয়ান, বেলজিয়ামের ইজতেমা এবং সব শেষে হজ্জ এর মত পবিত্র কাজটিও সম্পন্ন করে গেছেন। হুযূরের জন্য অতি পরিচিত মুখ ছিল, একবার তো হুযূর বলেই বসেছেন যে "আপ ভারী নযম পাড়তিহে"।

জীবনের এতটা সুখ যেন তারই প্রাপ্য ছিল। এত দোয়া ধৈর্য ছেলে মেয়ের যত্ন ভালোবাসা সব নিয়ে চির নিদ্রায় চলে গেলেন। তাই আজ মরহুমার জীবন থেকে যদি কিছু ভাল গুণ আমরা আমল করতে পারি, তাহলেই আমার এ লেখা স্বার্থক হবে। হে আল্লাহ্ তুমি তাঁকে জান্নাতবাসী কর আর আমাদের তার উত্তম আমলের উত্তরসূরী বানাও, আমীন।

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল **'মানব সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত'** পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

মানব সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত

মানুষ সামাজিক জীব সে কখনই একা বাস করতে পারে না। আর সমাজবদ্ধ ও সহানুভূতিশীল জীব বলেই আত্মস্বার্থে মগ্ন থাকা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। সমাজের সহায়-সম্বলহীন, সর্বহারা হতাশাগ্রস্থ মানুষকে প্রাণবন্ত করে তোলাই মানুষের ধর্ম। তাই নিজ স্বার্থ ত্যাগ করে অন্যের স্বার্থরক্ষা তথা অন্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করাই মানবসেবা।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ্‌ও তার প্রতি দয়া করেন না।" কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাদের মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হয়েছে। তোমরা ন্যায় সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়ে থাকে এবং অসঙ্গত কাজ হতে বারণ করে থাকে এবং আল্লাহতে ঈমান রাখ" (৩ : ১১১)।

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন এবং মানবজাতির কল্যাণের জন্য আর্তমানবতার সেবায় "আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত"-এর অবদান অনস্বীকার্য। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মানুষের আধ্যাত্মিক কল্যাণের পাশাপাশি জাগতিক কল্যাণ সাধনেও নিয়োজিত রয়েছে। এই জামা'ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, ক্লিনিক স্থাপন করে মানবতার সেবা করে চলেছে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফার নামে রাবওয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, "তাহের হার্ট ইন্সটিটিউট" যার অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা সেবা দক্ষতা বিশ্বের যে কোন স্বনামধন্য হাসপাতালের সাথে অতুলনীয়। কাদিয়ান, রাবওয়া ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে "ফযলে ওমর হাসপাতাল"। যার অধিকাংশই বিনা খরচে এবং কোথাও কোথাও অল্প খরচে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তৃতীয় খলীফা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোতে শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য ১৯৭০ সালে "নুসরত জাহান স্কীম" চালু করেন।

বর্তমানে এই স্কীমের অধীনে পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ২৭টি হাসপাতাল, ৬২৫টি হোমিও প্যাথিক ক্লিনিক, ৫৫৪ টি স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে। চতুর্থ খলীফা হুযূর রাবে (রাহে.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "মরিয়ম শাদী ফান্ড" আরেকটি কল্যাণমূলক কার্যক্রম যার মাধ্যমে অসহায় দরিদ্র ছেলে মেয়েদের বিয়ে শাদিতে সাহায্য করা হয়। বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আফ্রিকায় ১০০টি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুনামি, বন্যা, ভূমিকম্প, সিডর ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য সহযোগিতার পাশাপাশি মানবসেবায় আরও নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে, জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃতপ্রাপ্ত 'হিউম্যানিটি ফাষ্ট' সংস্থা।

মানবসেবা একটি মহৎ হৃদয়বৃত্তি। এই হৃদয়বৃত্তির জাগরণই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। আর তাই মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য আমাদের উচিত সেবাব্রতের পূর্ণ দীক্ষা নিয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে সহায় সম্বলহীন আর্তমানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করা। মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন, আমীন।

ইসমত আরা চৌধুরী (উর্মি), চট্টগ্রাম

মানবসেবা পরম ধর্ম

আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পরম কৃপার কারণে তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত হয়েছ। আর তুমি যদি রুক্ষ ও কঠোর চিত্ত হতে তা হলে নিশ্চয় তারা তোমার আশ পাশ থেকে সরে দাঁড়াতো।.....(আলে ইমরান : ১৬০)

এ হলো হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মানব প্রেম ও মানবিকতার সার্টিফিকেট যা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক হুযূর (সা.)-কে দান করেছেন। এক মহিলা প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছিল। তার ভারী গাট্টি বুচকা বহন করে তাকে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে হুযূর (সা.) যখন জানতে চাইলেন কেন সে পালাচ্ছে– তখন সে মহিলা বললো, মক্কায় আবির্ভূত এক যাদুকরের ভয়ে যার নাম মুহাম্মদ তার ভয়ে পালাচ্ছি। হুযূর (সা.) যখন তাঁকে জানালেন যে তিনিই সেই মুহাম্মদ (সা.) যার ভয়ে সে পালাচ্ছে–তখন সেই মহিলার জবাব ছিল, 'তুমিই যদি মুহাম্মদ (সা.) হও তবে তোমার চাইতে উত্তম ও ভাল মানুষ আর কেউ নেই। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর হাতে বয়আতের সর্তে মানব সেবার শর্ত রেখেছেন। তিনি তাঁর এক সাহাবীর অসুস্থতায় পায়ে হেঁটে দুর্গন্ধময় অপরিচ্ছন্ন স্থানে একাধারে অনেক দিন তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তার অবস্থার তদবীর ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। আগতদের জন্য তিনি নিজ হাতে দুধ ও খাদ্য পৌঁছিয়েছেন। রুটির টুকরা খেয়ে রাত কাটিয়েছেন কিন্তু কারো কষ্ট হোক তা পছন্দ করেন নি। নিজের ল্যাপ ছেড়ে দিয়েছেন এবং চাদর দিয়ে প্রচন্ড শীতের রাত কাটিয়ে দিয়েছেন। প্লেগের মহামারিতে যখন ঘরের পর ঘর মহল্লার পর মহল্লা উজার হচ্ছিল। দাফন কাফনের জন্য লোক পাওয়া যাচ্ছিল না তখন হুযূরের নির্দেশে আহমদীরা সে সব লোকের দাফন কাফনের ব্যবস্থা করেছেন। খলীফাতুল মসীহ্ সানী ১৯৪৭ এ দেশ বিভাগের পর হাজার হাজার শরনার্থী যারা আহমদী নন তাদের জন্য খাদ্য, পানীয় এবং বাসস্থান নিশ্চিত করেছেন।

আমরা সবাই জানি কাশ্মীরের মুসলমানদের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশে কিভাবে সেবা দান করা হয়েছে। হুযূরের নির্দেশে তখন মানুষের অসহায় অবস্থা তবলীগের ব্যাপারেও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। জাপানের সুনামী, বাংলাদেশের বন্যা, সাইক্লোন, আফ্রিকার খরা, দুর্ভিক্ষ এমনকি ইউরোপ আফ্রিকাতেও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সেবা কার্যক্রম পিছিয়ে নেই। শত শত স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মানব সেবার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সেবা সংগঠন হিউম্যানেটি ফার্ষ্ট বিশ্বব্যাপী মানব সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ও মানব সেবা

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে মুসলমানদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, তাদের কাজ হল মানবজাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা। মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। আর সর্বপরি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রেখে পথ চলা। ইসলামী শিক্ষার মূল বিষয় ২টি একটি হল হুকুকুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র ইবাদত করা আর দ্বিতীয়টি হল হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার হক বা সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কে অধিক উত্তম যে লোকদের

আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে। (৪১ : ৩৪)

বর্তমান বিশ্বে আজ প্রায় ১০০ বৎসরেরও বেশী সময় ধরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশে আত্ম মানবতার সেবায় যে সমস্ত কাজ করে যাচ্ছে তার তুলনায় অন্য কেহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেনি। কারণ একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই স্বয়ং খোদা তাআলার নির্দেশিত পথে তাঁরই সাহায্যের আলোকে আলোকিত হয়ে গোটা পৃথিবীর মানুষের শান্তির জন্য এক খলীফার নির্দেশে মানবতার সেবামীলক বিভিন্ন কাজ করে যাচ্ছে। সেই সাথে পবিত্র কুরআনের প্রচারের মাধ্যমে খোদার দিকে আসারও আহ্বান জানাচ্ছে।

মসজিদ ও মিশন হাউস প্রতিষ্ঠা করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আজ বিশ্বের প্রায় ২০০টি দেশে মানব জাতিকে হেদায়াতের পথ দেখাচ্ছে। আহমদীয়া জামা'তের যুগ খলীফা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করছেন ও নতুন নতুন মসজিদ উদ্বোধন করে সেখানে সত্য ন্যায়ের পথের আহ্বান জানাচ্ছেন পবিত্র কুরআনের আলোকে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শুধু ধর্মীয় শিক্ষাই দিচ্ছেন না বরং মানবজাতির জাগতিক কল্যাণ সাধনেও নিয়োজিত রয়েছে। এ জামা'ত বিশ্বের দেশে দেশে স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, ক্লিনিক স্থাপন করে মানবতার সেবা করে যাচ্ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন সংগঠনের কার্যকলাপের আলোকে যদি দৃষ্টিপাত করি তবে দেখতে পাব যে আজ পৃথিবীতে কেবল আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ছাড়া আর কেহ বা কোন জামা'ত বা দল কাহারও মধ্যে উক্ত গুণাবলীর কার্যক্রম খুঁজে পাওয়া যায় না। মহান আল্লাহ্ তাআলা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে রাহমাতুল্লিল আলামিন করে প্রেরণ করেছেন তার এ যুগে তারই রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে তাঁরই (সা.)-এর প্রতিচ্ছায়া রূপে আগমন করেছেন হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) তিনি তাঁর প্রভু ও গুরুর শিক্ষানুযায়ী বলেছেন, গালি শুনেও দোয়া কর আর কষ্ট পেয়েও সেবা কর। তাই আহমদীগণ মানবতার জন্য শত্রু মিত্র জাতি ধর্ম গোত্র নির্বিশেষে সকলেরই কল্যাণ ও সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। আমাদের কাজ মানবতাই প্রধান। তাই আমাদের শ্লোগান Love for All Hatred for none. ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয় কারো পারে"। খোদা তাআলা আমাদের সবাইকে মানব সেবায় রত থাকার তৌফীক দান করুন।

মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান, নূরনগর, ঈশ্বরদী

মানব সেবা ও আহমদীয়াত

মহান আল্লাহ্ পাক মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য আর এ ইবাদত আবার দু'টি প্রক্রিয়ায় করতে হয়–প্রথমত: হুকুকুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হক আদায় করা।

দ্বিতীয়ত: হুকুকুল ইবাদ অর্থাৎ বান্দার হক আদায় করার মাধ্যমে। মহান আল্লাহর হক আদায় করার ইবাদতসমূহ হলো শরীয়তের বিধিবিধান যা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আদায় করা। এ সবের পাশা পাশি আল্লাহ্‌র বান্দার প্রতি দায়িত্বাবলী পালন করা একজন বান্দার জন্য আবশ্যক। মহান আল্লাহ্ পাক বলেন, "তোমরা সৎ কর্ম করো ও পরপোকার করো নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীল ও পরপোকারীদের ভালোবাসেন।" (সূরা বাকারা : ১৯৬) আল্লাহ্‌র বান্দাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো মানবের প্রতি যত্নবান হওয়া, মানুষের বিপদে-আপদে, দু:খে-কষ্টে তাদের পাশে দাঁড়ানো। হাদীস শরীফে আছে আল্লাহ্‌র অসহায় বান্দার প্রতি সাহায্য করলে আল্লাহ্‌কে সাহায্য করা হয় এতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন। আমাদের প্রিয় রাসূল (সা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানুষকে সাহায্য করার জন্য নবুওয়াতের দাবীর পূর্বেই "হিল ফুল ফুজুল" সংগঠন কায়েম করেছিলেন। আমরা তাঁর (সা.) শিক্ষা অনুযায়ী মানুষের বিপদে, রোগে, শোকে, দু:খে বিভিন্ন সমস্যায় তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি, সমবেদনা প্রকাশ করতে পারি। সেবা শুশ্রুষা দিতে পারি। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন–"যারা পৃথিবীতে আছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া কর। তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" (আবু দাউদ শরীফ)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মানব সেবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মুখী কাজ করে যাচ্ছে। আফ্রিকা মহাদেশসহ সারা বিশ্বের ২০০টি দেশে শত শত স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার সম্প্রসারণ করে যাচ্ছে। চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন স্থানে উন্নত মানের চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র বা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে জামা'তে আহমদীয়ার সেবামূলক সংগঠন যা জাতিসংঘ কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন করা "হিউম্যানিটি ফাষ্ট" সারা বিশ্বব্যাপী কাজ করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়গুলিতে ইন্দোনেশিয়ার সুনামী, বাংলাদেশের সিডর, পাকিস্তানের ভূমিকম্প ও বন্যায়, জাপানের ভূমিকম্প, অষ্ট্রেলিয়ার, আমেরিকার, ইংল্যান্ডের প্রাকৃতিক দুর্যোগেও এ সংগঠন কাজ করেছে এবং যথেষ্ঠ সুনাম অর্জন করে চলেছে। তাছাড়া জামাতে আহমদীয়ার খোদ্দামুল আহমদীয়া সংগঠনের খেদমতে খালক বিভাগ রোগী দেখা-মৃতের দাফন করানো, প্রাকৃতিক দুর্যোগে পাশে দাঁড়ানো, রাস্তা ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, মানুষের ঘর মেরামত করে দেওয়ার মতো নানাবিদ সেবা মূলক কাজ করে যাচ্ছে। অন্যান্য অংগ সংগঠন আনসারুল্লাহ্ ও লাজনাগণ তাদের সাধ্য ও সামর্থ্য মোতাবেক মানব সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এভাবে মানব সেবায় আহমদীয়া জামা'ত আজ সারা বিশ্ব ব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন এই সেবার মান উত্তরত্তোর বৃদ্ধি করতে পারি, আমীন।

শবনাম নাজ দৃষ্টি, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মানব সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কিছু ঝলক

ইসলাম শান্তির ধর্ম। মানব সেবা ইসলামের মূল লক্ষ্য। আল্লাহ্ তাআলা এই পৃথিবীতে সকলকে প্রাচুর্যশীল করে পাঠাননি। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) মানব সেবায় সব সময় নিজেকে বিলীন করতেন আর এজন্যই তনি আল আমীন এবং আস্ সিদ্দীক উপাধি লাব করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) মানব সেবায় আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) সর্বদা মানব সেবা মূলক কাজ করতেন। শিয়ালকোটে চাকুরী করার সময় বেতন বাবদ যা পেতেন তা তিনি খরচ শেষে যে অবশিষ্ট টাকা থাকত তা তিনি এলাকার গরীব, এতীম, বিধবাদের মাঝে বিতরণ করতেন। একবার ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর মা উনার জন্য ৪ জোড়া কাপড় শিয়ালকোটে পাঠান। তিনি তা থেকে এক জোড়া হায়াত নামক এক অসহায় ব্যক্তিকে দিয়ে দেন। এই ছিলেন মানব সেবায় আত্মনিয়োগকারী ২ জন মহান ব্যক্তির উদাহরণ। আর বর্তমানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মানব সেবায় নিজেদেরকে বিলীন করছেন। মানব সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কিছু ঝলক তুলে ধরা হল :

১। বসনিয়ায় নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্যার্থে আহমদীয়া সেবা সংস্থা হিউম্যানিটি ফাষ্ট এর পক্ষ থেকে ত্রাণ বহর প্রেরণ করেন।

২। ভারতের কাদিয়ানে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট আহমদীয়া নূর হাসপাতাল রয়েছে, যেখানে গরীবদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয়া হয়।

৩। ইন্দেনেশিয়া সুনামী আক্রান্ত হওয়ার পর আহমদীয়া সেবা সংস্থা হিউম্যানিটি ফাষ্ট রিলিফ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৪। এমনকি বাংলাদেশ যখন আইলা বিধ্বস্ত হয় তখনও হিউম্যানিটি ফাষ্ট রিলিফ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৫। আফ্রিকা, জার্মানী, ভারতে আহমদীয়া হাসপাতালগুলি গরীব, এতিমদের স্বেচ্ছায় সেবা দান করছে। পৃথিবীর যেখানে যে সময় যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আঘাত হানে, আহমদীয়া সেবা সংস্থা সেখানে সেবার জন্য পৌঁছে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তাআলা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে এবং আমাদের সকলকে মানবতার সেবায় নিজেকে বিলীন করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

সজীব আহমদ হারুন
ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কি? এবং কেন? শীর্ষক আলোচনা ও প্রশ্ন উত্তর সভা

গত ১৪/০৯/২০১১ রোজ বুধবার বিকাল ৪টায় দারুত তবলীগ লাইব্রেরী কক্ষে " **আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কি? এবং কেন?**" শিরর্ক আলোচনা ও প্রশ্ন উত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভা হয়। পরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পরিচিতি পাঠ করে শুনান জনাব মুসলেহ্ উদ্দিন, ন্যাশনাল সহকারী সেক্রেটারী তবলীগ। সভায় হযরত ঈসা (আ.), হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.), ইসলামে জেহাদ এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী (মুবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ)। উক্ত সভায় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এতে সর্বমোট উপস্থিত সংখ্যা ছিল ১৪০ জন। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর জনাব মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও সেক্রেটারী জায়েদাদ জনাব ফয়েজউল্লাহ্, সেক্রেটারী তবলীগ জনাব তাসাদ্দক হোসেন উপস্থিত ছিলেন। **-এনাম আহমদ**

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামে রমযান মাসে বিশেষ তালিমী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১৩ ও ১৪ আগষ্ট আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফজলে লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের রমযান মাসের তালিমী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে ক্লাসের কার্যক্রম শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন বুশরা মজিদ এবং দোয়া পরিচালনা করেন মিসেস রওশন আরা আহমদ প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ। এরপর বিভিন্ন বিষয়ের উপর ক্লাস নেওয়া হয়, ক্লাসের বিষয়গুলো হলো: রোযার মাহাত্ম্য এবং রমযানে পালনীয় বিষয়সমূহ। তওবা ও ইস্তেগফারের গুরুত্ব, মালী কুরবানীর গুরুত্ব। বিয়ে শাদী ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে সামাজিক কদাচার পরিহার। নেযামের আনুগত্য, অর্থসহ নামায শিক্ষা। এমটিএ দেখার ফজিলত। ক্লাসগুলো পরিচালনা করেন : মিসেস আয়শা ইশরাত, মিসেস নুসরাত মোনেম, মিসেস তাহেরা মির্যা, মিসেস সাফিয়া নুসরাত, মিসেস রওশন আরা আহমদ এবং মিসেস তালাত মেহতাব। ক্লাস শেষে লাজনা ও নাসেরাতদের কুইজ অনুষ্ঠিত হয় এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে ক্লাসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন মিসেস নিলুফার মমতাজ ভাইস প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্। উক্ত ক্লাসে ৪৫ জন লাজনা ও ১০ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। **-নিলুফার মমতাজ**

লাজনা ইমাইল্লাহ্ সাতক্ষীরায় ২য় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ সাতক্ষীরায় ২য় বার্ষিক ইজতেমা ০৯/০৯/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমায় সভানেতৃত্ব করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দীনা নাসরিন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন মাসুদা পারভীন। দোয়া এবং আহাদ পাঠ করান সভানেত্রী। এরপর লাজনা ও নাসেরাত বোনদের দ্বীনি মালুমাত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা, কুরআন তেলাওয়াত, নযম এবং খেলাধূলার প্রতিযোগীতা হয়। বিকালে সমাপনী অনুষ্ঠানে সভানেত্রী নামাযের গুরুত্ব ও সন্তাদের তরবীয়ত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে পুরস্কার বিতরণের পর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। উক্ত ইজতেমায় লাজনা, নাসেরাত ও মেহমানসহ মোট ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন। **-রেবেকা মোবাশ্বের**

ময়মনসিংহ জামা'তের হালকা ফুলবাড়িয়ায় বৃক্ষরোপন

গত ২২/০৯/২০১১ রোজ বৃহস্পতিবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ময়মনসিংহ এর উদ্যোগে ময়মনসিংহ জামা'তের হালকায় জামা'তের নিজস্ব জায়গায় ১০০টি মেহগুনি গাছ লাগানো হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বৃক্ষরোপনের সময় ফুলবাড়িয়া হালকার প্রেসিডেন্ট, যয়ীমসহ খোদ্দাম ও আনসারগণ উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা এই বৃক্ষরোপনকে জামা'তের জন্য কল্যাণকর করুন। **-শেখ খালিকুজ্জামান সাব্বির**

ঈদুল ফিতর ২০১১ উপলক্ষে "আলিঙ্গন ঈদুল ফিতর সংখ্যা" দেয়ালিকা প্রকাশ

মজলিস আতফালুল আহমদীয়া ঘাটুরার ইশায়াত বিভাগের উদ্যোগে পবিত্র ঈদুল ফিতর ২০১১ উপলক্ষে **"আলিঙ্গন ঈদুল ফিতর সংখ্যা"** দেয়ালিকা প্রকাশ করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দেয়াল পত্রিকায় রয়েছে পবিত্র ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য (কুরআন, হাদীস, অমৃতবাণী ও হুযূর [আই.] লেখনীর আলোকে), স্বরচিত কবিতা, ছড়া, সাধারণ জ্ঞান এবং কৌতুক। **-এস এম আরমান**

কৃতি ছাত্র

দক্ষিণ মৌড়াইল নিবাসী মেহেদী হাসান (আকাশ) পিতা কামরুল হোসেন (সহকারী স্টেশন মাষ্টার) মাতা শিরীন খানাম এর বড় ছেলে ২০১০ সালে অর্থাৎ এ বৎরস J.s.c পরীক্ষাতে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে, আলহামাদুলিল্লাহ্। সে একজন ওয়াকফে নও। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

দোয়াপ্রার্থী
পিতা জনাব কামরুল হোসেন
ও মাতা শিরীন খানাম

(২) আমাদের সর্ব কনিষ্ঠ ছেলে শেখ ওয়াজিওর রহমান (কল্লোল) এ বছর H.s.c পরীক্ষায় নটরডেম কলেজ থেকে মানবিক বিভাগে GPA-5 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে আইন বিষয়ে পড়াশুনা করতে আগ্রহী। সে একজন ওয়াকফে নও সদস্য (নং-9444/A) আমরা তার ভবিষ্যৎ কামিয়াবীর জন্য সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়াপ্রার্থী
পিতা : শেখ মাহফুজুর রহমান
ও বেগম গুলশান আর

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

এবারের পাঠক কলামের বিষয় **"পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত"**।

আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

লেখা পাঠানোর আগে মনে রাখবেন- লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।

লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ অক্টোবর ২০১১-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

পাক্ষিক আহমদী আমার আপনার সবার প্রাণের পত্রিকা।
তাই এর পৃষ্ঠপোষকতা করুন।
গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন। এর মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করুন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সৌজন্যে :
ডিলার- জনতা সেনেটারী
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা
গাজী
গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

New Vol. No. 74 | 6th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

30 September, 2011 | Tk. 15.00

Regd. No. D. A.-12

সেই
১৯৮৮
সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

তৃতীয় শাখা এখন **গুলশান ওয়ান্ডারল্যান্ডে**

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
ওয়ান্ডারল্যান্ড, গুলশান
(পিংক সিটি মার্কেটের দক্ষিণ পার্শ্বে)।
রোড-১০৩, গুলশান-২
মোবাইল: ০১৯১৩৯৪১৩৯২

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"

মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় **ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না** আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com